উদাসিনী রাজকন্যা।

মিলনান্ত নবন্যাস।

"কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ।"

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাতুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট ৩ নং।

'পূর্ণ-শশী' মাসিক পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

পূর্ণ শশী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাগ্‌দান।

"অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতোঽস্মি সদ্যোবিষদান্তরাত্মা
চিরস্য নিক্ষেপমিবার্পয়িত্বা॥"

কালিদাস।

বাঙ্গালা ১০৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এক জন যুবা হিন্দুস্থানী একাকী বিষণ্নবদনে অশ্বারোহণে দাক্ষিণাত্যের আরণ্য পথে গমন করিতেছেন। তাঁহার পরিচ্ছদ বস্ত্রগুলি স্থানে স্থানে বিশ্লিষ্ট, স্তরে স্তরে আর্দ্র। অশ্বটীও অতিশয় পরিশ্রান্ত, সিক্ত-কলেবর। সময় নিশা, কিন্তু অধিক রাত্রি হয় নাই, চারি ছয় দণ্ড মাত্র।—প্রকৃতি প্রশান্ত,—পশুপক্ষী নিঃশব্দ,—বৃক্ষপত্র সঞ্চালনের শব্দমাত্রও নাই,—তলভূমি বারিসিক্ত,—স্থানে স্থানে কর্দ্দম,—স্থানে স্থানে পুঞ্জীকৃত ভগ্নতরু পথ অবরোধ করিয়া আছে, কোন কোন স্থানে মৃত পশুপক্ষী ভূলুণ্ঠিত। অশ্বারোহী অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতেছেন না,—এক একবার ভগ্ন তরুস্কন্ধে অশ্বসহ আহত হইয়া পশ্চাদ্গামী হইতেছেন, গাত্রাবরণ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, কপোলে, ললাটে রক্ত পড়িতেছে;—ভগ্ন বৃক্ষশাখে পাদস্খলন হইয়া এক

একবার তুরঙ্গের গতিরোধ হইতেছে,—পথিকের তৎকালীন ক্লেশের বর্ণনা হয় না। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঝড় হইয়া গিয়াছে, সেই ঝটিকাবর্ত্ত-সহ মূষলধারে বৃষ্টিও হইয়াছে,—ঝড়বৃষ্টি বিগমে পৃথিবী শীতল,—নভোমণ্ডল স্তম্ভিত,—ভীম তরঙ্গময় অতলস্পর্শ জলনিধিও প্রশান্ত;—তরল মৃদুল পবন অতিশয় হিমস্পর্শ।

একটু পূর্ব্বে পবনদেব করালবেশে যে পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, সে পথ এখন নরলোকের পক্ষে নিতান্ত দুর্গম; সুতরাং কালোচিত কর্ত্তব্যানুরোধে সবাহন পরিক্লিষ্ট আরোহী পার্শ্ববর্ত্তী বক্র পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন, আকাশ নির্ম্মল;—ধূসর মেঘ ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছিল,—সে ভাব আর নাই,—নীলবর্ণ নির্ম্মল।—নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্রমালা উদিত হইয়াছে, নিবিড় অন্ধকারে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্প অল্প আলো হয়। অশ্ববাহন সেই স্তিমিত আলোকের সাহায্যে ধীরে ধীরে যাইতেছেন,—কোথায় যাইতেছেন, তাহা জানেন না। চারি দিকে অরণ্য;—নিবিড় অরণ্য;—তাহাতে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ পতিত,—দিগ্‌নির্ণয়ই হইয়া উঠিতেছে না। কাষ্ঠচ্ছেদক ও ব্যাধেরা গতিবিধি করাতে মাঝে মাঝে যে অপ্রশস্ত পথ পড়িয়াছে, তাহাও সে রাত্রে কতক কতক সমাচ্ছন্ন। পথভ্রান্ত পান্থ বহু ক্লেশে কত বেড়্, কত প্যাঁচ্ অতিক্রম করিলেন,—কাননের সীমা প্রায় শেষ হইল, সাহসে ভর করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন,—কিন্তু লোকালয় দেখিতে পাইলেন না।—হতাশ হইলেন।—মহা বিপদেও আশা পথ দেখাইয়া দেয়,—মহা সংশয়াকুল সঙ্কটেও আশা আশ্বাস দেয়, যুবা, পথিক সেই আশার আশ্বাসে অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হইলেন না,

চন্দ্র উদয় হইল।—চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বারোহীর সাহসের উদয় হইল;—মনে মনে যত আতঙ্ক আর আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছিল, তত আর নাই। রাত্রি এক প্রহর অতীত।

কিয়দ্দূর গমন করিলে সম্মুখে একটী পর্ব্বত দৃষ্ট হইল, যুবা সেই শৈলাভিমুখে অশ্বচালন করিয়া গুহাভ্যন্তরে একটী আলোক দেখিতে পাইলেন। লোকাশ্রম স্থির করিয়া আনন্দ জন্মিল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইলেন। গুহাশ্রমের দ্বারদেশ উপস্থিত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন,—

"অতিথি।—মহা সঙ্কট।—জীবন বিপন্ন।—এই রাত্রের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা।"

"কল্যাণং কল্যাণং! ভয় নাই, ভয় নাই! অতিথির নিমিত্ত আমার এই ক্ষুদ্র আশ্রম সর্ব্বদাই অবারিত। অতিথির আগমনে আমি কৃতার্থ হইলাম।"

সপ্রেমস্বরে এই কথা কহিতে কহিতে একজন তপস্বী গুহাদ্বারে দর্শন দিলেন।—তাঁহার বর্ণ মধ্যাহ্নকালীন চম্পক পুষ্পসদৃশ, মস্তকে জটা, লম্বিত আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু,—চক্ষু প্রশস্ত, রক্তবর্ণ উজ্জ্বল,—ভ্রূযুগল ধবল,—কর্ণবিবর ধবল লোমে আবৃত, স্থূল বক্ষে ধবল লোমাবলী,—পরিধান ধবল বসন, স্কন্ধে ধবল যজ্ঞোপবীতসহ ধবল উত্তরীয়। দর্শন মাত্রেই সমস্ত শুভ্র শোভায় মন আকৃষ্ট হয়, ভক্তিরসের উদয় হয়। আকৃতি-দর্পণে যেন মানসিক শুভ্রতার প্রতি-বিম্ব ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বয়ঃক্রম অনুমান ষষ্টি বৎসর।

যুবা প্রণাম করিলেন, তাপস আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"গুহা মধ্যে আইস।"—আতিথেয়ের এই আহ্বান বাক্যে অতিথি পুলকিত হৃদয়ে অশ্বটী নিকটস্থ এক দ্রুমে বন্ধন করিলেন,

ঘোটক সেই তরুমূলজাত তৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিতে লাগিল, তিনি গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, যোগীবর একখানি আসন দেখাইয়া দিলেন, পথিক উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার মনে ভাবান্তর উদয় হইল।—কেন হইল, তিনিই বলিতে পারেন। তপস্বী তাঁহাকে কিছু অন্যমনস্ক দর্শন করিলেন, কিন্তু অতিথি সৎকারের অগ্রে কোন বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসু হওয়া আতিথ্য ধর্ম্মের বিরোধী, এই নিমিত্ত কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। আশ্রমলব্ধ, তৎকালসুলভ যথাভোজ্য সংগ্রহ করিয়া উপযোগ করিতে দিলেন, পথিক আহার করিয়া সুস্থ হইলেন। গৃহে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অতিথির সেবা হইয়াছে, ব্রহ্মচারী তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, মনোভাব প্রকাশ করিবার এই উপযুক্ত অবসর।—অবসর বুঝিয়া তাপসবর অতিথিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস!"—সম্বোধন সময়েই সম্বোধিতের বিমর্ষ বদনে তাঁহার প্রশস্ত, সুবিস্তার জ্যোতির্ম্ময় নয়ন নিক্ষিপ্ত হইল; তিনি শিহরিলেন। সবিস্ময়ে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ! তুমি এ অবস্থায় এ বিজন প্রদেশে একাকী ভ্রমণ করিতেছ কেন?"

রাজপুত্র শিহরিয়া উঠিলেন;—সম্বোধন শ্রবণ করিয়া তপস্বীর মুখপানে বিস্ফারিত কৌতুহলী নয়ন প্রক্ষেপ করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহাভাগ! আপনি কে?"

"আমি যে হই, পরে জানিবে। এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর কর। তুমি এই রাত্রে এ বেশে এ প্রদেশে একাকী কেন?" ত্রস্তভাবে ত্রস্তস্বরে তপস্বীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এই দূরবর্ত্তী রাজ্যের গিরিগুহাবাসী সন্ন্যাসী আমারে কিরূপে চিনিলেন, কিরূপে পরিচয় জ্ঞাত হইয়া আমারে যুবরাজ শব্দে সম্বোধন করিলেন, আমি রাজপুত্র, কিরূপে ইনি জানিলেন, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। বোধ হয়, ইনি ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ হইবেন। যাহা হউক, যখন আমি অতিথি, আর ইনিও অকপট অতিথিনিষ্ঠ, তখন কখনই আমার নির্ব্বন্ধে সত্য তত্ত্ব অপ্রকাশ রাখিবেন না। পরিচয় দিব না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ঘটনাগুলি বিজ্ঞাপন করি। এই রূপ সংকল্প সুস্থির করিয়া কহিলেন।

"মুনিসত্তম! আমি আপনারে চিনিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আপনি যোগবলে আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনারে নমস্কার করি। সেতুবন্ধ রামেশ্বর মহা তীর্থ, লোকমুখে আর শাস্ত্রপাঠে এইটী পরিজ্ঞাত হইয়া বসন্তকাল সমাগমের পূর্ব্বেই আমি অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সেই তীর্থ দর্শনাশয়ে যাত্রা করি। আপনার আশ্রমের অদূরে উপস্থিত হইয়া অদ্য মহা বিপদে পতিত হই। অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হয়। আমার লোকজন সেই দুর্যোগে কে কোথায় গেল, কিছুই জানি না, আমি একাকী আর আমার ঐ অশ্ব বহু কষ্ট ভোগ করিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আর আপনার অমায়িক মহাপুরুষ ভাব দর্শন করিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছি,—আপনার শ্রীপাদপদ্ম এ জন্মে আর বিস্মৃত হইব না। এখন অনুগ্রহ বরিয়া বলুন, আপনি কে? কোন্ মহাযোগী বংশ আপনার উদ্ভবে সমলঙ্কৃত হইয়াছে?"

তপস্বী হাস্যমুখে কহিলেন, "রাজকুমার! আমি যোগীও নই, দৈবজ্ঞও নই, তোমার পিতা মহারাজ আদিত্য সিংহের চিরচিহ্নিত কিঙ্কর।"

রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন। স্থির দৃষ্টিতে তপস্বীর প্রভাময় মুখপানে চাহিয়া স্মরণ করিতে লাগিলেন, কখনও সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন কি না? নির্নিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, অনেক ভাবিলেন, মনে হইল না চিনিতে পারিলেন না। কহিলেন, "সত্যব্রত! আপনি অসত্য বাক্যে আমারে বঞ্চনা করিবেন এটী কল্পনা করিলেও পাপ হয়, আপনি তপস্বী, আপনারে নমস্কার, আপনি আমারে অপরাধী করিবেন না, মিনতি করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কে? আর সত্যই যদি আমার ভাগ্যবান পিতা আপনার তুল্য মহাপুরুষের প্রসাদ লাভে গৌরবান্বিত ছিলেন, তবে কি অপরাধে তাঁহারে সে অনুগ্রহে বঞ্চিত করিয়া সংসারত্যাগী উদাসীন হইয়াছেন? আর একটী নিবেদন, ক্ষমা করিবেন, আপনার নাম কি?"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার সেই হাস্যে তিনটী ভাব প্রকাশ হইল। এক ভাবে কুমারের সরলতাপূর্ণ আগ্রহে পরিতুষ্টি; এক ভাবে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ়; আর এক ভাবে বর্ত্তমান সন্ন্যাস আশ্রমের কারণ চিন্তা।—হাস্য করিয়াই একটী পরিতাপবাহী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "রাজপুত্র! আমার পরিচয় পাইয়া তুমি এখন সুখী হইবে না, বরং তাহা বিপরীত ভাবের উত্তেজক হইবে। এখন আমি তোমাকে পরিচয় দিব না। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, যাহা আমি বলিয়াছি, তাহা ব্যতীত আর কেহই আমি নই। যে গিরিগুহায় আমায় এখন দেখিতেছ, এখানে আমার নাম সদাশিব ব্রহ্মচারী।"

কুমার কিছু বুঝিতে পারিলেন না।—ক্ষুণ্ন মনে সাত পাঁচ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই চিন্তার অবসরে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন

"রাজকুমার! তোমার পূজ্যপাদ পিতার সমস্ত কুশল ত?—জম্বুরাজ্যে এখন ত কোনও উৎপাত নাই?"

অনুকূল উত্তর দিয়া রাজপুত্র কহিলেন, "রাজ্যে প্রতিগমন করিয়া আপনার অনুগ্রহের কথা পিতাকে জানাইব, আপনি পরিচয় দিলেন না, পিতা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তখন আমি কি বলিব? আর কি কথা বলিলেই বা আমার অন্তর্ব্বদ্ধ কৃতজ্ঞতা সুস্পষ্ট প্রকাশ হইবে?"

"আমি স্বয়ং রাজধানীতে গিয়াই সকল কথা নিবেদন করিব। সেই সময় তুমিও আমার স্নেহের পরিচয় পাইবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া উদাসীন যেন উদাসমনে কি পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলেন; কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সপরিতাপে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুত্র! বিজয়পুর রাজ্যের কিছু সংবাদ রাখ?"

রাজপুত্র চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পর মৌন ভঙ্গ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন, "পররাজ্য-লোলুপ ধূর্ত্ত আরঙ্গজীব সেই মিত্ররাজ্য গ্রাস করিয়াছে!"

ব্রহ্মচারী শুনিয়া ললাটে হস্ত প্রদান করিলেন; অহি-গর্জ্জনের ন্যায় একটী প্রবল সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইল। কপোল প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গড়াইল। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিতস্বরে কহিলেন, "আহা! মহারাজ মহাসঙ্কটে পড়িয়া মহা দুঃখেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! এক সময়ে দুই দিক দিয়া দুই কাল ভুজঙ্গ তাঁরে বেষ্টন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। এক দিকে আরঙ্গজীব, অপর দিকে শিবজী। আহা! সময় যখন বিগুণ হয়, তখন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও বিপক্ষতা করে! মহারাষ্ট্রপতি শিবজী হিন্দু-জাতির পরম বন্ধু, হিন্দুবৈরী আরঙ্গজীবের নির্য্যাতনার্থী, কিন্তু

এমনি দুর্ভাগ্য, বিজয়পুরের অদৃষ্টে সেই মহামনা মহারাষ্ট্রীয় শিবজীও বৈরী হইলেন।” বলিতে বলিতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তরীয় বসনে নেত্র মার্জ্জন করিলেন, কিন্তু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, অতীত শোকবৃত্তান্ত স্মরণে আর বহুযত্ন-রক্ষিত বিজয়পুর রাজ্য যবন-রাহু-গ্রস্ত শ্রবণে তাঁহার স্নেহকাতর হৃদয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া কণ্ঠরোধ করিল।

রাজকুমারের চক্ষেও জল আসিল, তিনি চঞ্চল ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে গুহাশিখরের ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অন্তর্দগ্ধকর দীর্ঘশ্বাস চঞ্চল বায়ুসম প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজপুত্র কাঁদিলেন! এই বিভ্রম সময়ে সহসা নূতন ভাবের আবির্ভাব! অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নবীন দৃশ্য! রাজকুমার যখন ঊর্দ্ধনয়নে এদিক ওদিক দেখিতেছিলেন, সেই অবসরে দৈবাৎ একটী পার্শ্বস্থ গুহাবিবরে তাঁহার চক্ষু পড়িল। দেখিলেন, শতদল পদ্মের ন্যায় শোভাময় একখানি বদন! কমনীয় কামিনীর সুকোমল বদন! সেই নিষ্কলঙ্ক অমল বদনকমল ভিন্ন কমলাঙ্গীর আর কোনও অঙ্গ আশুদর্শনকারীর দর্শনপথের অতিথি হইল না।—সেই নিরমল কমলে উজ্জ্বল, নীল, আকুঞ্চিত অলকাবলী যেন মধুলুব্ধ মধুপাবলীর ন্যায় সুশোভিত। ভ্রমরেরা যেন সেই প্রফুল্লমুখপঙ্কজে মনের আবেশে মধুপান করিতেছে! উড়িতেছে না, নড়িতেছে না, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে না,—স্থির, অচঞ্চল, অটল! অপূর্ব্ব শোভা!

রাজপুত্র এই শোভা দেখিলেন। নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল, প্রস্ফুটিত হেমপদ্ম সঙ্গতি মাত্রেই মুদিত হইল, দর্শকের নয়নকে নৈরাশ্য নীরে ভাসাইয়া পদ্মটী সহসা অন্ধকার-নীরে ডুবিল।

মুখখানি সরিয়া গেল ;—আর দেখা গেল না !—কুমার পূর্ব্বভাব ভুলিয়া গেলেন।—যোগীর মুখে বিজয়পুরের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণে যে পরিতাপ উদয় হইয়াছিল,—সে ভাব অন্তরে গেল,—অকস্মাৎ প্রেমভাবের উদয় !—ভাবিলেন, এ কি দেখিলাম !—স্বপ্ন ?—না, স্বপ্ন কেন ?—স্পষ্ট দেখিলাম, রমণী-বদন !—অনাঘ্রাত সৌগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধ পদ্মপুষ্প !—স্বপ্ন কেন ?—যথার্থ রমণীরত্ন।—সে কি ?—তপস্বীর আশ্রমে রমণী ?—সংসার-বাসনাবিরাগী সন্ন্যাসীর গিরিগুহায় যুবতী রমণী ?—ইহাই বা কিরূপে সম্ভবে ?—তবে কি কোনো দেবতা আমার দুঃসময় দেখিয়া মায়া দেখাইয়া গেলেন ?—না,—তাহাই বা হইবে কেন ?—দর্শন মাত্রেই ত সে মহারত্ন হারাইলাম না।—চারি চক্ষে দেখা হইল,—তাহার চক্ষু আমার মনের অজ্ঞাতে আমার চক্ষের সহিত কথা কহিল, কথা কহিয়াই অমনি চলিয়া গেল ! আমি নিশ্চয় প্রতারিত হইয়াছি !—এই ব্রহ্মচারী নিঃসন্দেহই মায়াবী ! ইনি আমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই এই রজনীতে এই প্রকার মহামায়া বিস্তার করিয়াছেন ! ইহাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করি, উত্তর পাইব না, কোনো কথার প্রকৃত উত্তরই ইনি আমারে দেন না। আমি হতবুদ্ধি হইলাম ! বামাবদন আমারে মায়ামগ্ন করিয়াই অদৃশ্য হইল !

কুমারকে বিমনস্ক দর্শন করিয়া ব্রহ্মচারী যেন কি ভাবিলেন ;—ভাবিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, রাজকুমার ! আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার পিতার মিত্ররাজা বিজয়পুরের শোচনীয় পরিণাম তোমার হৃদয়কে নিদারুণ ব্যথা দিতেছে, অতীত দুঃখ বৃত্তান্ত আলোচনাকালে বর্ত্তমানের ন্যায় অনুভূত হইয়া, স্নেহকোমল হৃদয়কে এই প্রকার বিহ্বল করে, সেটী আমি জানি। এ প্রসঙ্গ ত্যাগ কর, শান্ত

রসাস্পাদ আশ্রমের উপযুক্ত এ প্রসঙ্গ নয়, এ প্রসঙ্গ ত্যাগ কর ;—তুমিও কর, আমিও করি, ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে, সমস্ত দিবস পরিশ্রান্ত আছ, বিশ্রামের অবসর আগত, এই অবসরে আমার একটী প্রার্থনা।

রাজপুত্র চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রার্থনা ? অকিঞ্চনের নিকটে মহাপুরুষের প্রার্থনা ? আমার পক্ষে সেটী অনুগ্রহ,—অনুমতি করুন্।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, আমি যখন সংসারী ছিলাম, সেই সময় আমি একটী কন্যা পাই, তখন তোমার বয়স পাঁচ বৎসর, তোমার পিতা আমারে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন, সেই ভরসায় আমি তাঁহাকে বলি, আপনার পুত্রের সহিত এই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তিনি প্রতিশ্রুত হন, তুমি সে প্রতিজ্ঞা জান না, কিন্তু আমি ভুলি নাই। সময় বিপর্য্যয়ে আমি সংসারত্যাগী হইয়াছি, কন্যাটী আমার সঙ্গেই আছে। তাহার জননী নাই, মহামায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া উদাসীন আশ্রমেও সেই কন্যাটী লইয়া আমি উদাসীন আশ্রমী। তুমি তাহার পাণিগ্রহণ কর।

রামকুমারের মন চঞ্চল হইল। কিঞ্চিৎ অগ্রে যে জগৎমোহন বদন নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা মনে পড়িল। বহুকষ্টে চিত্তবেগ সংযত করিয়া কহিলেন, নরদেব ! কেমন আজ্ঞা করিতেছেন ? আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ক্ষত্রিয়পূজ্য ব্রাহ্মণ। হীনবর্ণ হইয়া দ্বিজকন্যাকে কিরূপে পরিগ্রহ করিব ? ব্রাহ্মণের অবমাননা হইবে, বংশমর্য্যাদা লুপ্ত-সম্ভ্রম হইবে, আমারও অধর্ম্ম হইবে, চন্দ্রবংশেও কলঙ্করেখা পড়িবে।

সদাশিবের চক্ষু বিস্ফারিত হইল,—বিস্ফারিতনেত্রে ক্রোধোজ্জ্বল

লোহিত রেখা দৃষ্ট হইতে লাগিল, কহিলেন, চন্দ্রবংশে কলঙ্ক ? বংশমর্য্যাদার হানি ? রাজকুমার ! কারে তুমি এ কথা বুঝাইতেছ ? রাজপুত্রেরা যবনের শ্বশুর হইয়াছেন জান ? ক্ষত্রিয় রাজারা ঐশ্বর্য্য লোভে অন্ধ হইয়া যখন যবনে কন্যা ভগিনী সম্প্রদান করিতে অকুণ্ঠিত হইয়াছেন ; তখন শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ স্বইচ্ছায় তোমারে কন্যা দান করিতে যত্নবান্, কি বলিয়া তুমি অগ্রাহ্য কর ? মোগল সম্রাটেরা বিষধর রজঃপুতগণকে বিষহীন ভুজগলতার ন্যায় নিঃসার করিয়াছে। তুমি তাহা বোধ হয়, বিশেষ অবগত নও, সেই জন্যই আমার বাগ্‌দান ও তোমার পিতার প্রতিশ্রুতির প্রতি অবহেলা করিতেছ। সেনাপতি মানসিংহ জাঁহাগীরের সভায় যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমার জানা নাই। তোমার পিতার সহিত জম্বুরাজধানীতে যখন আমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন জানিবে, ক্ষত্রবংশে যবনবংশে আজকাল কতদূর নিকট সম্বন্ধ, আর তুমি কোন্ ব্রহ্মবংশে দার পরিগ্রহ করিয়া বংশ কলঙ্কিত করিলে সেটীও জানিবে।

ব্রহ্মচারীর কৃত্রিম কোপ যুবরাজ বুঝিতে পারিলেন না। গুহাবিবরের বিদ্যুৎপ্রতিম মুখখানি অন্তরে জাগিতেছিল। কতক শঙ্কায়, কতক অনুরাগে, বিপ্রকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন। সম্মত হইয়া কহিলেন, এক্ষণে নহে, আমি তীর্থযাত্রা করিতেছি। অনুচরেরা কে কোথায় গেল, কিছুই জানিলাম না। প্রাতঃকালেই আমারে তাহাদিগের অন্বেষণে যাত্রা করিতে হইবে, প্রত্যাগমন কালে এ পথে আসিব কি না, তাহারও স্থিরতা নাই। আশা করিয়া দিতেছে, রামেশ্বর দর্শন করিয়া সাগরসঙ্গমে যাইব, তথা হইতে উড়িষ্যা ধামে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিব, এ পথে আসা

হইবে না। কিছুদিন পাটনায় অবস্থিতির প্রয়োজন আছে। সেই সময় আমার অনুচরেরা আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইবে, আপনি তাহাদের সমভিব্যাহারে কন্যাকে পাঠাইয়া দিবেন। হয়, সেই স্থানে অথবা পিতৃরাজপাটে আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব।

সদাশিব হাস্য করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! তোমার অঙ্গীকারে আমি পরম আপ্যায়িত হইলাম।

নিশ্চিত উক্তির নিশ্চয়তা স্থিরতর হইবার অগ্রে দ্বিযাম রজনী স্বভাব-ঘটিকায় বিঘোষিত হইল। প্রতিশ্রুত প্রতিশ্রুতি নিশাগর্ভে শায়িত হইল। রজঃপূত রাজপুত্র কম্বলশয্যায় শয়ন করিয়া নিশা-যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে গত নিশার অঙ্গীকার দৃঢ় বদ্ধ করিয়া ঘোটকারোহণে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন, যখন যাত্রা করেন, তখন তপস্বীকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যে স্থান হইয়া আমি যাইতেছি, এটী কোন্ স্থান? সদাশিব উত্তর করিলেন, পরম পবিত্র ব্রহ্মর্ষি-পরিসেবিত নীলাদ্রি। এই পর্ব্বত সর্ব্ব সাধারণে নীলগিরি নামে প্রসিদ্ধ।

যুবরাজ ব্রহ্মচারীরে অভিবাদন করিয়া ঘোটকারোহণে যাত্রা করিলেন। সঙ্গী লোকেরা কে কোথায় আছে, কিছুই জানা নাই, অথচ তাহাদিগকে দেখিতে পাইব, এই প্রত্যাশায় অবিশ্রান্ত অশ্ব-চালন করিতে লাগিলেন। সুদূর বর্ত্মে অনুযাত্র লোকেদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঝড়বৃষ্টিতে যাহার পক্ষে যখন যে ঘটনা হইয়াছিল, বলিলেন, শুনিলেন। অনুযাত্রেরা যুবরাজকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া প্রফুল্লচিত্ত হইল। সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন, কি ঘটনা হইয়া-ছিল, সকলে শুনিল। তাহাদিগের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অবিচ্ছেদে

বর্ণন করিল। যুবরাজ একান্ত মনে সমস্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলে কামিনী।

"তুই বুঝি হবি মম, পিঞ্জরের পাখী
সুলোচনা?—————"

এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। যুবরাজ পাটনায় উপনীত হইলেন। পাঠক মহাশয়! এই রাজপুত্রের বিশেষ পরিচয় জানিতে চান? সে পরিচয় আজ আমি আপনারে বলিব। ইনি কাশ্মীরপতি মহাবাহু আদিত্য সিংহের একমাত্র পুত্র। নাম শশীন্দ্র সিংহ। গড়ন নাতি দীর্ঘ; বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সদৃশ;— হস্তপদ মোলায়েম; বক্ষস্থল বিশাল;—বিশাল অথচ স্থূল; বাহুযুগল পীবর;—গণ্ডস্থল পুরন্ত;—চক্ষু সুপ্রশস্ত উজ্জ্বল; কেশ দীর্ঘ,—গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত; ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; বয়স অনুমান দ্বাবিংশতি বৎসর।

শশীন্দ্র সিংহ পাটনায় আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। নীলগিরি মনে পড়িল;—গুহাবিবরের ক্ষণপ্রভ পদ্মটী মনে পড়িল। মনে মনে জাগিতেই ছিল, অনুরাগে নূতন হইয়া উদিত হইল।— তপস্বীর কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেটীও স্মরণ হইল। এত দিন সহচরবর্গের নিকটে এই গূঢ় কথা অপ্রকাশ রাখিয়াছিলেন, আজ এক জন বিশ্বাসভাজন বয়স্যের কাছে সেটী ভাঙ্গিলেন।— ভাঙ্গিলেন বটে, কিন্তু বিবর-সরসীর সেই অমল কমলটী তাঁহার মানস-

সরোবরের পদ্মিনী কি না, সে সংশয় দূর করিতে পারিলেন না। সাত পাঁচ ভাবিয়া গিরিবাসীর বাগ্দত্তা কন্যাকে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন। কহিয়া দিলেন, ব্রহ্মচারীকে আমার প্রণাম জানাইবে, অঙ্গীকার পালন করিব বলিবে, আর তিনি যে একটী কুমারী দিবেন, সঙ্গে করিয়া আনিবে। কোথায় আনিবে, সে কথাও বলিয়া দিই।—পাটনায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে না। কিছুদিন প্রয়াগ বাস বাসনা আছে; শীঘ্র যদি ফিরিতে পার, তথায় সাক্ষাৎ হইবে, বিলম্ব হইলে একেবারে রাজধানীতেই চলিয়া যাইও। আরও একটী কথা। আমার সহোদরার প্রিয় গায়িকা পত্রিকারে এখানে আমি আনাইব, আমি এখানে না থাকিলেও পত্রিকা থাকিবে। তোমরা আসিয়া পৌছিলে তারে এখানে দেখিতে পাইবে। তপস্বী-কন্যা তোমাদের সহিত কথা কহিবেন না পত্রিকার সঙ্গে আলাপ করিবেন; আলাপ করিয়া সুখীও হইবেন। আমি বলিতে পারি, পত্রিকা তাঁর, চিত্ত বিনোদন করিতে পারিবে।

অনুচরেরা তপস্বী-কন্যাকে আনিবার নিমিত্ত নীলগিরি অভিমুখে যাত্রা করিল, রাজকুমার পাটনা হইতে শিবির উঠাইলেন। কোথায় গেলেন, কোথায় যাবেন, কাহাকেও বলিয়া গেলেন না। কেবল এই একমাত্র ইঙ্গিত থাকিল, কিছুদিন প্রয়াগে থাকিবেন, সেখানে যদি সাক্ষাৎ না হয়, জম্বুরাজধানীতে মিলন হইবে। তাঁহার মনে কি ছিল, আমরা জানিতাম না, সুতরাং পাঠক মহাশয়কে শুনা-ইতেও পারিলাম না। মহারাষ্ট্রপতি শিবজী যে দিন ফুলের ঝুড়ির উপর বসিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তাহার পরদিনে কুমার শশীন্দ্র সিংহ দিল্লীনগরে প্রবিষ্ট হন, শিবজীকে তিনি মান্য করিতেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রপতির কিঙ্করেরা সেই গুপ্ত বৃত্তান্ত যুবরাজকে জানাইল

না। শিবজী পলায়ন করিয়াছে, আরঙ্গজীব তাহা জানিতেও পারেন নাই। তাঁহার পারিষদেরা একেবারে দুটী সংবাদ দিল। কাশ্মীরপতির পুত্র রাজধানীতে প্রবিষ্ট, আর মহারাষ্ট্রীয় শিবজী সহসা অনুদ্দিষ্ট। মোগল সম্রাট্ শশীন্দ্রকে উদাসমনে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু শিবজীর পলায়নে তাঁহার চিত্তের অস্থৈর্য্য গোপন থাকিল না। মনের প্রকৃতি যখন যে ভাবে থাকে, তখন যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই সেই ভাব বিজ্ঞাপন করে। বাদসাহ অস্থির চিত্তে শশীন্দ্র সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুশল? শিবজী কোথায়? রাজপুত্র বিস্ময়ান্বিত হইলেন। শিবজীকে তিনি নামে শুনিয়াছিলেন, চক্ষে কখনো দেখেন নাই, সম্রাটের প্রশ্নে কি উত্তর দিবেন, নতমুখে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আরঙ্গজীবের মহা ক্রোধ হইল। কহিলেন, তোমার পিতা যদি আমার মিত্র না হইতেন, তাহা হইলে তুমি এখনি জানিতে পারিতে, বাবরের বংশের সন্তানেরা এমন অবস্থায় আগন্তুকের প্রতি কিরূপ আচরণ করেন! তুমি আমার চিরশত্রু শিবজীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছ, বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড হওয়া ন্যায্য, কিন্তু মিত্রপুত্র বলিয়া ক্ষমা করিলাম। যদি ইচ্ছা হয়, অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান কর। দিল্লীতে থাকিবার উপযুক্ত পাত্র তুমি নও। রাজপুত্র করযোড়ে উত্তর করিলেন, জাঁহাপনা! এ অধীন কোন তত্ত্ব পরিজ্ঞাত নহে। শিবজী আমার পিতার মিত্র বটেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখি নাই। তিনিও আমারে চেনেন না, মহারাষ্ট্রের অধিরাজ সিংহের সহিত শত্রুতা করিতেছেন, তাহা আমি জানিও না। তিন বৎসর আমি দেশেও ছিলাম না। অজ্ঞাতে যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করি।

যুবরাজের সমস্ত সানুনয় বাক্য বিফল হইল। আরঙ্গজীব তাঁহাকে

অবিলম্বে নগর বহিষ্করণের আজ্ঞা দিলেন। কাশ্মীর যদিও দিল্লীর অনধীন, তথাপি রাজপুত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া বাদসাহের হুকুম মান্য করিলেন। যেখানে তাঁহার যাইবার ইচ্ছা ছিল, সেইখানে চলিয়া গেলেন। কোথায় যাইবার ইচ্ছা, তাহা আমরা বলিব না।

ছয় মাস অতিক্রান্ত হইল। পাটনাতে একটী শিবির আছে। দুই চারি জন পার্শ্বচর ভিন্ন অপর কেহই তথায় নাই। একটী ম্লানমুখী কন্যা সেই শিবিরের অধিষ্ঠাত্রী। কেহ তাঁহার কথা শুনিতে পায় না। কে তিনি, পরিচয়ও জানিতে পারে না। লোক নিকটে আসিলে লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী থাকেন; হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বঙ্গীয় অব-রোধবাসিনী কোনো পুরস্ত্রী। কিন্তু তাহা তিনি নন, পূর্ব্বের কথিত রাজকুমার শশীন্দ্রের নিয়োজিত সঙ্গীতজ্ঞ নায়িকা, সেই পত্রিকা। যদি গায়িকা, তবে অবগুণ্ঠন কেন?—কে জানে?—তাহার মনের ভাব কে বলিতে পারে? যদি রাজপুত্র পাটনায় থাকিতেন, জিজ্ঞাসা করিতাম, এখন সে উপায়ও নাই। আরঙ্গজেবের অপমানে তিনি যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহই জানে না। অবগুণ্ঠনবতী রমণী একাকিনীই, সেই শিবিরের রক্ষয়িত্রী কর্ত্রী। যখন তিনি কথা কন, তখন কিঙ্কর কিঙ্করীরা আগন্তুক বিবেচনায় রাজকুমারের সময়োচিত আজ্ঞা প্রতিপালন করে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার একটীও লোক শিবিরে নাই। আমাদিগের পূর্ব্ব ইঙ্গিত অনুসারে পাঠক মহাশয় বুঝিবেন, এই অবগুণ্ঠনবতীর নাম পত্রিকা।

আর এক মাস অতীত হইয়া গেল, অনুচরেরা ফিরিয়া আসিল না। পত্রিকা উদ্বিগ্নমনা হইলেন। এক এক কিঙ্করীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কতদিন? সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, কি কত দিন দেবি! পত্রিকা কহিলেন, রাজপুত্র যা বলিয়াছিলেন, সে কত দিন?

অনুচরী মুখপানে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর করিতে পারিল না। রাজকুমার কি কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে তাহা জানিতও না। স্বধু সে কেন, সহচরীরা কেহই জানিত না। রক্ষক, পার্শ্বচর, অনুচর, যাহারা শিবিরের তত্ত্বাবধান আর রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা জানিত, কিন্তু তাহাদিগের সহিত এ লজ্জাবতীর সাক্ষাৎ নাই। কিঙ্করীরা রাজপুত্রের নিদেশ অবগত ছিল না কেন?—কারণ আছে। রাজকুমার যখন শিবিরে ছিলেন, তখন একজনও স্ত্রীলোক সঙ্গে ছিল না, সুতরাং পরিচারিকা ছিল না। পত্রিকা আসিবে, এই নিমিত্ত উহারা নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে; কাজেই পত্রিকার প্রশ্নে উত্তর করিতে পারিল না। পত্রিকার বদন একবার বিষণ্ন, একবার প্রসন্ন, একবার অন্যমনস্ক, আবার তখনি উজ্জ্বল হইল। মৃদু নত্রমুখে ঈষৎ হাসি আসিল। এত ঘন ঘন কেন এ ভাবান্তর?—কে বলিবে?

এক জন সহচরী কিছু অধিক চতুরা ছিল, সে কাঁচু মাচু মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেবি! রাজপুত্র কে?—আপনি গন্ধর্ব্ব-কুমারী, আমরা আপনারেই চিনি,—আপনার লোকেরাই আমাদের এখানে আনিয়াছে,—রাজকুমার কে?—আর তিনি আপনারে কি কথাই বা বলিয়া গিয়াছেন? পাঠক মহাশয় এখন বুঝিলেন, আমাদের পত্রিকা এই সহচরীদের নিকটে গন্ধর্ব্বকন্যা নামে পরিচিতা।

"রাজকুমার কে?"—সহচরীর এই প্রশ্নে পত্রিকা মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন;—কহিলেন, কাশ্মীরের যুবরাজ;——মহারাজ আদিত্য সিংহের পুত্র;—নাম শশীন্দ্রশেখর। তিনিই আমারে এখানে রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।—বলিয়া গিয়াছেন, প্রয়াগ-

তীর্থে চলিলাম, গিয়াছেন কি না, বিশেষ জানি না। আমি সেই রাজপুত্রের সহোদরা রাজকন্যার গায়িকা।

সহচরী যেন কি স্মরণ করিয়া কহিল, হাঁ দেবি, আমার মনে হইতেছে, ঐ নামে একজন রাজপুত্র এখানে কিছু দিন ছিলেন বটে। তিনি আপনাকে কি কথা বলিয়া গিয়াছেন ?

পত্রি।—এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, নীলগিরি হইতে একটী তপস্বীকন্যা এখানে আসিবে, আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে যাইব। যত দিন তিনি না আসেন, তত দিন পাটনায় এই শিবির থাকিবে। অনেক দিন এখানে আছি, মন চঞ্চল হইয়াছে, আর থাকিতে প্রাণ চায় না। যখন আমি প্রথমে এখানে আসি, তখন তোমরা কেহই ছিলে না, কেবল রাজপুত্রের ৪।৫ জন পার্শ্বচর ছিল, তাহারা পাহারায় থাকিত, আমি বন্দিনীর ন্যায় একাকিনী একটী বস্ত্রগৃহে বাস করিতাম। তদবধিই মন চঞ্চল আছে, সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, সে আর কত দিন ?

সহ।—হাঁ, দেবি! এখন বুঝিলাম, কিন্তু তপস্বী-কন্যা ?—তপস্বী-কন্যা লইয়া রাজপুত্র কি করিবেন ?

পত্রি।—সখি! আমারও মন ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে।—শুনিয়াছি, রাজকুমার সেই কুমারীকে বিবাহ করিবেন।

সহ।—বলেন কি দেবি! ক্ষত্রিয় রাজকুমার তপস্বী-কন্যাকে বিবাহ করিবেন ?—তপস্বীরা ব্রহ্মযোগী ব্রাহ্মণ।

পত্রি।—তাও জানি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা।

সহ।—কি এমন প্রতিজ্ঞা দেবি ?

পত্রি।—এই প্রতিজ্ঞা, তপস্বীর কন্যাকে রাজপুত্র বিবাহ করিবেন। রাজকুমার যখন তীর্থ যাত্রা করেন, সেই সময় সদাশিব নামে

এক ব্রহ্মচারীর কাছে এইরূপ অঙ্গীকার আছে। আর আমি এটীও শুনিয়াছি, মুনিকন্যা যখন এখা———

কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় একজন খোজা আসিয়া সংবাদ দিল, অনুচরেরা ফিরিয়াছে, শিবিকা আসিয়াছে।

পত্রিকা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সহচরীরাও দাঁড়াইল। কাপড়ের কানাত ঘেরা একটি মূর্ত্তি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দুটি সহচরী আর পত্রিকা ভিন্ন সে গৃহে আর কেহই ছিল না। কানাত মোচন হইল। একটি পরম সুন্দরী রমণী বাহির হইলেন। সঙ্গে একজন শ্মশ্রুধারী ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর বর্ণ দুধে আল্‌তা গোলা, হস্ত পদ শীর্ণ, মস্তকের কেশ রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু শুভ্রবর্ণ, বক্ষস্থলের লোমাবলী, চক্ষের পাতা ও ভ্রূযুগল শুভ্র বর্ণ, কর্ণবিবর শুভ্র লোমে আচ্ছাদিত, গড়ন নাতিদীর্ঘ, নাতি হ্রস্ব। বয়স অনুমান ৬০ কি ৬৫ বৎসর।

সমাগত কামিনীর আকার মধ্যবিধ, রং চম্পক বর্ণ ঈষৎ গোলাপীর আভা, শরীর নিতান্ত স্থূল নয়, কৃশও নয়, আমাদিগের দেশে যে রকম হইলে, সুন্দরী রমণীকে সুন্দর মানায়, এ সুন্দরী সেইরূপ সুন্দরী। বক্ষস্থল যৎকিঞ্চিৎ স্থূল, সেই স্থূলতায় কোমলতা মাখা, যাঁহারা শতদল পদ্মে মনোযোগ দিয়া নবীন কোরক দর্শন করিয়াছেন, ভাবনা করুন, সেইরূপ প্রতিমা। বাহু, জঙ্ঘা, উরু, করপল্লব নিটোল ও কোমল। বদনমণ্ডল প্রস্ফুটিত শতদল; অক্ষিপল্লব আর দুটি ভ্রূরেখা যেন সেই শতদলে মধুলোভা ভ্রমর। কাণ দুটি ছোট ছোট, গণ্ডদেশ প্রফুল্ল, খগপক্ষী আর বিম্বফল যদি আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে না করে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, এই নরসুন্দরীর নাসিকা আর ওষ্ঠাধর খগচঞ্চু ও বিম্বফলের দর্পচূর্ণকারী

নিখুঁত। পদচুম্বিত গাঢ় কৃষ্ণ চিকুর, যেন শারদীয় কাদম্বিনী। নেত্রপুট ঈষৎ রক্তছটা-লাঞ্ছিত উজ্জ্বল ভ্রমরবর্ণ, পরিমাণে আয়ত। গণ্ডের একটু উপরে, কর্ণের একটু পার্শ্বে, ললাটের একটু নীচে, কুঞ্চিত কুঞ্চিত অলকামালা। আমি যদি এই খানে কবি হইতাম, তাহা হইলে কল্পনা সতীর অনুগ্রহে বলিতে পারিতাম, সুরভি কমলের পরিমলে মুগ্ধ হইয়া তিন চারি শারি মধুকর ধারে ধারে উড়িতেছে। পটাবাসে অল্প অল্প বাতাসে, অলকাদাম অল্প অল্প উড়িতেছে। কপালে স্বেদবিন্দু যেন ছোট ছোট মুক্তামালার ন্যায় বালিকাদের সিঁতির প্রতিনিধি হইয়াছে। অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই। দুই হাতে দুগাছি মৃণালের বালা, গলায় একছড়া কুন্দপুষ্পের হার, পরিধান গেরুয়া বসন, তথাপি সেইরূপে দশদিক্ প্রভাময়। এমনি রূপে গৃহস্থের ঘর আলো করে। যে রূপে নিলগিরিবাসী সন্ন্যাসীর কুটীর আলো করিত, সেই রূপে এখন পাটনার শিবির আলো করিতেছে। বয়স পঞ্চদশ বৎসরের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, কি করিতে যায়।

"গিরিগুহাবাসী মুনিকন্যার কি এত রূপ!"—সহচরীরা এই ভাবিয়া, যেন ছবির ন্যায় স্থির ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পটবাসবাসিনী পত্রিকা সেই রূপ দেখিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কলেবর শিহরিয়া উঠিল, প্রফুল্ল মুখখানি কিছু মলিন হইল,—স্ত্রীলোকে অন্যমনস্ক হইয়া যখন কিছু ভাবে, তখন তাহার চক্ষু, তাহার অধর, আর তাহার লাবণ্য, যেমন মলিন দেখায়, তেমনি মলিন। স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া স্ত্রীলোকের শরীর লোমাঞ্চ কেন? বদন বিষণ্ণই বা কেন? অন্তরে অন্তরে অন্যমনস্কই বা কেন? এই তিন প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি না; পত্রিকা যদি সরল হইয়া বলেন, তাহা হইলেই সন্দেহ ভঞ্জন হয়।

সকলেই উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী ভিন্ন, শিবিরে এখন পুরুষ সঞ্চার নাই। তবে, এ কথাও বলিতে হইবে না, পত্রিকা আর মুনিকন্যা, ইহাঁদের উভয়ের মুখেও অবগুণ্ঠন নাই। দুটী নায়িকারই ঘোমটা খোলা। উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিলেন। আনন্দ, বিস্ময়, সংশয় একত্র হইল। নূতন দর্শনে, পুনঃ পুনঃ বিসদৃশ ভাব কেন, সময়ে জানিবেন, এখন নহে।

তপস্বীকন্যা যখন শিবিরে আইসেন, তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত। শীতকালের রাত্রি, অধিক কথোপকথন হইল না, সংক্ষেপে আগন্তুক পরিচয়ে মিলন হইলমাত্র। আহারাদি সমাপনান্তে সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম করিতে গেলেন। যখন শয়ন করিতে যান, সেই সময় আগন্তুক ব্রহ্মচারী পত্রিকার দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া মুখ বিকট করিলেন। কেন করিলেন, তিনিই ইহার উত্তর দিবেন। আমরা তপস্বীকন্যাকে শতদল কমল বলিয়াছি। আর পত্রিকাকে বিদেশিনী কামিনী বলিয়াছি। পাঠক মহাশয়! আভাসে বুঝিবেন, এই রাত্রে শুভ সংযোগ “কমলে কামিনী।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আলাপ।

"সরল অন্তরে বল, কারে তুমি ভাল বাসো,
সুধাইলে সুধামুখি! মুচকি মুচকি হাসো।"

নিধু বাবু।

তিন দিন অতীত হইয়া গেল। দেখাদেখি হয়, কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু কেহ কাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হন না। চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যা-কালে, পত্রিকা দেবী হাসিতে হাসিতে গিরিকন্যাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, প্রিয় সখি! সত্য করিয়া বল, তুমি কে?

তপস্বীকন্যা কহিলেন, আমি তোমার প্রিয় সখী হইবার যোগ্য নহি। দেখিতেছি, তুমি রাজকন্যা, আমি বনবাসী ঋষিকন্যা, তুমি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, কিন্তু আমার পরিচয় আমি জানি না। কে আমার পিতা, তাহাও আমি জানি না। সদাশিব ব্রহ্মচারীকে আমি পিতা বলিয়া জানি, কিন্তু আমি তাঁহার কন্যা কি না, সেটি ঠিক জানি না।

পত্রিকা হাসিয়া উঠিলেন,—কহিলেন, ঋষি-কুমারি! তোমার উপযুক্ত কথাই এই বটে! আমি শুনিয়াছি, কাশ্মীর রাজ্যের রাজ-কুমার শশীন্দ্রশেখর, যিনি এই শিবিরের অধিস্বামী, তিনি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে, তোমার পিতার গিরিগুহায় অতিথি হইয়াছিলেন। মুনিবর কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন, রাজকুমার অঙ্গীকার করেন, তুমিই সেই অঙ্গীকৃতা কন্যা। রাজপুত্র যখন পাটনা হইতে প্রয়াগ যান, সেই সময়ে আমারে বলিয়া গিয়াছেন, তুমি আসিলে ছুটি

একটি সঙ্গীত করিয়া, আমি যেন তোমার মনোরঞ্জন করি। শুনিয়া বড় লজ্জা হইয়াছিল। আমি রাজনন্দিনীর গায়িকা বটে, কিন্তু মুনি-কন্যারা সে রকম সঙ্গীতে সন্তুষ্ট কি না, তাহাই ভাবিয়া লজ্জা। আচ্ছা প্রিয় সখি! তুমি তোমার আপনার পরিচয় আপনি জান না, কে তোমার পিতা তাহাও জান না, যাঁহাকে পিতা বল, তিনিও যথার্থ জনক কি না, তাহাতেও তোমার সন্দেহ। এগুলি কি আমার সঙ্গে পরিহাস? রাজপুত্র এখানে নাই, তোমার আদর করিবার জন্য তিনি আমায় এখানে রাখিয়া গিয়াছেন। পরিহাস করিও না, যাহাতে তোমার মনের পরিতৃপ্তি হয়, তাহা আমি করিব।

মুনিকন্যা হাসিয়া কহিলেন, তপস্বিনীদের পরিহাস অভিসাপ। রাজপুত্র যাহা তোমায় বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমার প্রিয়।

পত্রিকা।—সঙ্গীত করিতে বলিয়াছেন।

মুনিকন্যা।—তাহাই উত্তম।

পত্রিকা।—তবে বল দেখি, তোমার নাম কি?

তাপসনন্দিনী ঈষৎ হাসিয়া লজ্জাবনত মুখে কহিলেন, আমি আমার নাম জানি না, আমার ব্রহ্মচারী পিতা সদাশিব বলেন, আমার নাম পূর্ণশশী।

পত্রিকার বদন প্রফুল্ল হইল,—হাস্য মুখে কহিলেন, পূর্ণশশী কি সঙ্গীতের এত অভিলাষ করে?

পূর্ণশশী কহিলেন, যাহাকে প্রিয়সখী বলিলাম, তাহার মুখে যাহা শুনি, তাহাই প্রিয়,—তাহাই ভাল বাসি। আমার সঙ্গে নিত্য-কামী নামে যে তপস্বী আছেন, তিনিও সঙ্গীত ভাল বাসেন। পত্রিকা শান্তভাবে কহিলেন,—আর রাজকুমারেরও সেই অনুমতি।

মুনিতনয়া হাসামুখে একবার পত্রিকার মুখপানে চাহিলেন,

একবার নতমুখে পৃথিবী নিরীক্ষণ করিলেন। কি বলিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পত্রিকা একবার চাহিয়া দেখিলেন, লজ্জার সঙ্গে হাসি খেলা করিতেছে। কুমারী হাসিতেছে না, কিন্তু তাহার সর্ব্বশরীর হাসিতেছে। চক্ষু হাসিতেছে, ওষ্ঠ হাসিতেছে, বক্ষ হাসিতেছে, গণ্ডস্থল ফুল্ল কমলিনীর ন্যায় হাস্য করিতেছে। এই ভাব দর্শন করিয়া তিনি কহিলেন, বুঝিলাম, সঙ্গীত তোমার প্রিয় বস্তু। বীণা লও, আমি সঙ্গীত করিব।

পূর্ণশশী বীণা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, পত্রিকা বীণাস্বরে গীত ধরিলেন।

(গীত।)

প্রণয় ভিক্ষা।

দহিলে দহিলে বোলে, ভ্রমে ব্রজে আহিরিণী।
শ্যাম প্রেম পিপাসিনী, রাধা প্রেম ভিখারিণী।
গলি গলি খুজই, নাচোত তাথই,
বৃন্দাবনচন্দ্র প্রেম সুখ বিহারিণী।
যমুনা পুলীনে, শ্যামরূপ নিহারি,
অহি শ্যাম অহি শ্যাম, বিরহ উচারি,
ধাইলা মত্ত মধুকরী প্রায়ঃ—
নূপুর বাজিছে, ভ্রমর রাজিছে, মত্ত রাধিকা, বিলাসিনী।
যাইমু না যমুনা, রাজকর দিমুনা,
হৈমুনা, ঘোষ দাস দাসীঃ—
যমুনা তীরে, নয়ন নীরে, হব আজু, প্রেম বিহারিণী।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী নিত্যকামী, এই গীত শুনিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভগ্নদন্তে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, কাশ্মীরের রাজকুমার না জানি কি অদ্ভুত পদার্থ, আর সেই রাজ অন্তঃপুরের গায়িকা না জানি কি অপূর্ব্ব মধুমাসের কোকিলা। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, এই কি তার পরিচয়?

পাত্রিকা হাসিয়া কহিলেন, আপনি বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু বোধ করি রসিকতায় বৃদ্ধ নন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকারে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত বৎসর সাক্ষাৎ হয় নাই, কৃষ্ণও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি পূর্ণ প্রেমে প্রণয়িনী, গৌরবিনী রাধিকা, প্রেমের বিরহগীত পরিত্যাগ করেন নাই। এক দিন, তত বৃদ্ধ বয়সেও ললিতাকে ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন,—

(গীত)

খুঁজিয়া এলেম সখি যমুনার কূলে।
খুঁজিয়া এলেম, কেলি কদম্বের মূলে॥
কোথাও না হেরিলাম, কোথায় কালিয়া শ্যাম,
হায় আমি হারিলাম, লাভে আর মূলে!!
পাতি পাতি করি সখি! দেখি কুঞ্জবন।
কোথাও দাঁড়ায়ে নাই রাধিকা রমণ॥
যেখানে কোরেছি রাস, নব প্রেমে মাতি।
নবনারী কুঞ্জে যথা সাজিয়াছি হাতী॥
সেখানেও শ্যাম নাই, সব অন্ধকার।
বিশ্বময় অন্ধকার, আজি রাধিকার॥

কুহরে পঞ্চমস্বরে, শাখে পিকবর।
শ্রীরাধিকা প্রাণে মরে, কাঁপে কলেবর॥

বেহাগ্।

ভাবিব না সখি আমি শ্যাম রতন।
কৃষ্ণ বোলে ডাকিব না থাকিতে জীবন॥
যেমন বিরহ্ জ্বালা, আমারে দিতেছে কালা,
তেমনি আপনি হবে, প্রেমে জ্বালাতন॥
খুঁজেছি যমুনা কুলে, দাঁড়ায়ে কদম্ব মূলে,
পাই নাই কালরূপ, রূপ দরশন ;—
তবে কেন বৃথা আর, বলি সই! শ্যাম আমার,
আজি অবধি রাধার, হলো প্রেম উজ্জাপন॥

ব্রহ্মচারী নিত্যকামী আবার হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে পূর্ণশশীরে কহিলেন, অমন গীত আমি অনেক শুনিয়াছি, তোমরা যদি এখনই আমারে বল, সহস্র সহস্র বাঁধিয়া দিতে পারি। (পত্রিকার দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া) এক দিন ভাই, সে অনেক দিনের কথা, আমাদের একজন নবীনা তপস্বিনী, পলান্ন রন্ধন করিতেছিল, আমি নাকি ব্রহ্মচারী, সে গন্ধ আঘ্রাণ করিব না, সেইজন্য কহিলাম, তুমি দূর হও। (পূর্ণশশীর দিকে ফিরিয়া) দেখ পূর্ণশশি! আমি রন্ধন জানি, প্রচুর রন্ধন জানি, আর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তার নামও জানি, কিন্তু এই পত্রিকা যে সকল গীত গাইতেছে, তাহাতে আমি অজ্ঞান হইয়াছি। একটি কথার সহিত দুটি কথার মিল নাই, একটি

ভাবের সহিত আর একটি ভাব মেলে না। রাজ রাজেন্দ্রকুমার শশীন্দ্রশেখরের ভগ্নীর কি এমনি গায়িকা সব? বৎসে পূর্ণশশি! তুমি শুন, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমারই অনুগত। পত্রিকা বিশ্বাস রাখিতে জানে না, গুরুদেবের আদেশ, আমি ইহাকে তাড়াইয়া দিব। সরাসর আমি তোমারে কাশ্মীরে লইয়া যাইব। যদি কপালে থাকে, তুমি রাজপুত্রের প্রণয়িনী হইবে। পাটনার শিবিরে অবমানিনী হইবার নিমিত্ত, আমি তোমারে এখানে আনি নাই।

এক জন সহচরী, জোড় হাতে কহিল, ঠাকুর! আপনি ক্ষান্ত হউন।

পত্রিকা একটু একটু হাসিয়া কহিলেন, প্রণয়ের যে সুখ, আর বিচ্ছেদের যে দুঃখ, অভাগা পুরুষ, আর অভাগিনী রমণীরাই তাহা জানে। আপনার তুল্য সাধু পুরুষেরা, সে সুখ দুঃখের অংশভাগী হইতে পারেন না।

তপস্বী নিত্যকামী বাঙ্গলা দেশের টোলের পণ্ডিতাভিমানী ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় কোপনস্বভাব। তিনি ক্রোধে থরহরি কম্পমান হইয়া কহিলেন, দূর হতভাগা মাগী, তুই দূর হ! তুই কাশ্মীরের রাজাদের এক জন দাসী, তুই আমার উপর টেক্কা দিয়া যাবি, আমার কথার উপর কথা পাড়িবি, আমি পবিত্র আশ্রমের আশ্রমী, চুপ করিয়া থাকিব? কখনই হইবে না। আদিরসে আমি পরম পণ্ডিত, কি কৌশলে স্ত্রীলোকের মন ভুলাইতে হয়, গুরুদেবের কৃপায় তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। পূর্ণশশি! তুমি বাছা একটু অন্তর হও, আমি মনের কথা পঞ্চাশ বৎসরের পর, আজ খুলিয়া বলি

পূর্ণশশী একটু হাসিয়া সরিয়া গেলেন, ব্রহ্মচারী গান ধরিলেন।

(নিত্যকামীর গীত।)

পীলু—জৎ।

প্রেমের পুতলি রাধা নাচিতেছে বিপিনে।
নাচিতেছে, খেলিতেছে, হাসিতেছে, পুলিনে॥
শ্যাম সোহাগী কমলিনী, হেরে আমায় নয়ানে।
মুচ্‌কে হেসে, সরে গেল বসন ঢেকে বয়ানে॥
দেখ্‌বো তারে দেখ্‌বো আবার, ইচ্ছা করে মননে।
রং বিলাসী, গয়লাদাসী, মোজ্‌বে আমার চরণে॥
সুখবিলাসী, পূর্ণশশী, নিদ্রা যাও মা শয়নে।
দেখি আমি ব্রজবাসী, প্রেম বিলাসী নয়নে॥
যা থাকে কপালে আজি, ফলিবে শুভ দিনে।
প্রেমের নিকুঞ্জে আজি, বাজিবে মোহন বীণে॥

পত্রিকা কহিলেন, গোঁসাই ঠাকুর! দিব্য গীত হইয়াছে। আমি যদি পূর্ণশশীর দাসী হইয়া কখনো নীলগিরিতে যাই, তাহা হইলে আর ফিরিয়া আসিব না, আপনার চরণতলে বসিয়া গান বাজনা শিক্ষা করিব। আপনি আমার গুরু হইবেন।

নিত্যকামী হিহি করিয়া হাসিয়া কহিলেন, তুমি আমার চরণ-তলে বসিলে আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব। আমার বিবাহ হয় নাই।

মনের হাসি মনে গোপন করিয়া পত্রিকা কহিলেন, বলিতে সাহস হয় না, আপনি যদি কৃপা করিয়া এ দাসীকে গ্রহণ করেন, তবে এ চরিতার্থ হয়।

ব্রহ্মচারী আর আহ্লাদে বসিতে পারিলেন না, যেন ফুলিয়া

ফুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। গদ গদ স্বরে কহিলেন, হাঃ হাঃ হাঃ! সু—সু—সুন্দরি! কিছু মনে করিও না,—মন্দ কথা বলিয়াছি, সে পরিহাস; কিছু মনে করিও না; আমি তোমারে বড় ভাল বাসি। আর একটী গীত শুনিবে?

"শুনিব"—নম্রস্বরে নতমুখে এই কথাটী বলিয়া পত্রিকা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। নিত্যকামী পুনরায় গীত ধরিলেন।

আড়খেম্‌টা।

(মৃদু নৃত্যের সঙ্গে)

হ্যাদে বাহোয়া কি মজার কথা, শুন্‌লে হাসি পায়,
রাজার মেয়ে দাসী হলো, দাসীরা তায় দেখ্‌তে চায়॥
নাইবা হলো রাজার মেয়ে, তবুও ভাল রাণীর চেয়ে,
মেয়ের পানে চেয়ে চেয়ে, পথের লোকের চোক টাটায়॥
বনফল যার ছিল ভাল, রাজভোগে তার কাজ কি বলো,
কোথায় আঁধার কোথায় আলো, রাজার ছেলে লোকহাসায়॥
আমি নবীন ব্রহ্মচারী, এ লোভ কি সাম্‌লাতে পারি,
দেখ্‌বো আজ হারি কি পারি, লোভেই লোভীর কুলমজায়!!

পাঠক মহাশয়! এ গীতের ভাব কিছু বুঝিলেন?—পত্রিকা বুঝিয়াছেন। তাঁহার মুখখানি গম্ভীর হইয়াছে, যেন কি ভাবিতেছেন। যদি ভাব বুঝিয়াছেন, তবে এ ভাবনা কেন?—আর কি কিছু ভাবিতেছেন?—হতেও পারে।—কিন্তু সে কথা এখন জিজ্ঞাসা করিতে নাই;—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরও আসিবে না।—পত্রিকা অতি লজ্জাবতী।

নিত্যকামীর গীত শুনিয়া লোকের হাসি পায়, পত্রিকা হাসি-

লেন না কেন?—রহস্য শ্রবণ করিয়া চিন্তার উদয়ই বা কেন? এ দুটী প্রশ্নেরও এখন উত্তর নাই। সকলি এখন ভবিষ্যতের তমোময় বিবরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কোথা এলেম?

"আমরা যাব গো সবে করিতে শ্যাম দরশন।
হেরিয়া হইবে মনোবাঞ্ছা পূরণ॥"

নানা আলাপে, নানা গল্পে কিছু দিন অতীত হইয়া গেল। পত্রিকা কোনো দিন সঙ্গীত করেন, কোনো দিন অতি মনোরম উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন,—কোনো দিন বা এক একটী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। নিত্যকামী প্রথম প্রথম পরিহাস করিয়া পত্রিকার সকল কথায় ছল ধরিতেন, এখন সে ভাব নাই।—অনুরাগ জন্মিয়াছে। যতক্ষণ পত্রিকা কথা কন, প্রণয়ী তপস্বী ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখ পানে চাহিয়া থাকেন। কাণের কুণ্ডল দুটী দুলিতেছে, অলকাগুচ্ছ কাঁপিতেছে, চক্ষের পলক পড়িতেছে, এই গুলি দেখেন। পত্রিকা মনে মনে হাসেন, আর এক একবার অপাঙ্গে দর্শন করেন। প্রতি দিন সন্ধ্যার পর এই ভাবটী পরম সুন্দর দেখায়।

বসন্তকাল আগত।—পাটনায় আর অবস্থান করিতে পত্রিকার মন চাহিল না। পূর্ণশশীকে কহিলেন, প্রিয়সখি! রাজপুত্র সংবাদ দিবেন বলিয়াছিলেন, মিথ্যা হইল,—তাঁহার নিকট লোক পাঠানো

হইয়াছে, সে লোকও ফিরিল না ;——আমরা যাইতেছি, এই ভাবিয়া রাজকুমার হয় ত নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। আমাদের আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হয় না। প্রয়াগে থাকিবেন কথা ছিল, চল আমরা প্রয়াগেই যাই, সেখানে দেখিতে না পাই, সরাসর রাজধানী চলিয়া যাইব।

পূর্ণশশী সম্মত হইলেন,—নিত্যকামীও সায় দিলেন, পাটনা হইতে শিবির উঠিয়া এলাহাবাদে চলিল। কুমারী আজীবন কখনো নৌকা আরোহণ করেন নাই, নৌকায় যাইতে অভিলাষ জানাইলেন। নিত্যকামী আর পত্রিকা সে বাসনায় বাধা দিলেন না, নৌকাতেই যাত্রা করা স্থির হইল। পটাবাস লইয়া অনুচরেরা স্থলপথে চলিয়া গেল, প্রয়াগের ঘাটে শিবিকা লইয়া প্রতীক্ষা করিবে, সঙ্কেত থাকিল,—পূর্ণশশী জলপথে চলিলেন। তরণী মধ্যেও পত্রিকার উপন্যাস আর নিত্যকামীর রহস্য সম পরিমাণে চলিতে লাগিল। আমি যদি নাটক লিখিতে জানিতাম, তাহা হইলে এই সুরসজ্ঞ নিত্যকামী আমার হস্তে এই ঋতুতে জীবন্ত বিদূষকের ক্রীড়া করিয়া প্রশংসা লাভ করিতেন। ভাগ্যদোষে আমি স্বয়ং সে রসে বঞ্চিত,—নাটকের আস্বাদন বোধের ক্ষমতা আমার নাই।

কত দেশ, কত নগর, কত স্থান আর নদী ও প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে তরুণ আরোহীরা মাঘ মাসের শেষে এলাহাবাদে পৌঁছিলেন। সে স্থানের শোভা আরো রমণীয়। নৌকা যখন প্রয়াগের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম ঘাটে উত্তরিল, তখন গোধূলি।—শিবিকা বাহকেরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত একজন অনুচর তীরে উঠিল। এই অবসরে স্বভাবদর্শন-পিপাসী পূর্ণশশী ধীরে ধীরে ছত্রীর খড়্খড়ী খুলিয়া সন্ধ্যাকালের জগচ্ছবি দর্শন

করিতে লাগিলেন। গগনে পূর্ণকলা চন্দ্রমা অল্পে অল্পে বদন বিকাস করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, তারাসহ তারানাথের প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়াছে, বোধ হইতেছে, জলতলে যেন একটী গগন জ্বলিতেছে, গঙ্গাযমুনা আহ্লাদে হাসিতেছেন,—সমস্ত প্রকৃতিই এখন প্রয়াগধামে প্রফুল্লমুখী।—পূর্ণশশী এই শোভা দেখিলেন;—আকাশে পূর্ণশশী,—ভাগীরথী অঙ্কে পূর্ণশশী, আর প্রকৃতি দর্পণে পূর্ণশশী দর্শন করিয়া চারুশীলা পূর্ণশশীর প্রেমাঙ্কুরিত পবিত্র হৃদয় পরম পুলকে পরিপূর্ণ হইল;—সহৃদয়া বালিকার সরল হৃদয় পূর্ণানন্দে হাসিল।—হরিণায়ত সজল নেত্রপুটে সেই আনন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না।—নীলগিরি মনে পড়িল,—তপোবন মনে পড়িল,—গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পত্রিকার মুখের দিকে একবার চাহিলেন,—একবার নিত্যকামীর শ্মশ্রুল বদন নিরীক্ষণ করিলেন। মুখখানি বিষণ্ণ হইল, দুটী পদ্মচক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু নৌকায় পড়িল। নদীর স্রোতের দিকে একবার সজল নেত্রপাত করিলেন, আকাশের দিকে একবার শশীমুখখানি তুলিলেন,—আবার সেই মুখে অপূর্ব্ব হাসি আসিল। মৃদু হাসিয়া মাথা হেঁট করিলেন।—এই ভাবান্তর দেখিয়া পত্রিকা বুঝিতে পারিলেন, লজ্জাশীলা কি ভাবিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণ! অকস্মাৎ মনে কি কিছু উদয় হইয়াছে?

"কৈ, না, কিছুই ত নয়" এই পর্য্যন্ত বলিয়া লজ্জাশীলা যেন আরো কিছু বলিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গঙ্গার সিকতাময় পুলিনে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, একটী সুন্দরী কুলবালা একখানি মাটীর বাসনে একটী মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া জলে ভাসাইয়া দিল,—প্রদীপ অল্প অল্প বাতাসে ভাসিয়া চলিল।

কন্যাটী তীরে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিল। পূর্ণশশী কিছু বুঝিতে পারিলেন না, পত্রিকাকে দেখাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্রিকা কহিলেন, এ দেখিতেছ, একটী, কিন্তু আর অর্দ্ধদণ্ড এখানে থাকিলে দেখিবে, শত শত কুলকন্যা ঐরূপে প্রদীপ ভাসাইবে। যাহাদের পতিপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়েরা নদীপথে বা সমুদ্রপথে দূরদেশে গিয়াছে, তাহারা প্রদীপ ভাসাইয়া শুভাশুভ পরীক্ষা করে। যদি প্রদীপ ডুবিয়া যায়, কিম্বা তৈল থাকিতে নিবিয়া যায়, তবে অশুভ, আর যদি জ্বলিতে জ্বলিতে দৃষ্টিপথের অন্তরে ভাসিয়া চলে, তাহা হইলে শুভ লক্ষণ। এক এক দিন সন্ধ্যাকালে এই গঙ্গাযমুনা যেন নক্ষত্রনদী রূপ ধারণ করেন।

পূর্ণ শশীর কৌতূহল আরো বৃদ্ধি হইল, সেই হিন্দুবালার প্রদীপ কেমন করিয়া কতদূর ভাসিয়া যায়, সানুরাগ দর্শনে এক দৃষ্টে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রদীপটী নয়নপথ অতিক্রম করিয়া গেল। যতক্ষণ নেত্রগোচর থাকিল, ততক্ষণ দেখিলেন, সেই দীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে গেল,—নিবিল না।—দেখিয়া ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যের অস্থায়ী জীবন এই ক্ষুদ্র প্রদীপ অপেক্ষা যশস্বী নহে!—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

শিবিকা আসিয়াছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত যে অনুচর তীরে উঠিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাহকেরা কেহ আইসে নাই। পত্রিকা কহিলেন, না আসাই সম্ভব। নৌকায় আমাদের গহিরি হইয়াছে, কোন্ তারিখে ঠিক আসিয়া পৌঁছিব, সেটী তাহারা কিরূপে জানিবে?—তুমি ঠিকা পাল্কী ভাড়া করিয়া আনো। কিঙ্কর সেই আদেশ পালন করিল।

শিবিকা আরোহণ করিয়া যাত্রীরা ক্রমে ক্রমে শিবির অভিমুখে গমন করিলেন। একটী মনোহর উদ্যানে শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল, দণ্ডেকের মধ্যে তাঁহারা তথায় পোঁছিলেন। রাত্রি হইয়াছিল, তথাচ চন্দ্রালোকে সে উদ্যানের শোভা অপ্রকাশ ছিল না। চারিদিকে উচ্চ উচ্চ তরু, শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, মধ্যস্থল অনাবৃত, নবনব তৃণরাজীতে সুশোভিত, সেই সমতল ক্ষেত্রোপরি রাজকুমারের আজ্ঞাবহ কিঙ্করেরা পটাবাস স্থাপন করিয়াছে। চারিধারে নানাজাতি পুষ্পবন, মাঝে মাঝে লতাকুঞ্জ, বাসন্তী মৃদু বায়ুহিল্লোলে নবদলপূর্ণ পাদপেরা অল্প অল্প সঞ্চালিত হইতেছিল, কৌতুকী পবনদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষে নৃত্য করিয়া সায়ং প্রস্ফুটিত কুসুমদলের সুগন্ধ হরণ করিতেছিলেন, বিমল পরিমলে চতুর্দ্দিক প্রমোদিত। বায়ু সুখস্পর্শ, পুষ্পগন্ধ তৃপ্তিকর, আর উপবনের পুষ্পময়ী শোভা পরম রমণীয়। কোনো ফুল শ্বেত, কোনটী ঈষৎরক্তবর্ণ, কোনটী গোলাপী, কোনো কোনটী হরিৎ, পীত, ধূমল, এবং এক একটী বিবিধ বর্ণে মিশ্রিত রঞ্জিত। বিশ্ববিধাতা কত কৌশল একত্র করিয়া কুঞ্জশোভা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? আমি পূর্ণশশীর সঙ্গে এই উদ্যানে আসিয়াছি, শোভা দর্শন করিয়া নয়ন মন প্রফুল্ল হইতেছে। পত্রিকা, পূর্ণশশী, নিত্যকামী, একে একে শিবিকা হইতে নামিয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, প্রকৃতির শোভা দেখিয়া, আর সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল স্পর্শ করিয়া, ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। পত্রিকা কহিলেন, আহা! কুঞ্জবিধাতার কি সুন্দর বিবেচনা! আমরা এত দূর উত্তরে উপনীত হইয়াছি, তবু মলয়মারুতকে আমাদিগকে শীতল করিবার জন্য এই কুঞ্জে পাঠাইয়াছেন।

পূর্ণশশী হাসিয়া কহিলেন, বিশ্ববিধাতাকে তুমি কুঞ্জবিধাতা

বলিলে কেন? তোমাদের এখানে কুঞ্জ আছে বলিয়া মলয় মারুত এত দূর আসিতেছে না, আমি এত দিন মলয়ার নিকটে ছিলাম, তাই আমারি মায়ায় দক্ষিণানিল আমারে দেখিতে আসিতেছেন।

পত্রিকা একটু হাসিয়া বলিলেন, হইতেও পারে, কিন্তু প্রতিবৎসর তুমি ত এ অঞ্চলে থাকো না, প্রতি বৎসর বসন্ত উদয়ে মলয়ানিল উদয় হয় কেন?

পূর্ণ।—তবে, কেন হয় বল দেখি?

পত্রি।—তুমি বল দেখি?

পূর্ণ।—বোধ হয় ঋতু মাহাত্ম্য।

পত্রিকা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, উভয়েরি মাহাত্ম্য। জয়দেব গোস্বামী বলিয়াছেন,——

অদ্যোৎসঙ্গবসৎ-ভুজঙ্গকবল-ক্লেশাদিবেশাচলং।
প্রালেয় প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ॥
কিঞ্চ স্নিগ্ধ রসাল মৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহুঃ কুহুরিতি কলোত্তানাঃ পিকানাং গিরঃ॥

পূর্ণশশী কহিলেন, আমি অমন গীত শুনি নাই। কি তুমি বলিলে, বুঝিলাম না। সংস্কৃত ভাষা আমি জানি না। বুঝাইয়া দাও।

পত্রিকা দেবী জয়দেবের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীখণ্ড শৈলে অর্থাৎ মলয় পর্ব্বতে সর্ব্বদা সর্প বাস করে, মলয়ানিল সেই ভুজঙ্গের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া হিমাচলের তুষারে অবগাহন করিবার নিমিত্ত উত্তরবাহী হয়। আর সুস্নিগ্ধ আম্র মুকুল অবলোকন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল কোকিলেরা অস্ফুট স্বরে কুহু কুহু রব করে।

পূর্ণশশী প্রফুল্লমুখে কহিলেন, হাঁ, এখন বুঝিলাম। জয়দেব কি চমৎকার কবি!—অতি অপূর্ব্ব গায়ক! তিনি প্রকৃতির গতিকে

আর ঋতুর মহিমাকে নির্জ্জীব পদার্থ বায়ু আর বনচর পক্ষীর সহিত মিলাইয়া উপমা দিয়া কল্পনা দেবীর সন্ধি পূজা করিয়াছেন! তাঁহার পায় কোটি কোটি নমস্কার!

নিত্যকামী কহিলেন, তোমার জয়দেবের চেয়ে আমার পত্রিকা গায় ভাল। পত্রিকার গানগুলি আর গলাখানি বড় মিষ্ট।

বৃদ্ধ ছলগ্রাহী এখন পত্রিকার খোষামোদ করিতেছেন। পাটনায় তিনি পত্রিকার মনের কথা পাইয়াছেন, পত্রিকা তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। এই জন্য এত খোষামোদ। "পত্রিকার গলাখানি বড় মিষ্ট।" এই কথা শুনিয়া পূর্ণশশী আর পত্রিকা মুখ ফিরাইয়া মুখ টিপিয়া একটু একটু হাসিলেন; নিত্যকামী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড অতীত। গগনমণ্ডলে বসন্তচন্দ্র উজ্জ্বল শুভ্র কিরণ বিস্তার করিয়া হাস্য করিতেছেন, প্রকৃতিদেবী হাসিতেছেন, ধরণীদেবী হাসিতেছেন, জলে নিশানাথ-রঞ্জিনী কুমুদিনী হাসিতেছেন। পত্রিকা হাসিয়া কহিলেন, পূর্ণশশি! আমরা অন্যমনস্ক হইয়া কতকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছি, ঐ দেখ, আকাশের পূর্ণশশী কত দূর আসিয়াছেন, তোমাকেই বা ধরিতে আসিতেছেন, না হইলে অত হাসি কেন?—অত শীঘ্র শীঘ্র গতিই বা কেন?—চল আমরা পালাই। নিত্যকামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দ্বিজবর! আসুন, শিবিরে যাই, রাত্রি অধিক হইতেছে।

নিত্যকামী চম্‌কিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, পত্রিকা আমাকে দ্বিজবর বলিল! কেন বলিল?--আমার দশা তবে কি হইবে? ঐ রত্ন লাভ না হইলে আমি কখনই বাঁচিবনা। পত্রিকা তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। হাসিমুখে কহিলেন, মুনিবর! আপনি কি ভাবিতেছেন?

আমি আপনারে দ্বিজবর বলিয়াছি, তাহাতে কি কোনো দোষ হই-য়াছে? দেখুন, আপনি গুরুলোক, মান্য লোক, সুধু বর বলিলে অপমান করা হয়, তাচ্ছীল্য বুঝায়, সেইজন্য একটী দ্বিজ কি একটী মুনি আগে বলিয়া বর বলি; ইহাতে আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমি আপনারি পত্রিকা।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধড়ে প্রাণ আসিল। তিনি খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া গদ্ গদ্ স্বরে কহিলেন, পত্রিকে! জীবনের পত্রিকে! তুমি লক্ষ্মী;—তুমি আমার মানস সরোবরের শতদল কমল,—তুমি আমার হৃদ্-কমলের কমলা!—তুমি বাঁচিয়া থাক, আমি তোমারি।

পত্রিকা মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, অত বলিতে হইবে না, আমি ভুলি নাই। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। আশীর্ব্বাদ করুন, শীঘ্র আমাদের বিবাহ হউক। পূর্ণশশীরও বিবাহ হউক। হাঁ, আর একটী কথা।—আপনি আমারে কমলা বলিলেন, তবে ত আপনি এখন অবধি কমলাকান্ত হইবেন?—যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন আপনার নাম থাকুক, কমলাকান্ত শর্ম্মা।

নিত্যকামী আহ্লাদে ঢলিয়া পড়িলেন;—যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখান হইতে তিন চারি পা টলিয়া গেলেন, কহিলেন, 'তথাস্তু'। তুমি যা বলো, তাই আমার মঞ্জুর। আমাদের পূর্ণশশী পৃথিবীর পূর্ণশশী,—তুমি গগনের পূর্ণশশী। তোমার মর্য্যাদা বড়। এখন রাত কত পত্রিকে?

রাত্রি অনেক হইয়াছে, প্রায় এক প্রহর আগত। আসুন, শিবিরে যাই। শশি! চল ভাই, আর নয়।

তিন জনেই বস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন, বিশ্রামের পর আহা-রাদি সমাপন হইল। পূর্ণশশীর মন কিছু চঞ্চল। পাটনা ত্যাগ

করিয়া অবধি এই শিবিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জগতের শোভা দেখিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইতেছিল, এখন বন্দিনীর ন্যায় পটাবাসে আবদ্ধ হইয়া মনে আর সুখ নাই। ম্লানমুখে পত্রিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয় সখি! এ কোথা এলেম?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনী বিদ্যাধরী।

"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে॥"

জয়দেব।

রজনী প্রভাত হইল। পূর্ণশশীর বদন বিষণ্ণ। পত্রিকা কারণ জিজ্ঞাসা করেন, কিছুই বলেন না। নিত্যকামী জিজ্ঞাসা করেন, দীর্ঘনিশ্বাস উত্তর পান। অসুখে অসুখে সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যার পর পত্রিকা পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শশি! রাজকুমারকে দেখিবার নিমিত্ত কি তোমার মন চঞ্চল হইয়াছে?

উত্তর পাইলেন না।—পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলেন, উত্তর নাই। তৃতীয়বার প্রশ্ন, তাহাতেও সমান ফল। চতুর্থ প্রশ্নে পূর্ণশশী যেন কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার অত কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন?

প্রয়োজন আছে। না থাকিলে জিজ্ঞাসা করিব কেন?—পত্রিকা রাগ করিলেন না,—হাসিলেন।—হাসিতে হাসিতে ঐ দুটী কথা বলিলেন।

নিত্যকামী উহাঁদের উভয়ের মনের ভাব কিছুই বুঝিলেন না।—গম্ভীরভাবে,—সে শরীরে আর সে স্বভাবে যতদূর গাম্ভীর্য্য সম্ভব,—ততটুকু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, রাজপুত্র পাটনায় গেলেন না, প্রয়াগে থাকিবেন বলিয়াছিলেন, এখানেও নাই, তবে তিনি কোথায়? কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে বটে, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। আমি ততদিন বিলম্ব করিতে পারি না।—দেখিতেছি, পূর্ণশশীর বিবাহ অগ্রে হইল না;—তুমি—

কথা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বেই পূর্ণশশী করতালির দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া চুপ করিতে বলিলেন। অপ্রফুল্ল,—ম্লান বদন ঊর্দ্ধে তুলিয়া একটী নিশ্বাস ফেলিলেন। পত্রিকার দিকে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, সখি! আমি বড় অভাগিনী!—বলিয়াই মুখখানি নত করিলেন, পদ্মচক্ষু দিয়া দুফোঁটা জল মাটিতে পড়িল।

পত্রিকা শশব্যস্ত হইলেন। তাঁহার নবনীকোমল চিবুকে হস্ত দিয়া মুখখানি তুলিলেন। করুণস্বরে কহিলেন, এ কি! কান্না কেন?—তোমার শত্রু অভাগিনী হোক্, তুমি রাজরাণী হইবে।—একবার একটী স্বর্গকন্যার প্রতি দেবরাজ রুষ্ট হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাধরী কত কষ্ট পাইয়া পুনরায় সুরপুরে আদরিণী হইয়াছিল। তুমি যদি সে আখ্যান শ্রবণ কর, তবে এ সামান্য ক্লেশ এখনি ভুলিয়া যাইবে।

পূর্ণশশী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ভাল, তবে বলিয়া যাও, শুনিতেছি। দেখি, যদি মনকে সুস্থ করিতে পারি।

পত্রিকা গল্প আরম্ভ করিলেন,—পূর্ণশশী, নিত্যকামী, আর সহচরীরা এক মনে শুনিতে লাগিলেন।

বৃহস্পতির শিষ্যেরা যাহাকে কিন্নরী বলেন, মহম্মদের শিষ্যেরা

যাহাকে পরী বলেন, আমি তাহাকে বিদ্যাধরী বলিলাম। বিদ্যাধরীদের পাখা আছে, তাহারা উড়িতে পারে।

একদা বসন্তকালের প্রাতঃকালে একটী বিদ্যাধরী নন্দনবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছিল। স্বর্গের কাম্য উদ্যানে প্রবেশ করিবার তাহার অনুমতি ছিলনা। যে গন্ধর্ব্ব দেবকাননের প্রহরী, তিনি ঐ বিদ্যাধরীকে নিবারণ করিতেছিলেন। অভাগিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, আমি মহাপাপী, শচীপতি আমারে অভিসম্পাত করিয়াছেন,আমি সুরপুরীর সুখ হারাইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলাম, কোথাও আমার সুখ নাই! দেবী ইন্দ্রাণী আমারে তত ভাল বাসিতেন, এখন আমি অকূলে ভাসিয়াছি, কোথায় আছি, সে কথা কি তিনি একটীবারও জিজ্ঞাসা করেন?—হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি আপনার চরণে ধরি, একটীবার সরুন, একটীবার আমি নন্দনে প্রবেশ করিব, দেবরাজ—দেবরাণীর পাদপদ্ম দর্শন করিব, আমি আপনার চরণে ভিখারিণী;—একবার দয়া করিয়া পথ ছাড়ুন।—আমি ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াছি, কত মনোহর পর্ব্বত, কত মনোরমা স্রোতস্বতী, কত ঊর্ম্মীময় সুগভীর সমুদ্র, কতশত রমণীয় উপবন, কত কত মনোহর রাজপ্রাসাদ, আর কতশত রূপবান রূপবতী পুরুষ প্রকৃতি দর্শন করিয়াছি, চন্দ্রলোক, নক্ষত্র লোক, নাগলোক সন্দর্শন করিয়াছি, কতশত কমনীয়-কান্তি সুরভি স্বভাবকুসুম আঘ্রাণ করিয়াছি, কোথাও কিছুতেই আমার সুখ হয় নাই। অনন্তকাল অনন্তজগতে যদি ভ্রমণ করি, তাহা হইলেও বিন্দুমাত্র সুখ পাইব না। এক মুহূর্ত্ত নন্দনবাসে যে আনন্দ,অনন্ত বৎসরেও তাহা কোথাও সুপ্রাপ্য নয়। হে গন্ধর্ব্বরাজ! আপনি অনুমতি করুন, মুহূর্ত্তমাত্র নন্দন দর্শন করি।

আমি উড়িতে পারি, আমার জগৎ সন্দর্শনের আক্ষেপ নাই। তুষারাবৃত, কুসুমশোভিত, স্বভাবসজ্জিত হিমালয় পর্ব্বত দর্শন করিয়াছি,—পার্ব্বতীনাথের পর্ব্বত-নিবাসে পার্ব্বতীসহ গিরীশ-চন্দ্রকে কৈলাস পর্ব্বতে দর্শন করিয়াছি, সুমেরু শিখরে, নীলাদ্রি-চূড়ায়,—বিন্ধ্যাচল স্তবকে, ধবল অচলে, কাঞ্চনশৃঙ্গে, স্বভাব-সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়াছি,—ভাগীরথীনীরে,—সাগরসঙ্গমে,—ভোগবতী প্রবাহে স্নানকেলি করিয়াছি, কোথাও আর এমন সুখ, এমন আনন্দ উপভোগ করি নাই।—পবিত্রতোয়া মন্দাকিনী বহুদিন আমারে দর্শন দেন নাই, তাঁহার সহাস আনন, রজতবক্ষ, প্রফুল্ল ঊর্ম্মি বহুদিন আমি সন্দর্শন করি নাই। আমি মর্ত্ত্যপাতকিনী;—হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি পার্থিব বৈকুণ্ঠ কাশ্মীর উপত্যকায় সঞ্চরণ করিয়াছি, সুরবালা সদৃশ বিলাসিনীবৃন্দের সহবাস করিয়াছি, কিছুতেই মনের সুখ ফিরাইয়া আনিতে পারি নাই। সকল শোভা, সকল আনন্দ, একত্র করিয়া ঠিক দিয়াছি,—সকল প্রমোদের সমষ্টি করিয়া স্তূপের উপর উপবেশন করিয়াছি, এক তিলমাত্র নন্দন-সুখ উপভোগ করিতে পারি নাই। জগতে তেমন সুখ নাই। তুলনা করিব ভাবিয়াছি, প্রমোদ কানন মনে হইয়াছে, অমনি কাঁদিয়া আকুলিনী হইয়াছি। হে গন্ধর্ব্বরাজ! তিলেক সদয় হউন,—স্বর্গ-দ্বার ছাড়িয়া একটীবার মুহূর্ত্তমাত্র সরুন, আমি নন্দন দর্শন করি।

প্রহরী গন্ধর্ব্ব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সুরমালিকে! তুমি কি বল?—পাঠক মহাশয়! মনে রাখিবেন, পত্রিকার আখ্যায়িকার নায়িকার নাম সুরমালা। ইন্দ্রাণী আদর করিয়া তাহারে সুরমালিকা বলিতেন।—গন্ধর্ব্বপতি গম্ভীরভাবে কহিলেন, সুরমালে! যদি তুমি দেবধামের উপযুক্ত কোনো সুদুর্লভ উপহার আনিয়া দিতে পারো,

তবে দেবরাজ সদয় হইয়া তোমারে নন্দনবনে প্রবেশ করিতে দিবেন; তোমার সকল পাপ মোচন হইবে।

বিদ্যাধরী চিন্তা করিতে লাগিল। দেবধামের উপযুক্ত সুদুর্লভ উপহার!—সে অমূল্য পদার্থ কোথায় পাইব? পৃথিবীর কোন দেশে তেমন অমূল্য নিধি আছে?—সমস্ত ভূমণ্ডল আমি প্রদক্ষিণ করিয়াছি। যেখানে মনুষ্য আছে, তাহা আমি জানি,—যেখানে পশুরাজ সিংহ আছে, তাও আমি জানি,—যেখানে যূথপতি গজেন্দ্র বিচরণ করে, তাও আমি জানি,—যেখানে শশ, মৃগ, ময়ূর, কোকিল, শুক, আর কপোতেরা আছে, তাও জানি,—গভীর জলধিতলে মণি মুক্তা লুকানো আছে, তাও আমি জানি,—দেবাসুরে সমুদ্রমন্থন কালে অমরেরা যেখানে অমৃত পাইয়াছিলেন, সেখানে এখন যে রত্ন আছে, তাও আমি জানি,—মনোহর শৈল শৃঙ্গে, আনন্দ প্রবাহিণী তরঙ্গিণীগর্ভে যে সকল মণিমরকত ঝক্‌মক্ করিতেছে, তাও আমি জানি,—নীলকান্ত, সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, সামন্তক, আর অয়স্কান্ত, এই পঞ্চ রত্নেরও বিরাজবাস জানি,—যে সকল নাগেন্দ্রের মাথায় মাণিক জ্বলে, তাও আমি জানি; বিনা শ্রমে সংগ্রহ করিতেও পারি; কিন্তু তাতে কি সুরলোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিব?

চক্ষু বুজিয়া ভাবিল,———

প্রথম।—ভা।

দ্বিতীয়।—র।

তৃতীয়।—ত।

চতুর্থ।—ব।

পঞ্চম।—র্ষ।

প্রথম উপহার।

আহা!—

কে দিবে দেখায়ে রাহা, কার কাছে যাইরে!
দেবের দুর্লভ নিধি, কার কাছে পাইরে!
কে করে এ উপকার, কে হবে সখা আমার,
দেবরত্ন উপহার,
কার কাছে চাইরে!
সদয় হবে কি বিধি, পাব কি সে মহানিধি,
ত্রিজগতে সে নিধি কি,
কারো কাছে নাইরে?

বিদ্যাধরী উড়িল।—এই গীত গাইতে গাইতে কামচারী বিদ্যাধরী নীচের দিকে নামিল।—উড়িয়া উড়িয়া কত দূরই যাইতেছে, অন্তরীক্ষ গতি—কামচারী কিন্নরী, তাহার গতি কে দেখিতে পায়?—যাইতে যাইতে ভারতবর্ষের প্রতি প্রথমেই তাহার চক্ষু পতিত হইল;—নামিতে লাগিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পত্রিকা একটু থামিলেন।—যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।—নিত্যকামীর ঐ গল্প ভাল লাগিতেছিল না। কেবল পত্রিকা বলিতেছেন, এই জন্য বসিয়া ছিলেন। গল্প শুনিতেছিলেন না;—পত্রিকা মুখ নাড়িতেছেন, হাত নাড়িতেছেন, এ দিক ও দিক চাহিতেছেন, তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিতেছেন, হাসিতেছেন, এক এক বার গম্ভীর, এক এক বার চঞ্চল হইতেছেন, দুল নড়িতেছে, অলকা উড়িতেছে, এই সকল দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে নিস্তব্ধ

দেখিয়া হসভরে কহিলেন, বেশ গল্প,—মস্ত গল্প! উঃ! অত কথা কহিতে তোমার বড় ক্লেশ হইয়াছে; চলো, বিশ্রাম করিবে চল! উঃ! অত কথাও মনে কোরে রেখেছিলে!—মস্ত গল্প!—বাঃ! বেশ গ—

পূর্ণ-শশী করতালি দিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করিলেন। নিত্য-কামীর কথায় পাত্রিকা উত্তর দিলেন না; পূর্ণ-শশীকে কহিলেন, দেখ শশি! আমাদের এই ভারতভূমি প্রকৃতি সতীর পরম আদরিণী তনয়া। ইহাঁর শরীরে সকল প্রকার অলঙ্কারই শোভা পাইয়াছে। আমরা আর কি বলিব, স্বর্গের বিদ্যাধরী ইহাঁর গুণ কীর্ত্তন করিয়াছে। আমি তাহার মুখে শুনি নাই, পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, বিদ্যাধরী বলিয়াছিল, ভারতক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। এখানে ভাস্বর ভাস্করের শুভ্র কিরণ, নিশানাথ শশধরের সুশীতল রশ্মিমালা, রজতময় গিরিশ্রেণী, কাঞ্চনবরণী স্রোতস্বতী, মনোহর পুষ্প-কানন, সুগন্ধি চন্দনকুঞ্জ, হাস্যমুখী কমলিনী,—প্রমোদিনী কুমুদিনী, সকলি সুন্দর,—সকলি রমণীয়; এমন শোভা জগতে নাই।

বিদ্যাধরী এই শোভা দর্শন করিল।—দর্শন করিয়াই শূন্য হইতে নীচে নামিতে লাগিল।—সিন্ধুকূলে উপনীত। অন্তরীক্ষে থাকিয়া এতক্ষণ যে শোভা দেখিতেছিল, এখানে সে শোভা বিবর্ণ।—মলিন,—বিষণ্ণ,—বিবর্ণ!—সিন্ধুনদের জল যেন রক্ত দিয়া মাখানো!—এক জন যবন বীরদর্পে ক্ষত্রপুরী লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, অন্তঃপুর ছারখার করিয়াছে, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বালিকা, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, বীর, সকলকেই অস্ত্রানলে দগ্ধ করিয়াছে!!—নিষ্ঠুর যবন অনলকে পূজা করে না,—হিন্দু ক্ষত্রিয় মৃত্যুকালেও হৃদয়ের শোণিত দিয়া হুতাশনের পূজা করিয়াছেন, কামিনীরা শিশুশোণিতের সহিত নিজ

শোণিত মিশাইয়া অগ্নিদেবের আর সিন্ধুনদের পূজা করিয়াছে, কিছু আর বাকী নাই! কেবল একজন বীর পুরুষ রুধিরাক্ত শরীরে অবশ হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার তূণে কেবল একটী মাত্র শর অবশিষ্ট। তিনি সেই শর নিক্ষেপ করিয়া জন্মভূমির নিকট শেষ বিদায় লইবেন, এই আকিঞ্চন। শর নিক্ষেপ করিলেন,—কম্পিত হস্তের লক্ষ্য,—লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গেল! দিগ্বিজয়ী মুসলমান হুহুঙ্কারে গর্জ্জন করিয়া কহিল, "থাক্ থাক্ পাষণ্ড! পাপের প্রতিফল ভোগ কর্!"—বলিতে বলিতে তীক্ষ্ণধার খড়্গে ঐ মাতৃভূমিপ্রিয়, স্ত্রীপুত্রবিয়োগী, স্বাধীনতা প্রত্যাশী, রাজ্যভ্রষ্ট বীরেন্দ্রের কণ্ঠচ্ছেদ করিল! সেই রক্তবিন্দু—পবিত্র রক্তবিন্দু ভূতলে পড়িতেছিল, কিন্নরী হায় হায় বলিয়া অঞ্জলি পাতিয়া ধরিল।—ধরিয়াই শূন্যপথে উড়িয়া গেল। সুরনন্দনের দ্বারে সেই শূরেন্দ্র রক্ষক দণ্ডায়মান। তিনি অগ্রগামী হইয়া দ্বার অবরোধ করিয়া কহিলেন, কি?

বিদ্যা।—দুর্লভ বস্তু আনিয়াছি।

প্রহরী।—দেবদুলভ?

বিদ্যা।—তাহাই।

প্রহরী।—কি?

বিদ্যা।—এক ফোঁটা রক্ত।

প্রহরী।—এক ফোঁটা রক্ত দেবদুর্লভ কিসে?

বিদ্যা।—স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন। জন্মভূমি রক্ষার শেষ চেষ্টা। বংশ নাশ, রাজ্য নাশের প্রায়শ্চিত্ত। ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজার কণ্ঠে যবন খড়্গের শেষ নিদর্শন।

প্রহরী গন্ধর্ব্ব বিস্মিত হইলেন;—কহিলেন, দুর্লভ বস্তু বটে.

কিন্তু ইহাতেও দেবরাজ তুষ্ট হইবেন না। ইহা অপেক্ষাও দুর্লভ রত্ন আনিতে হইবে। দেখিতেছ না, এই প্রকাণ্ড স্ফাটিক দ্বার একটু মাত্রও নড়িতেছে না।

বিদ্যাধরী কাঁদিল।—কাঁদিয়া বলিল, গন্ধর্ব্ব রাজ! ভারতবর্ষ আমার বৈকুণ্ঠধাম,—সেখানকার স্বাধীনতার শেষ নিদর্শন শোণিত-বিন্দু দেবদুর্লভ হইল না,—বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। আমি এখন নাচারে পড়িয়াছি, আবার আমারে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে হইল। দেখি দেখি, উহা অপেক্ষা অমূল্যরত্ন আর কোথাও আছে কিনা,—আর কোথাও পাই কিনা?—এই কথা বলিয়া কাতরা বিদ্যাধরী পুনরায় উড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় উপহার।

মিসরের চন্দ্রপর্ব্বত জগৎপ্রসিদ্ধ। পৌরাণিকেরা অনুমান করেন, ঐ গিরিমূলে অনুদ্দিষ্টমূল নীলনদের জন্ম।—চন্দ্রশিখর সত্য সত্য নীলের পিতা কিনা, কে জানে?—আমি জানি না। আসে পাশে পঙ্কিল জলাশয়ে পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কহিল, আমরা জানিনা। তবে আর কাহারে জিজ্ঞাসা করিব?—কাহারেও না।—একা আমি দেখিব, এই স্থান সত্য সত্য সুখস্থান কিনা? বিদ্যাধরী এই খানে আসিয়াছে। সে আমারে বলিবে, এখানে দেবদুর্লভ বস্তু আছে কি না?

বিদ্যাধরী নামিল।— সম্মুখে গোলাপকুঞ্জ।—সুগন্ধে আমোদিত গোলাপবন।—মধুকরেরা ঝঙ্কার করিতেছে, মৃদু বাতাস বালকের মত খেলা করিতেছে, পবন দেব প্রাচীন ঋষি হইয়াও এখানে আজ শিশু সাজিয়াছেন।—কুঞ্জের এক নির্জ্জন প্রদেশে একটী হ্রদের

ধারে একজন মুমূর্ষ যুবা শয়ন করিয়া আছে। হাসিতেছে না, কথা কহিতেছে না,—হাতমুখ নাড়িতেছে না,—কেবল স্থির নেত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে।—এক দিকেই কাতর নয়নে চাহিয়া আছে।—থাকিয়া থাকিয়া মৃত্যুযাতনায় অস্ফুট রব করিতেছে।—বিদ্যাধরী গুপ্তভাবে থাকিয়া তাহা দেখিল।—উভয়ের চক্ষে পলক নাই।

যুবা পরম সুন্দর। আহা! এমন সুন্দর যুবা এখানে এ দশায় কেন?—মরিতে আসিয়াছে?—কেন মরিবে?—আহা! এর কি কেউ নাই?—কি দুঃখে মরিবে?—কেহ দেখিতে নাই,—কেহ কাঁদিতে নাই,—তপ্ত হৃদয়ে এক বিন্দু জল দেয়, এমন একটী প্রাণীও কাছে নাই! আহা! উহার হৃদয়ে এমন কি অনল জ্বলিতেছে?—কে জানে?—জল দিলে কি জুড়াইবে?—কি বলিতে পারি?—উহার চক্ষের নিকটে ঐ যে কেমন সুন্দর ফোয়ারাতে, কেমন সুন্দর হ্রদহৃদয়ে, কেমন সুন্দর সুশীতল সলিল বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতেছে, উহার এক অঞ্জলি হৃদয়ে ছিটাইলে কি সুস্থ হয়?—কি বলিতে পারি?—বিদ্যাধরী এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ উপবনের পশ্চিম কুঞ্জ ভেদ করিয়া বিদ্যুতের উদয় হইল!—বিদ্যাধরী চমকিয়া উঠিল;—ভাবিল, এ বিদ্যুৎ নয়,—স্বর্গের দূতী!—ঐ যুবার আত্মাকে লইতে আসিয়াছে! এখনি লইয়া যাইবে!—আহা! এইবার উহার আত্মা স্বস্থানে গিয়া জুড়াইবে!

চক্ষের নিমেষে সেই তেজোময়ী মূর্ত্তি ঐ ধূলিশায়ী যুবার নিকটে দৌড়িয়া গেল।—কোনো দিকে চাহিল না, শশব্যস্তে তৃণলুণ্ঠিত যুবার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া চীৎকার স্বরে কহিল,—"না—না,—তোমার চন্দ্রমুখ ফিরাইও না;—আমার দিক হইতে তোমার ও প্রিয় বদন ফিরাইও না!" এই কথা বলিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল।—

যুবার অবসন্ন মস্তকটী আপনার উরুদেশে স্থাপন করিয়া এক দৃষ্টে মুখ পানে চাহিল,—চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া তাহার মুখে পড়িল।

বিদ্যাধরী তখন দেখিল, বিদ্যুৎ নয়,—স্বর্গের দূতী নয়,—নর-সুন্দরী;—সুরসুন্দরীর চেয়েও রূপবতী মানবী কামিনী।—রূপে বন আলো হইল। যৌবনের ছটায় মুমূর্ষু পথিকের কান্তিশূন্য মলিন মুখ যেন দীপ্তি পাইতে লাগিল। কিন্তু কামিনী উন্মাদিনী। বিনোদ মুখে হাসি নাই, বিনোদ মস্তকের কেশগুলি আলু থালু, দুই পাশ দিয়া অলকাগুচ্ছ আকুল ভাবে মুখের অর্দ্ধেকটুকু ঢাকা দিয়াছে, যেন পূর্ণ-শশীর উপর কৃষ্ণমেঘ ভাসিতেছে! অঙ্গে অলঙ্কার শ্রীভ্রষ্ট,—বসন অযত্নে—অলজ্জায় শিথিল,—পদ্মচক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু! অথচ রূপে বন আলো করিয়াছে। বিদ্যাধরী এই ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া অবাক হইল।

কামিনী অতি যত্নে সজল নয়নে যুবার মুখখানি সোজা করিয়া ধরিতেছেন, অবশ মস্তক আবার লুটাইয়া পড়িতেছে!—আবার তুলিতেছেন, আবার পড়িয়া যাইতেছে! আবার তুলিয়া করুণস্বরে বলিতেছেন, "চাও!—আমার পানে চাও!—ফেরো! একটী বার আমার দিকে ফেরো!—কেন?—চিনিতে পারিতেছ না?—পারিবে।—চাও! একটীবার চাও।"—বলেন আর কাঁদেন,—বলিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। আবার বলিলেন,—"কেন?—আমি কি তোমার নই?—কেন?—আমি তোমারি!—" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার কহিলেন, "যাইবে?—কেন যাইবে?—কোথায় যাইবে?—তুমি আমার হৃদয় আলো করিয়াছ,—তুমি গেলেই রজনী হইবে;—সে রাত্রি লইয়া কি করিব?"

কন্যা, আবার চুম্বন করিয়া আবার কহিলেন, আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে?—ইহলোকেও আমি তোমার, পরলোকেও আমি তোমার পাশে বসিব, এই আমার পণ,—এই আমার প্রতিজ্ঞা! আমি কুমারী;—আমি এই চন্দ্রপর্ব্বতের নরপতির কন্যা, আমার বিবাহ হয় নাই,—আমি রাজকন্যা, আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে? তুমি আমাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছ,—কর,—আমি তোমার স্ত্রী,—সঙ্গে সঙ্গে যাইব,—যেখানে যাইবে, সঙ্গে যাইব। তোমাকে হারাইয়া পৃথিবীতে থাকিব না। জীবনে কাজ কি?—এ ছার জীবনে——"

রাজকন্যা কথা সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রিয়-বন্ধুর নেত্র স্থির হইল,—শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল!—রাজ-কুমারী আর কাঁদিলেন না, "এসো জন্মশোধ আলিঙ্গন করি!" বলিয়া গাঢ় আবেশে একটী চুম্বন করিলেন। সেই একটী চুম্বন সে জন্মের শেষ। "আমার সঙ্গে মৃত্যুর ঔষধ আছে!" এই কথা বলিয়া একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন! বিদ্যাধরী নক্ষত্র-গতি সমীপস্থ হইয়া দক্ষিণ করপল্লবে সেই নিশ্বাস ধরিল! কহিল, "সুখে নিদ্রা যাও! দ্বিতীয় জগতে তোমার বিশুদ্ধ আত্মার মঙ্গল হইবে! আমি চলিলাম!" রাজকন্যার প্রাণবায়ু তখন সেই নিশ্বা-সের সঙ্গে উড়িয়া গিয়াছে।

নিশ্বাস লইয়া বিদ্যাধরী উড়িয়া গেল।—অমরাবতীর দ্বারে গিয়া প্রহরীকে বলিল, এই দেখুন, একটী পরম রূপবতী যুবতী কুমারীর নিষ্কলঙ্ক পবিত্র প্রণয়ের শেষ নিদর্শন দীর্ঘ নিশ্বাস আনিয়াছি! গন্ধর্ব্ব হাসিয়া কহিলেন, সুন্দরি! হইল না!—এই দেখ, নন্দনের সিংহ দ্বার একটুও নড়িতেছে না। আরো কিছু দুর্লভ বস্তু চাই।

বিদ্যাধরী ভাবিল, তবে আর সুরপুরীর সুখ আমার অদৃষ্টে নাই। আর এ দুর্লভ বস্তু কোথায় পাইব? ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য সঞ্চালন করিল।

তৃতীয় উপহার।

বিদ্যাধরী এবার মেরুর পশ্চাতে চলিল। মেরুশিখর একটী মনোহর পুষ্পকানন বিরাজিত। উপত্যকা ভূমিও মনোহর পুষ্পকুঞ্জে সুশোভিত। শ্বেত, লোহিত, পীত, পাটল, নীল ও আরক্তিম কুসুমাবলী প্রস্ফুটিত হইয়া সেই মনোহর স্থানটী আরও মনোহর করিয়াছে। সন্ধ্যাকাল, বসন্তের যৌবন দশা। মৃদুমন্দ মলয় মারুত সেই সকল সুদৃশ্য সমোহন কুসুমের সুরভি পরিমল চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত করিয়া দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে। মধুপিপাসী, মধুমত্ত মধুকরেরা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসিতেছে, বোধ হইতেছে যেন কুসুমগুলির পাখা হইয়াছে। ভ্রমরেরা একবার গুন গুন গুঞ্জন করিয়া ফুলে ফুলে মধুপান করিতেছে, একবার "মনে মনে তোরে যে ভাল বাসি"——যেন মধুরস্বরে এই গীত গাইতে গাইতে, পাতার উপর,—ফুলের উপর, উড়িতেছে,—উড়িতে জানে বলিয়া উড়িতেছে না,—লোকে দেখুক, আমরা মধুপান করিয়া কেমন খেলা করিতেছি, এটী ভাবিয়াও উড়িতেছে না,—প্রমোদে মাতিয়া উড়িতেছে। পাঠক মহাশয়! ভ্রমর আর মৌমাছি, ইহারা দুই পৃথক শ্রেণী,—নিতান্ত পৃথক না হউক স্বতন্ত্র শ্রেণী।—আমি আজ মধুকর ভ্রমরকে মধুমক্ষিকা বলিব।—বলিবার একটী হেতুও আছে। আমি বলি-

তেছি না,—সুরবালা অপসরার মুখে এই শোভার বর্ণন হইতেছে, মনে করুন, এটা যেন গান্ধর্ব্ব ভাষা।

পত্রিকা এই কথা বলিয়া একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, পরী বলিল, মধুপাবলি উড়িতেছে। বোধ হইতেছে যেন, সুমেরুর উপত্যকা ভূমির অলঙ্কার পুষ্পমালার উপর নীলমণি উড়িতেছে। স্থানের মাহাত্ম্যে নীলকান্ত মণির বুঝি পাখা উঠিয়াছে। গগন বিহারিণী পরী যাহা বলে, তাহাই সম্ভব।

শৈলেন্দ্র সুমেরুর আসন্নতল পরম রমণীয়। অচলবর রূপে ধূম্রবর্ণ, চন্দ্রকিরণে কটিশিলাখণ্ড শুভ্রবর্ণ, প্রতিফলিত সোমজ্যোতিতে স্বচ্ছ প্রস্তরমালা প্রতিবিম্বিত, নবীন হিমাংশু যেন রবি শোকে,—দিবা শোকে শতধা—সহস্রধা বিদীর্ণ, শিখর গাত্রে যেন শত শত নক্ষত্র, শত শত অয়স্কান্ত জ্বলিতেছে,—খদ্যোতেরা স্পর্দ্ধা করিয়া পার্ব্বতী তরুলতাকে আচ্ছন্ন করিতে আসিয়াছে, পারিতেছে না, চন্দ্রমা তাহাদের দর্প চূর্ণ করিতেছেন। বিষণ্ণ নিশাকর ক্ষুদ্রজীবির উপর এত ক্রুদ্ধ কেন?—কারণ আছে। গিরিনির্ঝরে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয় না, স্বচ্ছতোয়া নদীতে পদ্মিনীও ফুটে না। পঙ্কিল সরোবরেই কমল কুমুদ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পর্ব্বত প্রদেশে তেমন জলাশয় নিকটে নাই, নিশানাথ সেই জন্য বিষণ্ণ আননে প্রণয়িনীর আবাসস্থান অন্বেষণ করিতেছেন। এ সময় কুমুদিনী ছাড়া যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহারই উপর কোপ হইতেছে। সেই জন্যই গিরিহৃদয়ে,—নির্ঝর সলিলে তাঁহার পাণ্ডু কলেবর খণ্ড খণ্ড হইয়া দশদিকে কুমুদিনীর তত্ত্বে ব্যস্ত হইতেছে। তারানাথের অসংখ্য তারকা চক্ষু আকাশ হইতে ভ্রূকুটি করিতেছে। পুষ্পকুঞ্জ আহ্লাদে হাসিতেছে। পরী দেখিল, শৈলতলে, শৈল

শিখরে, নির্ঝর সলিলে, অপূর্ব্ব শোভা;—চিত্ত বিমোহিনী—মনোহারিণী শোভা।

স্থানে স্থানে পুরাতন সিদ্ধ ঋষি আর সংসারবিরাগী তপস্বীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম। অপসরা সুরমালা সেই আশ্রম-প্রান্তে-ক্ষেত্র কুঞ্জে নামিয়াছে,—কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না,—কুঞ্জলতিকা বেষ্টিত মনোরম উপত্যকা জনশূন্য,—প্রাণীশূন্য নয়,—পশুপক্ষী নিনাদিত মধুকুঞ্জ:—হিংস্র জন্তু আছে, শ্বাপদ সিংহ ব্যাঘ্র আছে, হিংসা নাই, মনুষ্যসঞ্চার নাই,—মৃগশিশু ব্যাঘ্রক্রোড়ে, শশশিশু সিংহীক্রোড়ে সুখে বিহার করিতেছে, অজগর সর্প ভেকপুত্রের শিরশ্চুম্বন করিতেছে, কিন্তু মানব সঞ্চার নাই।—স্বর্গচ্যুতা সুরমালা যেন সত্যযুগ দর্শন করিল,—পৃথিবীতে ম্লেচ্ছ যবনাধিকার আরম্ভ, কলি প্রাদুর্ভূত, পরী তাহা জানিল না!

পত্রিকা যখনকার গল্প বলিতেছেন, তখন যবনভূষণ আকবর শাহের প্রপৌত্র আরঙ্গজেব দিল্লীর বাদশাহ তক্তের সম্রাট, পরী সুরমালা যখন সুমেরুর আসন্ন ক্রোড়ে আসিয়াছে, তখন সেকেন্দর শাহ সিন্ধুনদকূলে দ্বিতীয় পরশুরামের (পোরসের) সহিত যুদ্ধ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, কালের সামঞ্জস্য নাই। গিজনীর মহম্মদ হিন্দুবংশ জয় করিয়াছেন, তথাচ পরী দেখিল, সত্যযুগ বিরাজমান। ডাকাইত আসুক, তস্কর আসুক, দস্যু আসুক, রাক্ষস আসুক,—ভারতভূমির তপোবনে অশান্তি আসিবে না। সুরমালা তাই দেখিল, সুমেরুর উপত্যকায় সত্যযুগ।

অপসরা সুরমালা সেই মেরুকুঞ্জের বহুদূর বিচরণ করিল, স্থানের রমণীয়তায় কখনো কখনো হর্ষোদয় হইতেছে, দেবলোকে প্রবেশের উপহার লইতে আসিয়াছি, পাইতেছি না, এই চিন্তায় কখনো

কখনো বিষণ্ণ হইতেছে। দূরে বনবাসী ঋষিদিগের আশ্রম দেখিতে পাইল, মানবসঞ্চার দেখিতে পাইল না। ক্রমশই বিষণ্ণ,—ক্রমশই—উদ্বেগযুক্ত।—রাত্রি চারিদণ্ড।

রাত্রি চারিদণ্ড।—নিশাপতি চন্দ্রমা পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ হাস্য আননে তারকা মণ্ডলীর সহিত প্রেমভাবে আলাপ করিতেছেন,—পৃথিবীর দুরন্ত সরোবর সলিলে কুমুদিনী,—দিবাবিরহিণী—কুল-লজ্জাবিরহিণী কুমুদিনী এতক্ষণ মৌনমুখী ছিল, এখন অভিসারিকার ন্যায় ঘোমটা খুলিয়া, মুখ তুলিয়া, বুক ফুলাইয়া জলের উপর ভাসিতেছে, নিশাকর এখন তাহারে দেখিয়া হাসিতেছেন। আকাশের সেই হাসির দীপ্তি ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত করিতেছে। ধরিত্রী জননী এ সময়ে জ্যোৎস্নাময়ী।

পুষ্পকুঞ্জের একটী পার্শ্বকেন্দ্রে একটী গোলাপ-শয্যাতলে একটী শিশু বসিয়া খেলা করিতেছে। পরী দেখিল, সেই বালক এক দৃষ্টে পুষ্পপ্রতি চাহিয়া আছে, হাসিতেছে, ভূমিতলে কোমল করপল্লব আঘাত করিতেছে, একটী ফুল ধরিবে ধরিবে বলিয়া হাত বাড়াইতেছে, ধরিতে পারিতেছে না। শিশুর বয়স ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুই বৎসর। পুষ্প দুষ্প্রাপ্য হইল, উঠিয়া দাঁড়াইল, তথাপি ধরিতে পারিল না। কন্টক বিদ্ধ হইল, ব্যথা লাগিল, কাঁদিল না। বালকেরা যখন আনন্দে—নিমগ্ন থাকে, যখন কোনো প্রিয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন সামান্য অসুখে, সামান্য বেদনায় ভ্রূক্ষেপ করে না। সকলেই জানেন, বালস্বভাবে এটী প্রসিদ্ধ। সুরমালা দেখিল, বালক আলোহিত দুগ্ধ-বর্ণ, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল কমল সদৃশ, গ্রীবা হ্রস্ব, বক্ষ স্থুল, মোলায়েম, হস্তপদ নিটোল, গোল, কোমল। কেশগুলি অযত্নে রুক্ষ, সন্ধ্যা সমীরণে ফরফর করিয়া উড়িতেছে,—ইহাও এক অপূর্ব্ব শোভা। সুরমালা

ভাবিল, ইহার কি মাতা নাই? সাদরে যত্ন করে, এমন কি কেহই নাই? এই নিশাকালে এই বিজন প্রদেশে এমন অমূল্য রত্ন ছাড়িয়া দিয়াছে, দেখিবারও কি লোক নাই?—আমি ইহারে তুলিয়া লইব। এই অমূল্য নিধি আমার স্বর্গ-নন্দনে প্রবেশের মহার্হ উপহার হইতে পারিবে। ক্ষণকাল যদি আর কেহ আসিয়া ইহারে ক্রোড়ে করিয়া না লয়, ক্ষণকাল যদি আর কেহ আসিয়া এই পূর্ণশশীটী লইয়া না যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি এটীকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইব। দেবরাজ পুরন্দর আর শচীদেবী অবশ্যই ইহা প্রাপ্ত হইলে আমারে নন্দনবনে প্রবেশ করিতে দিবেন। দেখি, শিশু আর কতক্ষণ একাকী থাকিয়া আরও বা কি করে। এইরূপ চিন্তা করিয়া অপ্সরা স্বরমালা একটী অশোকতরুর অন্তরালে দাঁড়াইল। কেহ দেখিতে না পায়, এই ভাবে লুকাইল।

আর দুই দণ্ড অতীত। সহসা উত্তরদিক হইতে গিরিকুঞ্জ ভেদ করিয়া একজন বিকটাকার, দীর্ঘকায় পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার শরীর ক্ষুদ্র তালতরু সদৃশ, বর্ণ কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ, হস্ত পদ পার্ব্বতীয় ভুজঙ্গের ন্যায়, মস্তকে এক গাছিও কেশ নাই, মস্তক শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্র। দন্ত বিশাল, কর্ণ ছোট, নাসিকা চ্যাপ্টা, বক্ষ আর উদর এক আয়তনে প্রশস্ত; আপাদ মস্তক দর্শন করিলেই ঘৃণার সহিত ভয়ের সঞ্চার হয়।

বালক যেস্থানে বসিয়াছিল, ঐ আগন্তুক ভীষণ মূর্ত্তি ঠিক তাহারই অনতিদূরে আসিয়া বসিল। সেই লোক আকারে যাদৃশ ভয়ঙ্কর, মুখ চক্ষের ভাবে তাদৃশ ভয়ানকত্ব ছিল না। বরং সে মুখ—সে চক্ষু নিরীক্ষণ করিলে দুঃখ হয়। আকৃতিতে যে ভাব প্রকাশ করে, সে ভাবের অন্তর হইয়া দাঁড়ায়।

সেই মূর্ত্তি নিকটে আসিয়া বসিয়াই এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কে আসিয়াছে, পদ সঞ্চার হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া বালক সেই দিকে মুখ ফিরাইল। উভয়ের চারি চক্ষু একত্র মিলিত হইয়া নির্নিমেষ হইল। বালক স্থিরনেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে, যে মুখে এতক্ষণ মধুর হাস্য ক্রীড়া করিতেছিল, সে মুখে এখন হাসি নাই,—হাসি নাই, কিন্তু কোনো শঙ্কার চিহ্নও নাই। স্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত, নিশ্চল। অসুরোপম তস্কর মনে মনে ভাবিল, এ কি আশ্চর্য্য! এই দুগ্ধপোষ্য শিশু আমাকে দেখিয়া ভয় পাইল না! জনস্থানের সর্ব্ব প্রাণী আমার নামে, আমার দর্শনে আতঙ্কে আকুল হয়, এই কোমল হৃদয় শিশু একটীবার কম্পিতও হইল না, চক্ষে এক বিন্দু জলও আসিল না,—বিস্ফারিত চক্ষু একটীবার মুদ্রিতও করিল না! কি আশ্চর্য্য! যেন কোনো সুখদৃশ্য বস্তু দর্শন করিয়া আমোদিত হইতেছে! এমন নির্ম্মল-চিত্ত বালক আমি কুত্রাপি দেখি নাই।

দৈত্য ও বালকের অচঞ্চল নেত্রমিলন সন্দর্শন করিয়া বৃক্ষান্তরাললুক্কায়িতা পরী মনে করিল, আহা! এ কি অপূর্ব্ব ভাব! এই অসুরের কঠোর চক্ষু অগ্নিপ্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, আর এই শিশুর সুকোমল নেত্রপুট যেন নিষ্কম্প সলিলে পদ্মের ন্যায় হাস্য করিতেছে! আহা! এই শিশুটী কি জ্যোতির্ম্ময়!—নির্ভীক, দেবোপম, শান্তিগুণ সম্পন্ন! ইহার প্রতি নিশ্চয়ই দেবতাদের অনুগ্রহ আছে সন্দেহ নাই। এই দুরন্ত দস্যুর বিকট চক্ষু যেন দুটী নির্ব্বাণোন্মুখ দেউটীর ন্যায়;—সমস্ত রাত্রি জ্বলিয়াছে ইহ জগতের যাবতীয় দুষ্ক্রিয়া সমাধা হইতে দেখিয়াছে, সাক্ষী হইয়াছে, আর এই হিন্দোলালালিত পবিত্র হৃদয় বালকের চক্ষু যেন নবোদিত

অরুণের তুল্য নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল! এই উভয়ের সঞ্চারে,—সংক্রমণে আজ আমি কি শোভাই দর্শন করিলাম।

বালক সেই ভীষণ মূর্ত্তির প্রতি স্থির নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। অসুরের নেত্রপুটও সমভাবে স্থির। সে পুনরায় ভাবিল, অহো! জগৎ কি লোভের সামগ্রী! আমি আজন্ম অধর্ম্মপথে ভ্রমণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হই নাই, আজ প্রাতঃকালেও আমার মন অসৎ-পথের প্রতি ঘন ঘন আবর্ত্তন করিয়াছে! আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এখন আর সে ভাব নাই। এই পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া,—ভূতলে জানু পাতিয়া বসিল;—নয়নযুগল ঊর্দ্ধদিকে তুলিল, দুটী পাণিতল একত্র করিয়া ভগবানের উদ্দেশে অনুতাপ করিতে লাগিল। এক একবার সমীপস্থ শিশুর বদনমণ্ডলে কটাক্ষপাত করে, তাহার হৃদয় হাসিতেছে, চক্ষু হাসিতেছে, ওষ্ঠ হাসিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ হাসিতেছে, দেখে, আর অহি-গর্জ্জনের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, আবার ঊর্দ্ধমুখ হয়।

পাপাত্মার অনুতাপ দুর্ল্লভ বাক্য। তাহা শ্রবণ করিলে ভয় হয়, করুণার উদয় হয়, শেষে আনন্দও জন্মে। গিরিকুঞ্জোপবিষ্ট পাষণ্ডের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল। সে কাতরস্বরে কহিল, ভগবন্! আমি ঘোর নারকী,—ঘোর পাষণ্ড,—পামর, আত্মবঞ্চক, তস্কর, দুরাশয় ও নশংস চণ্ডাল। আমি তোমার পবিত্র নাম মুখে আনিতেও অধিকারী নই। হে শুভঙ্কর! তুমি আমারে শুভ কর্ম্মে মতি দাও; হে ক্ষমঙ্কর! তুমি আমারে ক্ষমা কর! দীনদয়াল! আমি মহাপাপী, আমারে দয়া কর!—দয়াময়! আমি দয়ার পাত্র নই, তবুও দয়া ভিক্ষা করিতেছি, তোমার বিশ্বময়ী করুণায় কি আমি বঞ্চিত হইব? হে করুণা-নিধান! এ অকিঞ্চন মূঢ়ের প্রতি করুণা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি তোমার করুণাময় নামের ছায়ায় দাঁড়াইয়া একবার ক্রন্দন করি!

ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া সেই ভীমমূর্ত্তি আবার কহিল, পরমেশ্বর! আমি মহাপাতকী, আমার কি নিস্তার হইবে না? হে বিশ্বপরিত্রাতা! আমার কি পরিত্রাণ হইবে না? আমি বিশ্ববঞ্চক নরাধম।—কত পতিপরায়ণা কুলললনার সতীত্বকুঞ্জের সৌরভিত পুষ্পদাম ছিঁড়িয়াছি, কত ধর্ম্মশীল গৃহস্থের শোণিতার্জ্জিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছি, ধনলোভে মত্ত হইয়া দুগ্ধবতী জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া জীবনসর্ব্বস্ব দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন ধন অপহরণ করিয়াছি, কতশত পরিশ্রান্ত পান্থের অমূল্য প্রাণরত্নের সহিত ধনরত্ন হরণ করিয়াছি, আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। হে সর্ব্বসাক্ষিন্! তুমি সকলই দেখিয়াছ, সকলই জান, জগতে এমন পাপ কিছুই নাই, যাহা আমি করি নাই। এখন তোমাতে দেহ মন সমর্পণ করিলাম, আর আমি কখনো তোমারে ভুলিয়া কুপথে চলিব না। হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! আমারে ক্ষমা কর!

পাপী অনুতাপী এইরূপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়া পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার বিকট চক্ষু দিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। মাটীতে পড়িতেছিল, লুক্কায়িতা অপ্‌সরা সহসা প্রকাশ হইয়া অঞ্জলি পাতিয়া ধরিল।—উহা লইয়াই উভয় পক্ষে ভর দিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া গেল। নন্দন-রক্ষক প্রহরী গন্ধর্ব্ব দেখিলেন, সুরমালা একজন পুরাতন পাপীর অনুতাপাস্ত্র অশ্রু আনিয়াছে; সুতরাং বহুমান করিয়া তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। সুরমালা সুররঞ্জন নন্দনকাননে প্রবেশ করিল। দুঃখের দিন গত হইয়া শুভ দিন আসিল।

পূর্ণশশী অনন্য মনে এই গল্প শুনিতেছিলেন, সমাপ্ত হইবামাত্র

কর্ম্ম ভরে পত্রিকাকে আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন, পত্রিকা হাসামুখে নিবারণ করিতে করিতে সরিয়া বসিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

সে কি তুমি না দেবপুত্র ?

" উন্মত্তের স্খলিত কবরী
নিশ্বসন্তী বিশালং । "

দীর্ঘ উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া পত্রিকা উঠিয়া দাঁড়াইলেন । পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিবার অবসর হয় নাই, গল্পটী সমাপ্ত করিতে পত্রিকার উপর্য্যুপরি এক দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল । বিদ্যাধরী নন্দন কাননে প্রবেশ করিয়া সুখী হইল, পত্রিকা যখন এই কথা বলেন, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিযাম অতীত । নিত্যকামী অধৈর্য্য হইয়া গল্প শুনিতেছিলেন, ভাল লাগিতেছিল না, সমাপ্ত হইলে পর যেন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, প্রথম কথাগুলি বরং ভাল ছিল, শেষের কথা কিছুই নয় । পত্রিকার মুখে এমন গল্প বাহির হইবে, মনে করি নাই । এই কথা বলিয়া পত্রিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পত্রিকে ! তুমি বলিলে বলিয়াই আমি এতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিলাম, আর কেহ বলিলে আমি উঠিয়া যাইতাম । কারণ আমি তোমাকে বড়ই ভাল বাসি । পত্রিকা কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কে উঠিয়া যাইতে বারণ করিয়াছিল ?—এই একটী মাত্র কথা কহিয়া পত্রিকা পূর্ণশশীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক দ্রুতপদে শয়নকক্ষে চলি-

লেন। ব্রহ্মচারীর ভয় হইল, তিনি সভয়ে পশ্চাদ্গমন করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, সুন্দরি! রাগ করিয়া গেলে?—পত্রিকা কথা কহিলেন না, ফিরিয়াও চাহিলেন না,—মৌনভরেই নিজকক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছিল, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া সকলেই স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিলেন। স্বচ্ছন্দ সুষুপ্তি হইল না, উষা-কালেই সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কেবল পূর্ণশশী কিঞ্চিৎ বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইলেন। নিত্যকামীর আদৌ নিদ্রা হইল না, পত্রিকা ক্রোধ করিয়া গেল, বিবাহে বিঘ্ন হইবে, এই উদ্বেগে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন, একবার উঠিলেন, একবার বসিলেন, একবার পটাবাসের গবাক্ষের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, আকাশের দিকে চাহিলেন, ভ্রান্ত মনে কখনো বা নক্ষত্র গণনা করিলেন, পত্রিকা ঘুমাইল কিনা, একবার গিয়া দেখিয়া আসি, এই ভাবিয়া দেখিতে গেলেন, দ্বার অবরুদ্ধ, আশা বিফল হইল, ফিরিয়া আসিলেন, আবার আসিয়া গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইলেন,—দেখিলেন, শুখতারা উঠিল, প্রভাত-সমীরণ বহিল, নিত্যকামীর দীর্ঘ নিশ্বাস পবনহিল্লোলের প্রতি-ধ্বনি করিল, তৃণ-প্রাঙ্গণে উষার শিশির পড়িল, নিত্যকামীর অশ্রু যেন তাহারি অনুকৃতি দেখাইল। উষা আসিল,—চলিয়া গেল, অরুণোদয় হইল,—তিনি বিষণ্ন মনে গৃহ হইতে বাহির হইলেন,—প্রবেশ-তোরণের পার্শ্বে একখানি আসনে ম্লানমুখে বসিয়া রহিলেন, কি উপায়ে প্রণয়িনীর মান ভঞ্জন করিব, সেই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তায় এককালে নিমগ্ন।

ওদিকে পত্রিকা ভাবিলেন, ব্রাহ্মণকে কল্য তিরস্কার করিয়াছি, তিনি কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, দেখিতে হইল। ব্রাহ্মণ

ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, উত্তম রহস্য উপস্থিত হইয়াছে। চিন্তা করিয়া আপনা আপনি একটু হাসিলেন।—ব্রহ্মচারী কি করিতেছেন, দেখিবার জন্য চলিলেন। নিত্যকামী যে গৃহে শয়ন করেন, প্রথমে সেই গৃহের দ্বারে উঁকি মারিলেন, ব্রাহ্মণ গৃহে নাই,—দেখিতে পাইলেন না, ইতস্তত অন্বেষণ করিলেন, দেখা হইল না, বহির্দ্বারে গমনের উপক্রমে দেখিলেন, দরজার পার্শ্বে শিলা-পুরুষের ন্যায় ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট। পাণিতলে কপোলদেশ বিন্যস্ত, দীর্ঘশ্মশ্রু বক্রভাবে বক্ষ বাহু অতিক্রম করিয়া নাভি আলিঙ্গন করিয়াছে। পত্রিকা ধীরে ধীরে সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, নিত্যকামী এত অন্য মনস্ক যে, কিছুই জানিতে পারিলেন না। পত্রিকা পশ্চাতের আস্তরণের উপর নিঃশব্দে গিয়া দাঁড়াইলেন,—ধ্যান-নিমগ্ন মূর্ত্তির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন, তথাপি ব্রহ্মচারী জানিতে পারিলেন না।

পত্রিকা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সহসা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করতালি দিলেন। নিত্যকামী চমকাইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে পত্রিকা।—আহ্লাদে বুক ফুলিয়া উঠিল,—আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, এসো আমার মনোমোহিনী এসো!

পত্রিকা সসম্ভ্রমে কহিলেন, বসুন, আপনি দাঁড়াইলেন কেন?

নিত্য।—হাঁ, বসিতেছি, তুমি অগ্রে বসো।

পত্রি।—আপনি বসুন, আমি বসিব না।

নিত্যকামী কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, কেন?—বসিবে না কেন? তোমার কি হইয়াছে?—রাগ করিয়াছ? কেন ক্রুদ্ধ হইলে?

পত্রি।—কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব?

নিত্য।—কেন? আমি তোমার অনুগত। আমার উপর।

পাত্রি।—সে কেবল মুখে।

নিত্য।—ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শশধর বদনে! (শ্রীবিষ্ণু!) শশিমুখি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর!

পাত্রিকার ভুবনমোহন মুখে একটু হাসি আসিল। সে হাসি নিত্যকামীকে দেখাইলেন না, মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন, ব্রহ্মচারী দেখিলেন না।—ভুবনমোহিনী সেই বক্র দৃষ্টিতে,—সেই গম্ভীর ভাবে, সেই সুমধুর স্বরে কহিলেন, দ্বিজবর! ঐ গুণেই ত আমি তোমার নিকটে বিনামূলে বিক্রীত হইয়াছি। তুমি পুরুষরত্ন।

এত দিনের পর পাত্রিকা আজ নিত্যকামীকে "তুমি" বলিলেন। নিত্যকামীর আনন্দের সীমা রহিল না, হাসামুখে আবার কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমারে এত ভাল বাস, জানিতাম না।

পাত্রিকা তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, না জানিয়াই এই, জানিলে কি আর আমি এতদিন কাশ্মীরের রাজপুত্রের তাঁবু নিষ্কণ্টক রাখিতে পারিতাম?

"কেন পারিতে না? আমি তোমার সঙ্গে আছি, আমি তোমার সহায় আছি, আমি রাখিব।" নিত্যকামী এই কথা বলিয়া দীর্ঘ শ্মশ্রু সঞ্চালন পূর্ব্বক খল্ খল্ করিয়া হাসিলেন।

পাত্রিকা বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। ঔষধ তলায় না, কিছু খেতে চায় না, এখন অনেক সুস্থ। মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, ঋষিবর! আমি চলিলাম,—বেলা হইতেছে, কে কোথা দিয়া আসিবে,—দেখিবে, আমি জাতিকুল হারাইব। কাজ নাই, আপনি বসুন, আমি চলিলাম।

বেলা তখন ছয় দণ্ড অতীত। নিত্যকামী কহিলেন, সুন্দরি! একটু থাক, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

পত্রি।—কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না, পূর্ণশশী কি মনে করিবেন।

"কিছু মনে করিবেন না, তিনি আমারে ঠাকুরদাদা বলেন, তুমি তাঁর সহচরী, আমার গৃহিণী, আমার কাছে আছ শুনিলে কিছুই মনে করিবেন না, কিছুই বলিবেন না। তুমি একটু থাকো, একটী মাত্র কথা আমি বলিব।"

ব্রহ্মচারীর এই কাকুতি শুনিয়া, প্রণয় সম্ভাষণ বুঝিয়া, পত্রিকা বলিলেন, একটী কথা?

নিত্যকামী কহিলেন, হাঁ, কেবল একটী মাত্র কথা।

পত্রিকা ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, সূর্য্য উদয় হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, এখনো আকাশে লুকাইয়া আছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, গঙ্গাযমুনা প্রবাহিত হইতেছে, সকলে সাক্ষী,—চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী,—অগ্নি সাক্ষী, নদনদী সাক্ষী, তুমি সত্য করিয়া বল, কবে তুমি আমারে বিবাহ করিবে?

মনে মনে হাসিয়া পত্রিকা মধুর বচনে কহিলেন, এই তোমার একটী কথা? সে জন্য ভাবিতে হইবে না। বিবাহ হইবে। যে দিনে পূর্ণশশীর বিবাহ হইবে, সেই দিনেই আমার বিবাহ।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া পত্রিকা ব্রহ্মচারীর দিকে পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়া ঘন ঘন পদক্ষেপে অন্দরাভিমুখে চলিলেন। নিত্যকামী আর থাকিতে পারিলেন না,—উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন। ডাকিলেন,—দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না,—সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন।—সুন্দরি! যেওনা,—দাঁড়াও,—আর একটী কথা। পুনঃ পুনঃ এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন, উত্তর পাইলেন না। পত্রিকা নয়নের অদৃশ্য হইয়া গেলেন,—যে মহলে তাঁহারা

থাকেন, পুরুষের সে মহলে প্রবেশের অধিকার নাই,—নিত্যকামী সেটী ভুলিয়া গেলেন—বিহ্বল হইয়া—"সুন্দরি !—সুন্দরি—যেও না,—আর একটী কথা——" বলিতে বলিতে অনেক দূর অনধিকার প্রবেশ করিলেন,—অনেক দূর সঙ্গে গেলেন, পথে কঞ্চুকী নিষেধ করিল, চৈতন্য হইল,—ফিরিয়া আসিলেন।—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে আবার কহিলেন,—মনে মনে নহে,—আত্মগত অনুচ্চকণ্ঠে আপনি কহিলেন, পূর্ণশশীর বিবাহ যে দিনে হইবে, আমার সহিত পত্রিকার বিবাহও সেই দিনে হইবে। তবে আর কি ?—এই ভাবিয়া গৃহোপকণ্ঠে ফিরিয়া আসিলেন, পত্রিকা চলিয়া গেলেন।

আহারাদির আড়ম্বরে আর নানাবিধ কথোপকথনে দিবা অতিবাহিত হইল, সন্ধ্যা উপস্থিত।

সন্ধ্যার পর পত্রিকাকে একান্তে পাইয়া পূর্ণশশী বিষণ্ণ বদনে মৃদুস্বরে কহিলেন, নিকটে এসো,—বলো, গত রজনীতে যখন তুমি বিদ্যাধরীর চমৎকার গল্প সমাপ্ত করিলে, তখন আমি তোমারে আহ্লাদে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলাম, তুমি নিবারণ করিলে, হাসিয়া মুখ ফিরাইলে, সরিয়া গেলে, সে ভাব তোমার কেন হইয়াছিল ?—হাতে ধরি, সত্য করিয়া বল, কেন সেরূপ করিয়াছিলে ?—দুই,—তিন বার এই প্রশ্ন করিলেন, পত্রিকা কিছু উত্তর দিলেন না। পূর্ণশশী উন্মাদিনী বিরহিণীর ন্যায় ব্যাকুলিনী হইলেন, অবিবাহিতা কুমারী বিরহযন্ত্রণা জানেন না,—মনোবেদনায় বারম্বার এক কথা বলিলেন, তৃপ্তিকর উত্তর পাইলেন না। অনেকক্ষণ পরে পত্রিকা কহিলেন, আমি কামচারী বিহঙ্গিনী,—গন্ধর্ব্ব-কন্যা,—যে রূপ ইচ্ছা, তাহাই ধারণ করি।

পূর্ণশশী কহিলেন, তাহাতে কি বুঝিব? পত্রিকা হাসিয়া উত্তর করিলেন, তাহাতে এই বুঝিবে যে, আমি গন্ধর্ব্বকুমারী।

চারুশীলা শশী ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়া কিঞ্চিৎক্ষণ মৌন থাকিলেন,—একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ভগিনি! এখন কি পরিহাসের সময়?

পত্রি।—পরিহাস কিসে বুঝিলে?

পূর্ণ।—কিসে না বুঝিব?—তোমার গল্প শুনিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছিল, আমি তোমারে আলিঙ্গন করিতে উঠিয়াছিলাম,—তুমি বারণ করিলে কেন?—সরিয়া গেলে কেন?—এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহার উত্তর করিতেছ না; পাশ কথা পাড়িতেছ।

পত্রি।—একে বুঝি পরিহাস বলে?

পূর্ণ।—নয় কেন?—এক কথার আর জবাব দিলেই লোকে পরিহাস বলে।

পত্রিকা পুনরায় হাস্যমুখে কহিলেন, আহা! সরলা ত সরলা! মনে এক বিন্দু মলা নাই। আকাশের পূর্ণচন্দ্রে মৃগাঙ্ক দোষ আছে, এ পূর্ণশশীতে তিলাঙ্কও নাই। দেখ, তখন আমি তোমারে যে বারণ করিয়াছিলাম, সেটী ভাল। তুমি পূর্ণবয়স্কা, তাতে অবিবাহিতা, তাতে আবার আমাদের রাজকুমারের কাছে বাগ্‌দত্তা;—দেখ, যে কুমারীর বিবাহ হয় নাই, সে কাহাকেও আলিঙ্গন করিতে পারে না। অনূঢ়া কুমারী যদি কাহারেও আলিঙ্গন করে,—সে পুরুষই হোক্, কি নারীই হোক,—কুমারী যদি কাহারেও আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে বড় দোষ। সে দিন রাজপুত্রও আমারে ঐ কথা বলিয়া দিয়াছেন।

পূর্ণ শশী ঈষৎ হাসিয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বলিয়া দিয়াছেন ?

পত্রি।—এই বলিয়া দিয়াছেন যে, একটী পরম রূপবতী তপস্বী-কন্যার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। তিনি আসিতেছেন, তুমি তাঁহার নিকট যাও, এক সঙ্গে থাকো, দেখো যেন, কোন নর কি নারী তাঁহাকে আলিঙ্গন না করে, আর তিনিও যেন কোনো পুরুষ কি প্রকৃতিকে আলিঙ্গন না করেন।—সাবধান থাকিও, আর তুমি যখন—

পূর্ণ শশী বাধা দিয়া কৃত্রিম কোপের সহিত কহিলেন, যাও, আমি তোমার কথা শুনিব না। দেখ, আমি——

পত্রিকা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আর আমি যদি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে দিই, তাহা হইলে আমার কথা শুনিবে ?

পূর্ণ।—আমি এখান হইতে চলিলাম, তুমি—

উচ্চ হাস্যে কথা সমাপ্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়া পত্রিকা সম্মুখ দিকে একটু সরিয়া বসিলেন। চন্দ্রদর্শনকৌতুকী চটুলা বালিকার ন্যায় ঊর্দ্ধ নয়নে পূর্ণ-শশীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আর যাইতে হইবে না; তুমি আমারে আলিঙ্গন করিও,—রাজপুত্র আসুন, তোমার বিবাহ হোক,—বিবাহের পর তুমি আমারে আলিঙ্গন করিও।

এইবারে পূর্ণশশী যথার্থ বিরক্ত হইলেন। শারদীয় নৈশাকাশের চঞ্চলার ন্যায় দ্রুতগতি দাঁড়াইয়া পত্রিকার দিকে কটাক্ষ করিলেন, বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ হন নাই।—কটাক্ষপাত করিয়া পত্রিকাকে কহিলেন, দেখ, পত্রিকে!—আজ আমি বহুদিনের পর তোমারে নাম ধরিয়া প্রথম ডাকিলাম, কিছু মনে করিও না, আমার মনে কিঞ্চিৎ অসুখ হইয়াছে, আমি চলিলাম, তুমিও গিয়া শয়ন কর। রাত্রি অধিক হইয়াছে, তোমারে কিছু অকথ্য বলিয়াছি, কিছু

মনে করিও না। আমি উঠিলাম,—আমি চলিলাম, ক্ষমা করিও। তুমি গিয়া শয়ন কর।—আর তুমি ইহাও জেনো, ইহাও মনে রেখো, আমি রাজরাণী হইব না,—রাজপল্লকে বিবাহ করিব না। এই আমি বেণী খুলিলাম, বসনভূষণ আমার কিছুই নাই,—মুনির পালিতা অভাগিনী কন্যা। আমি বনের মানুষ বনে চলিলাম।

পত্রিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—কহিলেন, বনের মানুষ! একটু বসো, আমি আসিতেছি।—বলিয়াই পশ্চাদিকে চাহিতে চাহিতে ত্রস্তগতি কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

পূর্ণ-শশী একাকিনী মনে মনে কতখানা ভাবিতে লাগিলেন, এক এক বার বাষ্পপূর্ণ পদ্মচক্ষুদুটী পদ্মপাণিতলে মার্জ্জন করিলেন, একবার বিশ্ববিনোদ বদনে একটু হাসি আসিল, অমনি আপনা আপনি অপ্রস্তুত হইয়া মাথা হেঁট করিলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইল, আবার আত্মাবমানিনীর প্রস্ফুটিত চক্ষে বারিবিন্দু গড়াইল। উঠিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, কিন্তু কোথাও গেলেন না। দশ হস্ত পরিসর স্থানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালের কৌমুদীবতী আকাশের ন্যায় তাঁহার বদনে যেন কখনো মেঘ, কখনো চন্দ্র ক্রীড়া করিতে লাগিল। গতিতে ক্ষণে ক্ষণে চপলা চমকিল। তিনি আপনা আপনি কহিলেন, বনের মানুষ বনে চলিয়া যাইব বলিয়াছি, কিন্তু কোথায় যাইব?—আমার সেই ব্রহ্মচারী পিতা কি আর সে বনে আছেন? তিনি হয় ত আমারে বিদায় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। কোন্ নিরুদ্দিষ্ট তীর্থে চলিয়া গিয়াছেন, কিরূপে সন্ধান পাইব? হয় ত কোনো ভূতপ্রেতবেষ্টিত শ্মশানে গিয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন, আমি অবলা, কিরূপে সেই ভয়ঙ্কর প্রেতভূমিতে একাকিনী যাইব? আহা!

পিতা আমারে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, আমারে বিদায় দিয়া হয় ত তিনি আমারি শোকে যোগবলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন ! আর কি এ জনমে আমি তাঁহার দেখা পাইব ? আহা ! তবে কি আমার সেই ব্রহ্মচারী পিতা নাই ! তিনি কোথায় গেলেন ?— তাঁহার সেই প্রশস্ত ললাট, সেই সুদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু, সেই সুমধুর গম্ভীর হাস্য, সেই স্নেহমাখা কথাগুলি এখনো আমার মনে জাগিতেছে ! আর কি আমি তাঁহারে এ জন্মে দেখিতে পাইব না ?— বলিতে বলিতে আবার নেত্রপুত্তলি ভেদ করিয়া দর দর ধারে বারিধারা কপোল দেশ প্লাবিত করিল।—অঞ্চলে মার্জ্জন করিয়া চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিলেন। নিষাদ-তাড়িতা কুরঙ্গিণী যেমন সভয়ে ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া চাহে, তেমনি করিয়া চাহিলেন। সাশ্রুনয়নে উপর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তাত ! তুমি কি নাই ?—কেন নাই ?—কোথায় গিয়াছ ?—তোমার পূর্ণ-শশী,—আদরিণী পূর্ণশশী,—অভাগিনী পূর্ণ-শশী আর কি তোমার পাদপদ্ম দেখিতে পাইবে না ?—আর কি তোমারে পিতা বলিয়া ডাকিতে পাইবে না ?—আর কি তোমার পূজা করিবার আয়োজন করিয়া দিতে হইবে না ?—আর কি তোমার মুখে যোগধর্ম্মের শাস্ত্রীয় কথা শুনিতে পাইব না ?—আর কি আমি হাসিতে হাসিতে তোমার নিকটে বসিয়া হরিণশিশুর খেলা দেখিব না ? আর কি তোমার দুঃখিনী পূর্ণ-শশীর মুখ ম্লান দেখিয়া আহার করিতে বলিবে না ? মুখ শুকাইয়াছে, পিপাসা হইয়াছে, বলিয়া আর কি তোমার পূর্ণ-শশীর গায়ে পদ্মহস্ত বুলাইবে না ? পিত ! তোমার পূর্ণ-শশীর পিপাসা হইয়াছে, কে শীতল করিবে ?—যতই বলেন, ততই নয়নযুগল জলে ভাসিতে থাকে, ততই চন্দ্রকপোল জলপ্লাবিত হয়।

উপবেশন করিলেন।—আর দাঁড়াইতে না পারিয়া আকুল হৃদয়ে নিরাসনে উপবেশন করিলেন। উন্মাদিনীর ন্যায় এক কথা বারম্বার বলিতে বলিতে আবার উঠিলেন। মৌনভাবে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া পরিস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, পিত ! আমি কোথায় আসিয়াছি ? আমারে কোথায় পাঠাইয়াছ ?—কেন পাঠাইয়াছ ?—আমি তোমার নিকট যাইব।—আমার বিবাহে কাজ নাই।—বিবাহ ?—আমি বিবাহ করিব না।—বিবাহ ?—উদাসিনীর আবার বিবাহ কি ?—আমি তপস্বীকন্যা ;—তপস্বীকন্যার বিবাহে কাজ কি ? আমি বিবাহ করিব না ;—তোমার আশ্রমে চলিয়া যাইব। কিন্তু কে লইয়া যাইবে ?—কাহার সঙ্গে যাইব ?—বৃদ্ধ নিত্যকালী পাগল, —পত্রিকাকে দেখিয়া অবধি আরো পাগল হইয়াছে, তাহাকে এখান হইতে লইয়া যাওয়া আমার কর্ম্ম নয়।—আর পত্রিকা ?—পত্রিকা গেল কোথায় ?—আমি বনের মানুষ বনে চলিয়া যাই, এই কথা বলিয়াছি বলিয়া কি পত্রিকা রাগ করিয়াছে ?—রাগ করিয়াই কি চলিয়া গিয়াছে ?—আর আসিবে না ?—আমি—

কথা পার্শ্বস্থ একজন গুপ্ত শ্রোতার কর্ণে গেল। কে সেই শ্রোতা ? —কে জানে ?—খড় খড় করিয়া পটাবাসের একখানি দীর্ঘ যবনিকা সরিয়া গেল। এক অপূর্ব্ব অদৃষ্ট মূর্ত্তি গৃহপ্রবেশ করিলেন। —পূর্ণ-শশী তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে, লজ্জায় ও বিস্ময়ে মস্তকে বস্ত্রাবরণ টানিলেন,—জড়সড় হইয়া পটগৃহের একটী কোণে গিয়া বসিলেন,—নিঃশব্দে বসিলেন।

অপূর্ব্ব অদৃষ্ট মূর্ত্তি গৃহপ্রবেশ করিলেন। কাঞ্চনোজ্জ্বল গৌর বর্ণ, হাস্যপূর্ণ গম্ভীর বদন, পীবর বাহু যুগল, দীর্ঘ, কুঞ্চিত, গাঢ়কৃষ্ণ কেশস্তবক, বিশাল বক্ষ, রুচির দশনপংক্তি, করিদ্বয় বপুস্ত্রাণ

আজানু চুম্বিত. কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, মস্তকে ভাস্বর উষ্ণীষ, ললাটে হীরক জড়িত মণিটীকা আবদ্ধ. কটিদেশে স্বর্ণকোষ-যুক্ত বিরাট অসি সংলগ্ন, দক্ষিণ হস্তে অশ্বকশা।—নৈদাঘ মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় তেজোময়, বয়স অল্প। অবয়বের গঠনে তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা নাই। আজ যদি এ ক্ষেত্রে আমি অপ্রত্রক বাঙ্গালা ভাষার মহামহিম কবি হইতাম, তাহা হইলে দম্ভ করিয়া বলিতাম, সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষ পুরন্দর,—সাক্ষাৎ অনঙ্গ কন্দর্প,—সাক্ষাৎ ষড়ানন কার্ত্তিক!—এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সরলা পূর্ণশশীর ভয়, লজ্জা ও বিস্ময়ের উদয় হইয়াছে।

সেই তেজোময়ী মূর্ত্তি গম্ভীর স্বরে,—গম্ভীর অথচ সুমধুর স্বরে পূর্ণশশীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বনের মানুষ! আমারে চিনিতে পার?—আমি তোমারে তোমার ব্রহ্মচারী পিতার আশ্রমে রাখিয়া আসিব।”

বর্ষা-পৌর্ণমাসীর অর্দ্ধ রজনীতে ঘোর জলদজালাচ্ছন্ন আকাশে বৃষ্টি ধরিয়া গেলে পূর্ণশশী যেমন একবার ধূসর মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া একটু একটু উঁকি মারেন, শিবিরপার্শ্বোপবিষ্টা পূর্ণশশীও সেইরূপ ঈষৎ বস্ত্রাবগুণ্ঠন মোচন করিয়া একবার কটাক্ষ করিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না;—অধিক ভয়ে, অধিক লজ্জায় পুনরায় মস্তক নত করিলেন। আগন্তুক মূর্ত্তি “তিষ্ঠ” বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পাছে আবার ফিরিয়া আইসে, এই আশঙ্কায়,—এই সংশয়ে এক দণ্ড কাল পূর্ণশশী সেখান হইতে সরিলেন না। যে ভাবে যেমন বসিয়া ছিলেন, সেই ভাবে তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন শঙ্কা গেল, তখন অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন।

পূর্ণচন্দ্র মেঘমুক্ত হইল। কিন্তু তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো উন্মাদিনী। কে আসিল, কে ছলিয়া গেল, কে আমাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চাহিল, বনের মানুষ বলিয়া বিদ্রুপ করিল, পরপুরুষ, কখনো চিনি না, "চিনিতে পার" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি ?—তিনি কি কোনো দেবতা হইবেন ? মায়া করিয়া কি ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন ?—আমি নিরপরাধিনী দুঃখিনী অবলা, আমারে ছলনা করিয়া তাঁহার কি লাভ হইল ? আমি ত কখনো কাহারও কাছে কোনো অপরাধ করি নাই, তবে এমন কেন হইল ? কি যে ঘটিল, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। নিকটে পত্রিকাও নাই যে, জিজ্ঞাসা করি। হায় হায়! আমার এ কি দশা হইল! কেন আমি এখানে আসিয়াছিলাম! পিত! আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছিলাম ?—কেন তুমি এ বনবাসিনীকে আশ্রমবাসিনী করিতে পাঠাইয়াছ ?—চিরবনবাসিনীর পক্ষে কি সংসারবাসিনী হওয়া সাজে ? আর নয়!—আমি কখনই গৃহবাসিনী হইব না। এই আমি আশ্রমে চলিলাম,—চলি,—চলি,—এই চলিলাম!—বলিতে বলিতে আরও ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। কি বলেন,—কি করেন, কিছুই স্থির রাখিতে পারেন না। কথায় কথায় ভুল হইতে লাগিল। এই আমি সন্ন্যাসিনী সাজিলাম, এই—এই—আমি মাথার বেণী খুলিলাম, এই বসন ত্যাগ করিলাম, এই আমার উপযুক্ত সজ্জা হইল।

পাগলিনী যথার্থই এলোকেশী সাজিলেন। অঙ্গবসন আলু থালু হইয়া পড়িল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, দ্রুতপদে শিবির হইতে বহির্গত হইবার জন্য ছুটিলেন। দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছেন, এমন সময় সহসা তড়িৎগতি পত্রিকা আসিয়া হস্ত ধারণ করিলেন।

" না,—ধরিও না,—কে তুমি?—বাধা দিও না, ছাড়িয়া দাও, পিতার নিকটে যাই! পিতা—আমার পিতা—ঐ আমার পিতা আমারে ডাকিতেছেন,—ছাড়িয়া দাও,—ছাড়িয়া দাও,—ধরিও না,—পিতার নিকটে যাই। আমি——"

পত্রিকা পূর্ণ-শশীর এই অবস্থা দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, শশি! এমন করিতেছ কেন?—কি হই-য়াছে তোমার?—যাহা বলিলে, তাহাই করিলে? সত্য সত্যই বনের মানুষ সাজিয়াছ?—ছিঃ! এমন করিতে নাই। তোমার কি মনে হইতেছে না যে, খানিকক্ষণ পূর্ব্বে তোমারে বলিয়াছিলাম, আমি গন্ধর্ব্বকুমারী,কামরূপী, যখন যে রূপ ইচ্ছা, তখনই সেই রূপ ধরিতে পারি। আমাদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, ভয় কি তোমার? এই-রূপ নানা বাক্যে প্রবোধ দিয়া পূর্ণ-শশীকে কতক প্রকৃতিস্থ করিলেন। পূর্ণ-শশী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পত্রিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পত্রিকে! সত্য বল, এই মাত্র আমি যে মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, সে কি তুমি না কোনো দেবপত্নী?

পত্রিকা এ প্রশ্নে কোনো উত্তর দিলেন না। পরে জানিবে, কেবল এই মাত্র বলিয়া পূর্ণ-শশীকে ধরিয়া লইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করি-লেন। পূর্ণ-শশী আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর ন্যায় যতক্ষণ গেলেন, ততক্ষণ বলিতে বলিতে গেলেন, এইমাত্র আমি যে মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, সে কি তুমি না দেবপত্নী?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণারণ্য।

" অতি সরল বাঁশের বাঁশী আমার।
বাঁশরীর মধুর স্বরে,
জগতের মন মোহিত করে,
সাধে কি মন মজেছে গোপীকার ॥"

নীলুঠাকুর।

উন্মাদিনী অবস্থায় পূর্ণশশীরে লইয়া পত্রিকা শিবির প্রবেশ করিবার পর বর্ণনাযোগ্য নূতন ঘটনা কিছুই হইল না। তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে এক জন দূত আসিয়া পত্রিকার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্রিকা সেই পত্রিকা পাঠ করিয়া মনে মনে কি ভাবিলেন, ব্যক্ত করিলেন না। পত্রবাহককে দুটী চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সংক্ষেপে হিন্দি ভাষায় উত্তর দিয়া, সেলাম করিয়া পত্রবাহক চলিয়া গেল। পত্রিকা একটু হাস্য করিলেন।

পূর্ণ শশী নিকটে বসিয়া ছিলেন, পত্রিকার ভাব অথবা হস্যের কারণ কিছুই বুঝিলেন না। নির্দ্দোষ বদনে স্বভাবসুলভ নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ?—পত্রিকা কহিলেন, কি বল দেখি ?— রাজকুমারের নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে, তোমার বিবাহ।

পূর্ণ শশী মুখ নত করিলেন, কথা কহিলেন না।

পত্রিকা আবার হাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা পূর্ণ ! তুমি রাজপুত্রকে দেখিয়াছ ? পূর্ণশশী কথা কহিলেন না। পত্রিকা সরিয়া বসিয়া পূর্ণশশীর মুখখানি হাতে ধরিলেন। চিবুকে অঙ্গুলি দিয়া মুখখানি তুলিয়া, মধুর বচনে কহিলেন, "দোষ কি ? লজ্জা কি ? তুমি কি রাজকুমার শশীন্দ্রশেখরকে দেখিয়াছ ?"

'মনে পড়ে না,—চক্ষের পলক মাত্র ;—সে স্বপ্ন।'—অতি মৃদুস্বরে সলজ্জভাবে এই উত্তর দিয়া পূর্ণশশী পুনর্ব্বার মুখখানি অবনত করিলেন। যেন উষাকালের চন্দ্র অথবা গোধূলি লগ্নের পদ্মের ন্যায় শোভা হইল।

পত্রিকা রহস্য করিবার জন্য কহিলেন, রাজকুমার তোমাকে দেখিয়াছেন ? এ প্রশ্নে পূর্ণশশীর মৃদু উত্তর 'জানি না।'

কথা চাপা দিয়া পত্রিকা কহিলেন, রাজকুমার পত্র লিখিয়াছেন, আমাদের এখান হইতে লক্ষ্মণাবর্ত্তী নগরে যাইতে হইবে। সেখানে বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, লোকজন আসিয়াছে, তিনি নিজেও শীঘ্র তথায় আসিবেন, আমাদেরও শীঘ্র রওনা হইতে লিখিয়াছেন। অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালেই যাত্রা করিব। রাজা রাজড়ার হুকুম তামিল করা বড় শক্ত কথা।

'রাজা রাজড়ার হুকুম তামিল করা বড় নিগ্রহ।'—দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে এই কটী কথা বলিয়া পূর্ণশশী আবার কহিলেন, দেখ পত্রিকে ! আমি ভাই তোমাদের রাজপুত্রের হুকুমে আর জপমালার মত বারবার ঘুরিতে পারি না। একবার পাটনা, একবার এলাহাবাদ, একবার লক্ষ্মণা, আবার কাশ্মীর, আবার এখানে, আবার সেখানে ঘুরাঘুরি করা আমার কর্ম্ম নয়। তুমি একদিন জোর দাও, আমি [illegible]কাশীরে লইয়া পিতার

আশ্রমে যাই, তোমাদের রাজপুত্রকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও, বনবাসিনী বনে গিয়াছে, আপনি নিরুদ্বেগে রাজত্ব করুন। আর তাঁরে এ কথাও বলিও, তিনি যেন আমারে ভুলিয়া যান; আমিও তাঁরে ভুলিলাম, এ কথাটীও জানাইও। আমার বিবাহে প্রয়োজন নাই, আমি রাজরাণী হইব না। আরো আমার জন্য তাঁর যত কষ্ট হইল, যত ক্লেশের কারণ আমি, সে অপরাধে ক্ষমা চাই। অবলা বলিয়া যেন ক্ষমা করেন, এ কথাটীও বলিও।

'কেন ভাই শাপ দাও! তুমি ব্রাহ্মণের কন্যা, আশীর্ব্বাদ—না না,—মঙ্গল কামনা কর, শাপ দিও না; ব্রাহ্মণের কি অপরাধ আছে? ও কথা কি মুখে আনিতে আছে? তাহাতে যে, রাজপুত্র অপরাধী হইবেন, তাঁর যে অকল্যাণ হইবে, অমন কথা বলিতে নাই; আর তোমারে জপমালার মত ঘুরিতে হইবে না, সময় নিকটে আসিয়াছে।' হাসিতে হাসিতে এই পর্য্যন্ত বলিয়া পত্রিকা মধুর বচনে আবার কহিলেন, ওরে আমার সরলা রে! ওরে আমার সরলা! চির দিন বনে থাকা, জপমালা বই আর কিছুই জানেন না!—

আ মরি সরলা বালা, তপোধন বালা!
জপমালা হইয়াছে, শুধু জপমালা॥

'তা ভাই আমি আর কি জানি? হরিণছানাগুলি নাচে, পাখী-গুলি ডালে বোসে গীত গায়, আর পিতা আমার চক্ষুমুদিত করিয়া মালাগুলি জপেন, তাই দেখি, তাই জানি।'

অবনত মস্তকে পূর্ণশশী এই কথাগুলি বলিলেন। পত্রিকা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য মুখে কহিলেন, আমিও সেই কথা বলিতেছি।

পূর্ণশশীর শশীমুখ একটু উজ্জ্বল হইল। কিঞ্চিৎ উর্দ্ধনয়নে

পত্রিকার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, পত্রিকে! তুমি কখন কি বল, আগে ভাবিয়া দেখ না। রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিতে-ছিলে! বল দেখি, সেটী তোমার কোন্ বুদ্ধির কথা?—আমার ব্রহ্মচারী পিতা এ কথা শুনিলে কি মনে করিবেন? কাশ্মীরের রাজকুমার একজন দেবতা বিশেষ, এক দেশের রাজেশ্বর, আর আমি একজন সন্ন্যাসীর মেয়ে, আমি কি তাঁরে আশীর্ব্বাদ করিবার যোগ্য? আর তিনি আমার অপেক্ষা অনেক বড়।

পত্রিকা উচ্চ হাস্য করিলেন; কহিলেন,—বড়?—তাহাতে কি দোষ? ক্ষত্রিয় রাজপুত্রেতে আর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের কন্যাতে অমন হইতে পারে; অমন হইয়া থাকে!

পূর্ণশশী রহস্য বুঝিতে পারিলেন; উত্তর দিলেন না, লজ্জায় নেত্র নিমীলন করিয়া বদন নত করিলেন। পত্রিকা সেই ভাব নিরীক্ষণ করিয়া রহস্যে নিরস্ত হইলেন। কহিলেন, অভিমানিনি! অন্য-মনস্ক হইও না, যুবরাজের পত্র শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে তোমারে আর জপমালার ন্যায় ঘুরিতে হইবে না, পুনরায় বনবাসে যাইতেও ইচ্ছা থাকিবে না।

কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায় পূর্ণশশী সম্মতি দিলেন, পত্রিকা পত্রিকা পাঠ আরম্ভ করিলেন, পূর্ণশশী একমনে শুনিতে লাগিলেন

রাজপুত্রের পত্র

(চিঠির মুখ)

“ নবকুসুমসুন্দরী পঞ্চমীরাজকুমারী

শ্রীমতী পত্রিকাসুন্দরী দেবী

করকমলপল্লবেষু

জনরঞ্জিকে পাঠিকে ,

তোমারে একটী সমাচার পাঠাই, স্পর্শমাত্র প্রীতি বোধ না হইলেও অশুভ মনে করিও না। গুরুদেবের কৃপায় এই সমাচার আমাদিগের পক্ষে শুভ সমাচার হইবে। শুনিয়াছি, নীলগিরির গুহাশ্রয়ী পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সদাশিব ব্রহ্মচারী ঠাকুর আমার প্রতি,—আমাদের বংশের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তদীয় অনূঢ়া কন্যাটীকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই তপস্বীপুত্রীর হৃদয় তোমাদের জন্য আমি তোমারে পাটনায় পাঠাইয়া আর একবার দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলাম। তথা হইতে আরও তিন চারিটী নগর দর্শন করিয়া সম্প্রতি রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি পূর্ণশশীর তৃপ্তি সাধনে আমার আশানুরূপ যত্নবতী আছ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। প্রয়াগে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব লিখিয়াছিলাম, পারিলাম না, এখানে আসিয়া এক নূতন সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। পিতা মহারাজ কি একটী

সামান্ত অপরাধ করিয়াছিলেন, আমাদের মহারাজ বাহাদুর তাহাতে মহা রাগত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।—আমি—

এই পর্যন্ত শ্রবণ করিয়া পূর্ণশশী চমকিয়া উঠিলেন। সংশয়াকুল হৃদয়ে কহিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তোমাদের মহারাজই মহারাজ, এই আমি জানি, আবার মহারাজ বাহাদুর কে?

পত্রিকা কহিলেন, আমাদের মহারাজ, মহারাজ বটেন, কিন্তু তিনি কাশ্মীর রাজ্যের অধীশ্বর নহেন। তিনি প্রধান অধিপতির অধীন নরপতি। মহারাজ বাহাদুরকে তিনি কর দেন।

পূর্ণশশী কহিলেন, ভাল, বুঝিলাম, পাঠ করিয়া যাও, দেখি, শেষে কতদূর যায়। পত্রিকা আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"আমি সেই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মহারাজের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। বিনয় পূর্ব্বক ক্ষমা যাচ্ঞা করিতে লজ্জা বোধ করি নাই, কিন্তু মহারাজ বর্ণ মানিলেন না। তিনি আমারে স্নেহ জানাইয়া কহিলেন, তুমি ঐ সিংহাসনে রাজা হও, তোমার কৃতঘ্ন পিতা এ রাজ্যে বাস করিবার উপযুক্ত নহে। আমি করযোড় করিয়া কহিলাম, মহারাজ! কৃতঘ্নের পুত্র অকৃতঘ্ন হইলেও পিতার অপমান সহ্য করিতে পারে না, পিতাকে ত্যাগ করাও অকৃতঘ্ন পুত্রের উচিত হয় না। অতএব ক্ষমা হুকুম হয়, আমিও অদ্যাবধি কৃতঘ্ন হইলাম। আপনি আমাদিগের রাজ্যধন সমস্ত গ্রহণ করুন, আমরা সপরিবার দেশত্যাগ করি। মহারাজ মহাক্রুদ্ধ হইয়া তথাস্তু বলিয়াছেন। এখন আমার—

বাধা দিয়া পূর্ণশশী জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে যে, তুমি পড়িলে' তবে যে, তুমি বলিতেছ, তৃতীয় দিবস প্রভাতে লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করিতে হইবে, এর ভাব?

'স্থির হও, শোনো, রাজকুমার আরো কি লিখিয়াছেন।' এই কথা বলিয়া পত্রিকা পুনরায় পাঠ গ্রহণ করিলেন।

"এখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে,—শুন পত্রিকে' —বোধ হইতেছে নয়,—আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে, সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই ষড়্‌যন্ত্রের মূল। সেই গর্ব্বিত, ধর্ম্ম বিপ্লাবক মোগল বিজয়পুর আক্রমণ করিয়া অবধি নানা ছল অন্বেষণ করিতেছিলেন। আমি যখন দিল্লীর দরবারে ও আগরার সভায় তাঁহার সহিত তিন বার সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি বক্রদৃষ্টিতে আমারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই দৃষ্টি অভিধান হইয়া আমার হৃদয়কে অর্থ বুঝাইয়া দিতেছে। বিজয়পুরের মহারাজ আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন, সেই আক্রোশেই পররাজ্যলোলুপ যবন আমাদিগের শত্রু হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রপতি বীরবর শিবজীও আমার পিতা মহারাজের চিরমিত্র ছিলেন। তিনিও যখন ঔরঙ্গজেবের জাতবৈরী হইয়াও লোভাকৃষ্ট হইয়া বিজয়পুর বেষ্টন করেন, তখন আমার পিতা আর তাঁহাকে তাদৃশ ভক্তি করিতেন না। শিবজীও এখন আমাদের বিপক্ষ। কাশ্মীরেশ্বর শিবজীরও বাধ্য নহেন, তিনি স্বজাতির বন্ধু হইলেন না, যবনে তাঁহাকে বিমোহিত করিয়াছে। এ রাজ্যে আর থাকিতে নাই। রাজদণ্ড না হইলেও

আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কারাগার ত্যাগ করিতাম। অন্যান্য ক্ষত্রিয় বন্ধুগণ আমাদিগের সহায় হইবেন, জগদীশ্বর সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

"আমরা শীঘ্র এ রাজ্য হইতে লক্ষ্মণাবতী নগরীতে প্রস্থান করিব। তুমি পত্র পাঠ মাত্র পূর্ণশশীকে লইয়া অনুচরবর্গ সহিতে প্রয়াগধাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণায় যাত্রা করিবে। সেখানে আমার বাটী ও লোকজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৈশোরবাগের পশ্চিমে আমার জননীর যৌতুক প্রাপ্ত যে বাটী আছে, তুমি জানো, সেই বাটীতেই অবস্থান করিবে। যদি আমার পৌঁছিবার পূর্ব্বে তোমরা আইস, কোনো চিন্তা নাই। শ্রীমতী পূর্ণশশীকে আমার প্রিয়-সম্ভাষণ জানাইবে। তুমিও আমার এবং প্রাণাধিকা ভগিনী চন্দ্রাবতীর সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবে।

শ্রীশশীন্দ্রশেখর।"

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পূর্ণশশী একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিন্তু পত্রিকা কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইলেন না। সেদিন ঐ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্ত্তাও হইল না।

দুই দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে শিবির উঠাইয়া পত্রিকা লক্ষ্মণাবতী নগরীতে যাত্রা করিলেন। রাজ-পুত্র যেমন লিখিয়াছিলেন, নিয়মিত সময়ে সেইরূপ ঠিকানায় তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার তখনো পৌঁছিতে পারেন নাই।

সাত আট দিন এইরূপে অতীত হইল, সমভাবে পূর্ণশশী উদ্বিগ্ন, পত্রিকা উদ্বেগশূন্যা, নিত্যকামী মহা ব্যতিব্যস্ত। এক দিন শেষ রজনীতে পূর্ণশশী স্বপ্ন দেখিলেন, পত্রিকা পুরুষ হইয়াছেন, শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, হাস্যমুখে কত প্রকার পরিহাস করিতেছেন, একটী চমৎকার গীত গাইয়াছেন, সেই গীতের ভাবে যেন তিনি ক্রন্দন করিতেছেন, যথার্থই পূর্ণশশী কাঁদিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। কি দেখিলাম? কেন এমন হইল?—ভাবিয়া অন্যমনস্ক হইলেন,—একটু চিন্তার পর হাসি আসিল, পূর্ণশশী হাসিলেন।—চক্ষু মার্জ্জন করিয়া পত্রিকার শয্যার নিকটে গেলেন,—দেখিলেন, পত্রিকা অকাতরে ঘুমাইতেছেন। পূর্ণশশী দেখিলেন, অকাতর নিদ্রা, কিন্তু সত্য সত্য পত্রিকা নিদ্রিত ছিলেন না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।—পত্রিকা জাগিয়া ছিলেন; শয্যাপার্শ্বে পদাঙ্গুষ্ঠের সঞ্চার শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?—পূর্ণশশী মুখ টিপিয়া হাসিলেন, কথা কহিলেন না।

পত্রিকা পুনরায় পূর্ব্ব স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?—পূর্ণশশী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—কহিলেন, চোর নয়। স্বরে বুঝিয়া পত্রিকা উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—নয় কেন?—নিশাশেষে নিঃশব্দে অপরের শয্যাপার্শ্বে যে আইসে, সেই-ই চোর। যাহা হউক,—চোর হও, নাই-ই হও, কিম্বা যা-ই হও, বসো;—নিশা-কালের,—বিশেষতঃ উষাকালের অতিথি অতি পূজ্য।

পূর্ণশশী স্বতন্ত্র এক আসনে উপবেশন করিলেন,—পত্রিকা শয্যা হইতে বাহিরে আসিয়া একখানি চৌকীতে বসিলেন।—জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণশশি! এখনো রাত্রি আছে, অসময়ে তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?

পূর্ণশশী স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বর্ণন করিয়া তিনিও হাসিলেন, শুনিয়া পত্রিকাও হাসিলেন। কিন্তু এই হাসির সঙ্গে একটী অপূর্ব্ব ঘটনা হইল। পত্রিকা কহিলেন, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম;—অবিকল ঐরূপ। তুমি দেখিয়াছ, আমি পুরুষমানুষ হইয়াছি, আমি দেখিয়াছি, তুমি পুরুষ হইয়াছ। তুমি শুনিয়াছ, আমি গীত গাইতেছি, আমি শুনিয়াছি, তুমি গীত গাইতেছ;—চমৎকার স্বর, চমৎকার গলা, আর চমৎকার ভাব! সেই গীতটী গাইয়া তুমি আমারে বিবাহ করিতে চাহিতেছ!—আমি যেন আদর করিয়া তোমার হাত ধরিতে যাইতেছি, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে গীতটী পর্য্যন্ত এখনো অবিকল আমার মনে আছে।

"মনে আছে?—সে কি?—স্বপ্নের কথা কি মনে থাকে?" বিস্মিত নয়নে এই প্রশ্ন করিয়া পূর্ণশশী কহিলেন, আচ্ছা কই বল দেখি?

"শুনিবে?—শুনিবে?—এই শুন,—বলিতেছি।" বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রফুল্ল বদনে এই কথা বলিয়া ললিত রাগিণীতে পত্রিকা এই গীতটী ধরিলেন;—

গীত।

(হিন্দির অর্থ।)

যে যারে বাসনা করে, তারে বিধি দেন তারে।
আমার কপালে কেন, সে বিধি না হতে পারে॥
নলিনী সলিলে ভাসে, তপন রহে আকাশে,
তথাপি প্রমোদে হাসে, দোঁহে নিরখি দোঁহারে॥

মিনতি করি তোমারে, আশা বিতর আমারে,
ভাসি এসো একাধারে, প্রেম পারাবারে ;—
নব প্রভাকর আমি, ফুল্ল কমলিনী তুমি,
এক জীব তুমি আমি, দেহ দেহ প্রেমাধারে ॥

গীতটী সমাপ্ত করিয়া হাসি মুখে পত্রিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই নয় ?—এই গীতটী তুমি গাও নাই ?

ঈষৎ হাস্য করিয়া পূর্ণ-শশী কহিলেন, মনে নাই। স্বপ্নে কি বলিয়াছি, কিরূপে স্মরণ করিব ? কিন্তু কখনো এমন গীত আমার মনে আইসে না। কখনো কাহারও মুখে শুনিও নাই।

পত্রিকা হাস্য করিয়া বলিলেন, তাহাও কি হইতে পারে ? স্বপ্নে তুমি পুরুষ হইয়াছিলে, স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ তখন তোমার ছিল না, কিরূপে মনে করিবে ? কিন্তু ভাই পূর্ণ-শশি !—তুমি পূর্ণ-শশী,—তুমি কুমুদিনীরে ভাল বাস,—আবার প্রভাকর কবে হইলে ?—কমলিনীরে ভাল বাসিতে কবে শিখিলে ? তুমি পূর্ণ-শশী, তুমি আমারে কমলিনী না বলিয়া যদি কুমুদিনী বলিতে, তাহা হইলে আমি তোমারে বিবাহ করিতাম। যখন তুমি আমারে কমলিনী বলিয়াছ, তখন আমি তোমারে বিবাহ করিতে পারিব না। পূর্ণ-শশীর উদয়ে কমলিনী মলিনী হইয়া যায়,—আমি তোমারে বিবাহ করিব না, আমি তোমার নিত্যকামীরে বিবাহ করিব। সে ব্রাহ্মণকে আমি বাক্য দিয়াছি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমারে কমলা বলিয়াছেন, আমি তাঁহারে কমলাকান্ত বলিয়া বাগ্দান করিয়াছি, বাগ্দত্তা হইয়াছি, আমি কমলাকান্তকে বিবাহ করিব। পূর্ণশশীকে বিবাহ করিব না। কমলিনী পূর্ণশশীকে বিবাহ করে না।

পূর্ণ-শশী লজ্জা পাইলেন। লজ্জায় নতমুখী হইয়া কহিলেন, পূর্ণ-শশী মেয়ে মানুষ।

পত্রিকা আসন হইতে উঠিলেন। নিকটে গিয়া পূর্ণশশীর চিবুকে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া সাদরস্বরে কহিলেন, ওরে আমার বিলাতী দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক! এই বয়সে তোমার এতদূর শাস্ত্রজ্ঞান হইয়াছে? আমাদের দেশের পূর্ণশশী মেয়েমানুষ নয়, বিলাতের পূর্ণশশী মেয়েমানুষ।

অন্তরালে দাঁড়াইয়া নিত্যকামী তাঁহাদের বাক্‌চাতুরী শ্রবণ করিতেছিলেন। যখন শুনিতে পাইলেন, পূর্ণশশী পুরুষ হইয়াছিল, পত্রিকা তাহাকে বিবাহ করিবে, তখন আত্মাপুরুষ নিকটে ছিল না; যখন শুনিলেন, পত্রিকার বাগ্‌দান মনে আছে, কমলাকান্তকে বিবাহ করিবে বলিল, তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। আনন্দের বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া কহিলেন,— হুঁঃ!—সুন্দরি! হুঁঃ!—কমলাকান্ত; হুঁঃ! পূর্ণশশী মেয়েমানুষ; হুঁঃ!

পত্রিকা ও পূর্ণশশী উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। স্বর বুঝিয়া পত্রিকা বাহিরে গেলেন, কথোপকথন বন্ধ হইল; পূর্ণশশী আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পত্রিকার সহিত নিত্যকামীর কিছু কিছু রহস্য হইল, তাহা পাঠক মহাশয়ের শ্রবণ করিয়া বিশেষ আমোদ হইবে না, অতএব তাঁহাদিগকে গোপনেই আলাপ করিতে রাখা গেল।

সর ওয়াল্‌টর স্কট্ তাঁহার নবন্যাসের নায়ক নায়িকাগণকে প্রাতঃকালে হস্তমুখ প্রক্ষালন ও মধ্যাহ্নে স্নান করিবার অবসরও উল্লেখ রাখেন নাই, মুখপ্রক্ষালন ও স্নানাদির পূর্ব্বে আহার করিতে বসাই-

য়াছেন, এই অপরাধে আজকাল ইউরোপের কৃতার্থ আলোচক যোদ্ধগণ ভয়েবরলী-ন্যাসের উরুদেশে গদাঘাত করিতেছেন। আমরা তাদৃশ পাঠকের তৃপ্তি বাসনায় লক্ষ্মণাবাসের নায়িকাদুটীকে প্রাতঃকৃত্যে ও মধ্যাহ্ন কর্ত্তব্যে প্রেরণ করিলাম। অর্দ্ধ দিবা অতিবাহিত হইল।

অপরাহ্নে পত্রিকা একটু মুখ ভারি করিয়া নিত্যকামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিত্যকামী মন খুলিয়া কথা কহিলেন না, প্রাতঃকালের আলাপে যেন কিছু কথান্তর হইয়াছিল, নির্ব্বোধ বিদূষক হয় ত সুকুমারী গন্ধর্ব্বকুমারীকে কিছু কটু কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই পত্রিকা বিষণ্ণ, নিত্যকামী রাগান্বিত। পত্রিকা কহিলেন, দ্বিজবর! যদি তুমি আমারে কন্টক বোধ করিয়া থাক, আমি চলিলাম. অনুচর-অনুচরীরা রহিল, পূর্ণশশী রহিলেন, সাবধানে যত্ন করিয়া রাখিও, আমি রাজকুমারের সহিত শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি; তাঁহার সাক্ষাতে তোমার যাহা কিছু অভিযোগ থাকে, জানাইও, যাহা কিছু বলিবার থাকে, বলিও। আমিও সেই সময় বিদায় লইব।

নিত্যকামী উত্তর দিলেন না। পত্রিকা ক্ষণকাল সেখানে অপেক্ষা করিয়া পূর্ণশশীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার প্রকৃতির ভাবান্তর। তিনি পূর্ণশশীকে কহিলেন, স্বামিকনে! কিছু দিন একাকিনী থাকিবে?

——"কেন?"

——"জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

——"তুমি কোথায় যাইবে?"

——"তুমি একাকিনী থাকিবে?"

——"বাটীর আর আর সকলে কোথায় যাইবে?"

———" আর কেহ যাইবে না ; কেবল আমি একা।"

পত্রিকার শেষ কথা শুনিয়া পূর্ণশশী বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, তুমি একা কোথায় যাইবে ?—পত্রিকা উত্তর করিলেন, রাজকুমারের বিলম্ব হইতেছে, অগ্রণী হইয়া লইয়া আসিব।

পূর্ণশশী নিস্তব্ধ হইলেন। ক্ষণপরে মৌনভঙ্গ করিয়া কহিলেন, বিলম্ব হইতেছে, তাহাতে ভাবনা কি ? তিনি রাজপুত্র,—পুরুষ মানুষ,—বীরপুরুষ,—লোকজন সঙ্গে আছে, ভয় কি ?—তুমি স্ত্রীলোক, কোথায় অন্বেষণ করিতে যাইবে ?

অবসর পাইয়া পত্রিকা হাস্য করিয়া কহিলেন, কেন ?—তুমি ত স্বপ্নে দেখিয়াছ, আমি পুরুষ মানুষ হইয়াছি, তবে আর ভয় কি ? আমি স্ত্রীলোক নই।

পূর্ণশশী মৃদু হাস্য করিলেন, কহিলেন, সত্য সত্যই গন্ধর্ব্বের মায়া বুঝা ভার ! তোমার আকৃতিখানি যদি এত মনোহর না হইত, তোমার চক্ষুদুটী যদি এত ভালবাসা মাখানো না হইত, তোমার কথাগুলি যদি এত মিষ্ট মিষ্ট না হইত, তাহা হইলে কেহই তোমারে,—সত্য বলিতেছি পত্রিকে !—তাহা হইলে কেহই তোমারে বিশ্বাস করত না।—আমি ত করিতাম না,—অপরে কি করিত, জানি না। হাসিতে হাসিতে এই কটী কথা কহিয়া হাস্য বদনে আবার কহিলেন, আরো শুন পত্রিকে, যদি তুমি আমার পরম উপকারিণী না হইতে, তাহা হইলে তোমারে বিশ্বাস করিতে আমার ভয় হইত।

" বিশ্বাস করিতে ভয়ই হয়, কি সাহসই পাও, সে কথা পরের বিবেচনা, এখন মন খুলিয়া বল দেখি, কিছু দিন একাকিনী থাকিতে পারিবে কি না ? "

"পারিব।—থাকিব।—শীঘ্র আসিও।" পত্রিকার প্রশ্নে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া পূর্ণশশী গম্ভীর বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে যাইবে ?"

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া পত্রিকা উত্তর করিলেন, "অদ্যই যাইব ইচ্ছা করিয়াছি।" পূর্ণশশী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিন বিলম্ব হইবে ?"

"যে কারণে যাইতে হইতেছে, তাহা অনিশ্চিত। বোধ করি. সপ্তাহের অধিক হইবে না।"

কথোপকথনে দিবা অবসান হইল। সূর্য্যদেব সরলা পূর্ণশশীর হৃদয়কে সখী-বিরহে আকুল করিয়া অস্ত গমন করিলেন। গোধূলি, ক্রমে সন্ধ্যা, দেখিতে দেখিতে রজনী সমাগত। শুক্লপক্ষ রজনী,—আকাশ নির্ম্মল, গগনমণ্ডলে অপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল যথাসাধ্য দীপ্তি বিকাস করিল। পত্রিকা গাত্রোত্থান করিয়া কিঙ্করীগণকে ডাকিলেন। পূর্ণশশী একাকিনী থাকিলেন, সর্ব্বদা নিকটে থাকিও, যখন যাহা আবশ্যক হইবে, প্রদান করিও, আমি যেমন সাবধানে রাখিতেছি, এই প্রকার সাবধানে রাখিও, যেন অযত্ন না হয়। অনুচরীগণকে এই আদেশ দিয়া পূর্ণশশীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "অভিমানিনি ! অভিমান ত্যাগ কর, ঈশ্বর প্রসাদে শীঘ্রই আমি যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যাগত হইতেছি। পূর্ণশশী সাশ্রুনয়নে কহিলেন, যদি একান্তই যাইতে হয়, অদ্য রাত্রি হইল, রজনী প্রভাতে যাত্রা করিও, রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের বাটীর বাহির হওয়া অসম সাহস। কুলের অপ্রথা, বিশেষতঃ তুমি দূরদেশে যাইবে।

পত্রিকা হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমার সকলই গুণ, কেবল একটী দোষ। একটী কথাও স্মরণ রাখিতে পার না। যখনি শোন,

তখনি নূতন বোধ হয়, আবার তখনি ভুলিয়া যাও। আমরা কামচারী গন্ধর্ব্বকুমারী, শূন্যে শূন্যে গতিবিধি হয়, দিবাভাগে আমাদের ভ্রমণের পদ্ধতি নাই। চন্দ্রের সহিত আমাদের কুলের অতি নিকট সম্বন্ধ, রজনীদেবী আমাদের জননী হন। ভয় নাই, নিশ্চিন্ত থাক, আমারে যেরূপ সহচরী জ্ঞান করিতে, এই সহচরীদের সেইরূপ জ্ঞান করিও, আমি নিকটে থাকিলাম না বলিয়া উৎকণ্ঠিত কিম্বা অন্যমনস্ক থাকিও না, যেমন আমোদ প্রমোদ করা অভ্যাস, তাহাতে সঙ্কুচিত হইও না। পরিণয়ের পূর্ব্বে মানবী-কুলবালারা যেমন আমোদিনী হয়, আমি ইচ্ছা করি, তোমার স্বভাবেও তাহার অন্যথা হইবে না। আমি ঘটকের কার্য্যে চলিলাম, অবিলম্বে যুবরাজ শশীন্দ্রশেখরকে আনিয়া মিলন করিব, অবিলম্বেই তোমার বিবাহ হইবে।

লজ্জায় পূর্ণশশী আর কথা কহিলেন না। বারবার তাঁহারে সাবধান করিয়া,—বারবার কিঙ্করীগণকে সাবধান হইতে আদেশ দিয়া, দুটীমাত্র অনুচরী সঙ্গে লইয়া পত্রিকা দেবী বাটী হইতে বাহির হইলেন। রজনী তখন প্রায় ছয়দণ্ড অতীত। উপদেশের বিপরীতে,— নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাতরঙ্গের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া পূর্ণশশী নিশাজাগরণ করিলেন, মানসিক চিন্তার এক লহমাও বিরাম নাই, হাস্যরসে হাস্য নাই, প্রমোদে পরিতোষ নাই,—নয়নে নিদ্রা নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে নিত্যকামী শুনিলেন, পত্রিকা চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথা ধরিয়া বসিলেন। অন্তর-সমুদ্রে পরস্পর বিরোধী দুটী তরঙ্গের ক্রীড়া।—যেন প্রবল ঝড়ে একটী ঢেউ তীরভূমি স্পর্শ করিতেছে, আর একটী তীরের দিক হইতে গড়াইয়া আসিয়া মধ্যস্থলে জলনিধির উন্নত বক্ষে প্রতিঘাত করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন, পত্রিকা গেল, আর ফিরিয়া আসিবে কিনা? যদি না আসে

তবে আমার বিরক্ত হইবে না; পত্রিকার সহিত আমার কলহ হইয়াছে, সেই জন্য কি রাগ করিয়া গেল? না, রাগ হইবে না, অভিমান হইবে;—তবে কি অভিমান করিয়া গেল? যদি তাহা হয়, তবে আসিবে; যদি রাগও হয়, তবুও আসিবে। অভিমান হয়, রাগ হয়, দুই দিকেই আমার পক্ষে ভাল। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—লোকে বলে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু কৈ, বৃদ্ধ ত হই নাই। বৃদ্ধের এক লক্ষণ আমাতে আছে; জগতের অনেক দেখিয়া শুনিয়া পরমজ্ঞানী হইয়াছি; সকল জ্ঞানের উপর প্রণয় জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে। কিরাত যেমন কুরঙ্গিণীর প্রতি শরলক্ষ্যের অব্যর্থ সন্ধান জানে, আমিও তেমনি যুবতী কামিনীর প্রণয়ী হৃদয়ে প্রেমশর লক্ষ্য করিবার অব্যর্থ সন্ধান জানি। নায়িকা যদি অভিমান জানায়, তাহা হইলে নায়কের প্রতি তাহার অনুরাগ গাঢ় হয়। সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে প্রণয়ের নবীনত্ব থাকে না। লোকে বলে, প্রণয় পুরাতন হইলে অভেদ্য হয়, আমি তাহা ভাবি না। পুরাতন হইয়া নূতন হইলে কিম্বা কিছুদিন বিচ্ছেদের পর সাক্ষাৎ হইলে প্রণয় পরিপক্ক হয়। কেবল পরিপক্ক নয়, পরীক্ষাও হয়। পত্রিকা প্রণয় জানাইয়াছে, আমাকে পরীক্ষা করিয়াছে। হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ না করিলে নায়কের প্রতি নায়িকার রোষও হয় না, অভিমানও হয় না। পত্রিকার হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ করিয়াছে, সে প্রণয় আমারি প্রতি, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কারণ কিনা যে দিন আমি পত্রিকাকে পরিহাস করিয়া হৃদয়ের কমলা বলিয়া ডাকিয়াছিলাম, সেই দিন সেই সুলোচনা আমার প্রতি হাসিতে হাসিতে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিল,—"আমাকে যদি কমলা বলিলে, তবে তুমি কমলাকান্ত হইলে, আজি অবধি আমি তোমারে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বলিয়া ডাকিব।" আহা! সরলার এই

সরল প্রণয়ের চিহ্ন আর কি আমি ভুলিব? অবশ্যই আমার পত্রিকা আমার হইবে। আমার পত্রিকা অবশ্যই কমলা হইবে, অবশ্য আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হইব। রাবণের মাতুলের ন্যায় মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ আহ্লাদে মাতিয়া উঠিলেন। আপনা আপনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে যেন নৃত্যের তালে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পত্রিকা ফিরিয়া আসিবে, যদি না আইসে, তবে কি হইবে? তবে আমি পত্রিকার প্রণয়ে বিসর্জ্জন দিব। অবাধ্য পত্নীর মুখদর্শন করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে; যদি ফিরিয়া না আইসে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই পাপীয়সী আমার অবাধ্য। আমাকে না বলিয়া যখন প্রস্থান করিয়াছে, তখন আরও অবাধ্য। সেদিন কলহের সময় যাহা মুখে আনিবার নয়, তাহা বলিয়া গিয়াছে। যদি সেই ভাব সেই অবিশ্বাসিনীর মনের ভাব হয়, তাহা হইলে আমি অভিসম্পাত করিতেছি, সে যেন আর লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া না আইসে। কেবল এখানে কেন, যেখানে আমি থাকিব, সেখানে যেন আর ফিরিয়া না আইসে। আমার বহুপুরুষ ব্রাহ্মণ, আমি পরম শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের সন্তান; ত্রিসন্ধ্যা জপতপ আমাদের কৌলিক ব্রত। আমার বাক্য, আমার অভিশাপ, নিষ্ফল হইবার নয়। বিশ্বাসঘাতিকা পত্রিকা সত্য সত্য যদি ফিরিরা না আইসে,—এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের ক্রোধ হইল। শুভ্র শ্মশ্রু থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মূর্ত্তিমান জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় উগ্রভাবে পরিপূর্ণ ক্রোধে নির্জ্জনে একাকী উচ্চৈঃস্বরে দম্ভ করিয়া কহিলেন. বিশ্বাসঘাতিকা পত্রিকা যদি আর ফিরিয়া না আইসে, তবে এই ব্রাহ্মণের বেদবাক্য, নিশ্চয়ই তাহাকে ব্যাঘ্রে আহার করিবে। সেই দুষ্ট পশু যদি স্ত্রীহত্যায় পাতক মনে করে, তাহা হইলে পাপীয়সী নিশ্চ-

য়ই ব্যভিচারিণী হইবে। আমার পবিত্র অকপট প্রণয়ে অবহেলা করা সামান্য মহাপাতক নহে। পত্রিকা আসিবে, আমার সম্মুখে আসিবে, কমলাকান্ত বলিয়া পুনরায় প্রেমভাবে কথা কহিবে, আমি কথা কহিব না, মুখ ফিরাইয়া বসিব। পাপিনীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া দেবদুর্লভ ভূদেব ব্রহ্মনেত্র কদাচ কলুষিত করিব না; রোষ-ভরে গর্জ্জনকরিয়া কহিব, চাহি না;—পর-পুরুষগামিনী ব্যভিচারিণি! তুই গণিকা, আমি তোরে চাহি না। সে সময় যদি এই ক্রোধ আরও কিছু বেশী হয়,—পাপিনীর রূপ সম্মুখে দেখিলে অবশ্যই বেশী হইবে, সেই বেশী ক্রোধে আরও তর্জ্জন করিয়া কহিব, রাক্ষসি! সম্মুখ হইতে দূর হ! ভস্ম হ! ব্রহ্মণ্যদেবের এমন তেজ নয়, সেই গণিকা তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যাইবে!

এইরূপ বিকৃত অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে বকিতে নিত্যকামী যেন প্রকৃত উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। উন্মত্তের ন্যায় আরও কত কি বলিলেন, কখন হাসিলেন, কখন কাঁদিলেন, কত শাপ দিলেন, কত গালাগালি দিলেন, বিভ্রমে মাতোয়ারা হইয়া বিকট স্বরে কত প্রকার প্রণয়-ভাব জানাইলেন, সে সকল শ্রবণ করিয়া পাঠক মহাশয়ের বিরক্তি বোধ হইবে, এই শঙ্কায় উন্মত্ত অবস্থায় এই স্থানেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

কৈশোরবাগ হইতে পত্রিকার যাত্রার সাত দিন পরে পূর্ণশশী একটী কক্ষের গবাক্ষে করন্যস্ত কপোলে উপবেশন করিয়া কি ভাবি-তেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, মৃদু মৃদু সমীরণ বহিতেছে, সেই বাতাসে চিন্তাকুলার হৃদয়-দুকুল অল্প অল্প উড়িতেছে,—সরিয়া পড়িল,—ভ্রূক্ষেপ নাই। গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে, গবাক্ষের দ্বার মুক্ত, কক্ষ-মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিল, প্রদীপ নিবিয়া গেল, ভ্রূক্ষেপ নাই!

গবাক্ষে বসিয়া পূর্ণশশী ভাবিতেছেন। কিন্তু কি ভাবিতেছেন? অনূঢ়া সরলা কুলবালার মনের ভাব কে বলিবে? গবাক্ষের দ্বার দিয়া চন্দ্রকিরণ গাত্র স্পর্শ করিয়াছে, আকাশে নক্ষত্রমালা যেন সেই গবাক্ষের দিকেই অসংখ্য চক্ষু নিক্ষেপ করিয়াছে। কি দেখিতেছে? কিছুই না। মানবী-দেহ অস্পন্দ, সংজ্ঞা আছে, কিন্তু অ াক্ত। চক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু; সেই অশ্রু ধীরে ধীরে কপোলে, ক্রমে বক্ষে, গলিত হইতেছে। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে। যাহার মনে কলঙ্ক থাকে, সে অন্যের সৌভাগ্যে ব্যথা পায়, দুর্ভাগ্যে হাস্য করে। পূর্ণশশীর এই দশা দেখিয়া চন্দ্রমা হাস্য করিতেছেন। কেন, পূর্ণশশী কি তাঁহার সতিনী? কেন? আজি তো পূর্ণিমা নয়, আকাশে ত পূর্ণশশীর উদয় নাই, তবে অসহায়িনী বালিকা পূর্ণশশীর নিরানন্দে গগনবিহারী অপূর্ণশশীর এত আনন্দ কেন? কুমুদিনী নিজকান্তের পূর্ণ, অপূর্ণ, উভয় অবস্থা দর্শনেই আমোদিনী হয়, চন্দ্রমার এই এক প্রণয় অহঙ্কার।

পূর্ণশশী চিন্তা করিতেছেন। সপ্তাহ অতীত হইবে না বলিয়া পত্রিকা গিয়াছে, আজি সেই সপ্তাহ অতীত। আসিতেছে না কেন? রাজপুত্রের অন্বেষণ করিতে গিয়াছে, রাজপুত্রে আমার প্রয়োজন কি? আমি উদাসীন ব্রাহ্মণের কন্যা, চিরজীবন উদাসিনী। রাজপুত্রের সহিত সম্বন্ধ হওয়া আমার জীবনে বিড়ম্বনা মাত্র। পত্রিকাকে নিকটে দেখিলেই আমার মন প্রফুল্ল থাকে, যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে বিধাতা যেন সেই সুখময়ী বিভাবরীর স্বপ্নটী সত্য করিয়া দেন; পত্রিকা ভিন্ন অন্যে আমার রুচি নাই। অন্য রূপ এ চক্ষে ভাল লাগে না। এমন দুরাশা আমার কেন হইল? পত্রিকা গন্ধর্ব্বকন্যা, আমি মানবী। আরও পত্রিকা স্ত্রীজাতি, সে কিরূপে

পুরুষ হইবে ? এমন দুরাশা আমার কেন হইল ? আর, স্বপ্নও কি কখনো সত্য হয় ? আমার মন এমন অপথে কেন গেল ? আমি বিদেশিনী, পৃথিবীতে থাকি, পত্রিকা বিদেশিনী, আকাশে থাকে, পত্রিকার প্রতি এত অনুরাগিণী কেন হইলাম ? এমন দুরাশা আমার কেন হইল ? পিতা আমারে কেন এখানে পাঠাইয়াছিলেন ? আশ্রমে একাকী এখন তিনি কি করিতেছেন ? নিত্যকামী একবার যদি সেখানে আমারে লইয়া যান, তবে একবার পিতৃদেবের চরণ দর্শন করিয়া সুখী হই। সুখী হই বটে, কিন্তু পত্রিকাকে না দেখিলে অসুখ হয়। আমার মন এমন চঞ্চল কেন হইল ? এখন কোথায় যাই ? কোথায় গেলে এই চঞ্চলতা একটু দূর হয় ? শুনিয়াছি, এই—

পূর্ণশশী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, আপনা আপনি কথা কহিতেছেন, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ করিতেছেন, এই অবসরে একজন অনুচরী কক্ষ প্রবেশ করিয়া অৰ্দ্ধোক্তিতে বাধা দিল। গৃহ অন্ধকার, প্রতিফলিত চন্দ্রালোকে যাহা কিছু দেখা শুনা। অনুচরী নিকটে গিয়া কহিল, “এ কি ? আপনার এ ভাব কেন ? আপনা আপনি কি বলিতেছিলেন ? ” পূর্ণশশীর তখন চৈতন্য হইল। করতল হইতে কপোল উত্তোলন করিয়া কহিলেন, “কিছুই নয়। এই বলিতেছিলাম, চন্দ্রের আলো বেশ হিম!” অনুচরী কহিল, ‘মনে কি কিছু অসুখ হইয়াছে ?

‘চিরদিন অসুখ!’ এই মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া পূর্ণশশী মৌনাবলম্বন করিলেন। অনুচরী কিছু বুঝিতে পারিল না, কহিল, “পত্রিকাদেবী এখানে নাই, সেই জন্য অসুখ, কিন্তু আমরা রহিয়াছি, আমরাই আপনার দাসী।—যদি আমাদের দ্বারা কিছু অসুখের নিবারণ সম্ভব হয়, অনুমতি করুন, প্রস্তুত আছি।” কিয়ৎক্ষণ

নীরব থাকিয়া, পূর্ণশশী কহিলেন, "এই কারাগার হইতে যদি ক্ষণকাল কোন রমণীয় স্থানে প্রকৃতির শীতল সমীরণ সেবন করিতে পাই, তাহা হইলে বোধ করি এই তাপময় হৃদয় কতক সুস্থ হয়।" কিঙ্করী সাগ্রহে কহিল, "তাহাই হইবে। এই বাটীর সংলগ্ন একটু দূরে একটী উদ্যান আছে, আপনি এক দিনও তাহা দেখেন নাই, কি জানি কি ভাবিয়া পত্রিকা দেবী একদিনও আপনারে সেখানে লইয়া যান নাই। যদি ইচ্ছা করেন, রাত্রি এখনও অধিক হয় নাই, আর সে উদ্যানটী চারি দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, যদি ইচ্ছা করেন, আমি আপনারে সেই খানে লইয়া যাই।"

পাঠক মহাশয় স্মরণ করুন, রাজকুমার শশীন্দ্রশেখরের পত্রে যে বাটীর কথা লেখা ছিল, যে বাটীতে পত্রিকাদেবী পূর্ণশশীরে আনিয়া রাখিয়াছেন, কৈশোরবাগের সেই বাটীর অগ্নিকোণে একটী অরণ্য আছে, তাহাকে সাধারণে লক্ষ্মণারণ্য কহে। অনুচরী যে উদ্যানের কথা বলিল, তাহার পরপারেই সেই অরণ্য। অরণ্য বটে, কিন্তু হিংস্র জন্তু বাস করে না। ভাগবত-বর্ণিত নিকুঞ্জকাননের ন্যায় অতি শোভাময় ও মনোহর।

পূর্ণশশী উদ্যান বিহারের নাম শুনিয়া কৌতূহলে ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে; চল, সেইখানে যাই।" কালব্যাজ না করিয়া কিঙ্করী তাঁহাকে সেই উদ্যানে লইয়া গেল। অতি রমণীয় উদ্যান। চারি ধারে পুষ্পকানন, মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ, মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরবদ্ধ সরোবর। পূর্ণশশী কিয়ৎক্ষণ সখীর সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া প্রমোদিত মনে সেই সরোবরের সোপানে গিয়া বসিলেন। শশিকর-স্নিগ্ধ পূর্ব্বযাম যামিনীর সুস্নিগ্ধ পবন-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতে লাগিল।

ক্ষণকাল উভয়ের মুখে বাক্য নাই। বায়ুহিল্লোলে বৃক্ষলতার মৃদুল পত্রশব্দ ব্যতীত অন্য শব্দও শ্রুতিগোচর হয় না। পক্ষীরাও নীরব। তাঁহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রাচীরের বাহিরে লক্ষ্মণাটবীর এক প্রান্ত হইতে সহসা সুস্বর বংশীধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

পূর্ণশশী চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। আহা! কি সুমধুর স্বর! রাত্রিকালে এই বিজন অরণ্য মধ্যে কে আসিয়াছে? কাহার অনুরাগে কোন্ সুখী অথবা বিয়োগী এমন মধুর বাঁশরী বাজাইতেছে? আমার হৃদয়ের ন্যায় তাহার হৃদয়ও কি কোনো অনুতাপে সন্তাপিত? অনুচরীকে এই কটী প্রশ্ন করিয়া উত্তর শ্রবণের প্রতীক্ষা না করিয়াই বংশীস্বরে কর্ণ স্থির করিলেন। ধ্বনি নিস্তব্ধ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই জগৎমোহন কণ্ঠস্বরে তানলয় বিশুদ্ধ গীত আরম্ভ হইল। পূর্ণশশীর কৌতূহল চন্দ্রচ্ছবি-প্রতিবিম্বিত জলনিধির সলিলের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। কর্ণ, চক্ষু ও মন একত্রে লক্ষ্মণাটবীর সেই অংশে সেই সুমধুর স্বরের প্রতি এককালে আকর্ষিত হইল। অনুচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই উদ্যানের ভিতর দিয়া কাননে প্রবেশের কি কোনো পথ আছে? ইচ্ছা হয়, যাহার স্বরে হৃদয় মুগ্ধ হইতেছে, তাহার মূর্ত্তিখানি একবার চক্ষে দর্শন করি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যেন অন্যমনস্ক হইলেন। নীলগিরি মনে পড়িল;—পত্রিকার সহিত আলাপ মনে পড়িল; এই স্বর কোথাও শুনিয়াছি, তাহাও মনে পড়িল। কিন্তু কোথায় শুনিয়াছেন, কাহার স্বর, সেটী মনে পড়িল কি না, সে উত্তর কেবল স্বরমুগ্ধা পূর্ণশশীই দিতে পারেন, অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

কিঙ্করী তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আর আন্তরিক আগ্রহ

বুঝিয়া, সকৌতূহলেই কহিল, "দেবি! পথ আছে, কিন্তু রাত্রি হই-য়াছে। আমার বিবেচনায় রাত্রিকালে অরণ্য প্রবেশ করা ভাল দেখায় না।"

"ভালই দেখায়; আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। তুমি চল।" শশব্যস্তে এই কথা বলিতে বলিতে পূর্ণশশী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুই চারি পদ চলিয়া গেলেন। অনুচরী অগত্যা অনু-বর্ত্তিনী হইল। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র দ্বার, উদ্যানের ভিতর দিক হইতে অর্গলবদ্ধ। কিঙ্করী সেই দরজা খুলিয়া পূর্ণ-শশীকে পথ দেখাইল। তিনি ধীরে ধীরে কাননমধ্যে প্রবেশ করি-লেন। অধিক দূর যাইতে না যাইতে সেই শ্রুতপূর্ব্ব স্বর নিস্তব্ধ হইল। বোধ হইল, অতি নিকট হইতেই সেই আলাপ শ্রুতিগোচর হইতেছিল। জ্যোৎস্নালোকে অল্প অল্প দৃষ্ট হইল, একটী বিশাল বৃক্ষমূলে একজন বংশীধারী পুরুষ বসিয়া আছে। স্তিমিত আলোকে আর তরুলতার ছায়ায় সুস্পষ্ট মূর্ত্তি নিরীক্ষিত হইল না। সেই পুরুষ বাক্শূন্য। দুই দিকেই পূর্ণশশী হতাশ হইলেন। সঙ্গীত শ্রবণে কৌতূহল ছিল, পরিতৃপ্ত হইল না; সঙ্গীতালাপীর আকৃতি দর্শনে ইচ্ছা ছিল, অফলবতী হইল। একান্তই কি নিষ্ফল? না, একান্ত নিষ্ফল নয়। স্বরকৌতুকিনী পূর্ণশশী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরেধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বংশীধারীর রূপ স্পষ্ট নয়ন-গোচর হইল। হৃদয়ে যে আশালতা এতক্ষণ পর্য্যন্ত সজীব ছিল, নিষ্ঠুর চন্দ্রমা তাহা শুকাইয়া দিল!

"ফিরিয়া যাই, লুকাইয়া অরণ্যে অবস্থান বিফল!" এইরূপ ভাবিয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে নিকটস্থ অপর এক বৃক্ষের শাখা হইতে একটী মনোহর সঙ্গীত শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট

হইল। কোন বিরহী কোন প্রকার দারুণ মনস্তাপে অতি করুণস্বরে এই গীত ধরিয়াছেনঃ—

গীত।

(হিন্দির অর্থ।)

বেহাগ।—একতালা।

পিরীতি আমায় দহে ;—দহে !
বপু অথর্ব্ব, রিপু সচঞ্চল,
ছারো পরাণে কতবা সহে ॥
কভু লভিবারে, পারিবনা যারে,
কেনবা জীবন সঁপিলাম তারে,
পাপ প্রেমবিষে জরিল আমারে,
দেহে প্রাণ নাহি রহে ॥
ছিছি একি জ্বালা ঘটিল আমারে,
কেনবা ভুলিতে পারিনে তাহারে,
লাঞ্ছনা সহি বাঞ্ছিত তরে,
পোড়া লোকে কটু কহেঃ—
না হেরি নয়নে কুরঙ্গ নয়না,
স্বর্ণলতা,—পূর্ণচন্দ্র নিভাননা,
শুকাইল শেষে মানস বাসনা,
দুনয়নে ধারা বহে ॥
যোগী হইলাম রাধারি কারণে,
সাধিনু কাঁদিনু ধরিনু চরণে,

গীত সমাপ্ত হইলে পুনরায় বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় বংশীধ্বনি হইল। পূর্ণশশী একমনে তাহা শ্রবণ করিলেন। পুনরায় আর একটী গীত হইল। কিন্তু কে গাইল, শ্রোতারা দেখিতে পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিলম্বে বংশীধারী পুরুষ আপন আসন হইতে উঠিয়া বৃক্ষান্তরালে গমন করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল; আর দেখা গেল না। অনেকক্ষণ আর কিছু সাড়াশব্দ হইল না।—পূর্ণশশী এই সময় এত অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, নিকটে অনুচরী দাঁড়াইয়া ছিল, জ্ঞান ছিল না, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার রসনা হইতে শেষের গীতের একটী চরণ প্রতিধ্বনিত হইল। তখনি আবার যেন কি ভয় পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কাতর কণ্ঠে কহিলেন, নিকটে কি কেহ আসিতেছ?—নিকটে কি কেহ আছ? যেই হও, আমারে ধর!—না—না,—আমারে ধরিও না,—আমারে ছুঁইও না;—আমি কুমারী,—আমি অবলা,—আমি সন্ন্যাসিনী,—আমি কাঙ্গালিনী!

সহচারিণী পরিচারিকা চমকিত হইয়া পূর্ণশশীর হস্ত ধারণ করিল।—চঞ্চলস্বরে কহিল, দেবি! এ কি? আপনি এমন হইলেন কেন?—অকস্মাৎ কি কিছু ভয় পাইলেন? ভয় কি? এই দেখুন, আমি নিকটে রহিয়াছি। আমি আপনার কিঙ্করী।

চৈতন্যের সহিত পূর্ণশশীর ভাবান্তর হইল। তিনি অনুচরীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখি! তুমি জানিতেছ না, ইহা দেবমায়া! কোন্ দেবতা আমাদের অসহায়িনী অবলা দুটীকে রজনীতে কাননে দেখিয়া ছলনা করিলেন! দেখিতেছ না, আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, আমি কাঁপিতেছি, পিপাসা হইয়াছে!

যথার্থই পূর্ণশশী তখন কাঁপিতেছিলেন। অনুচরী ব্যস্ত সমস্ত

হইয়া কহিল, তবে আর এখানে বিলম্ব করা নহে, চলুন, শীঘ্রই গৃহে যাই। পূর্ণশশী শিরশ্চালনে সম্মতি সঙ্কেত করিলেন, মুখে উত্তর করিলেন না। অনুচরী পূর্ব্ববৎ গুপ্ত দ্বার দিয়া উদ্যান পার হইয়া তাঁহারে ধরিয়া গৃহে লইয়া গেল।—গৃহে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ পরে, পূর্ণশশী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। অনুচরী কহিল, দেবি! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা সত্য হইতে পারে। উহার নাম লক্ষ্মণাটবী। রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমা ঐ বনে আছে। রাত্রি হইলে তাঁহারা লীলা করেন। পূর্ণশশী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, হুঁঃ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীর যাত্রা।

সুবর্ণ পিঞ্জরে বাস কত সমাদর।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুধা পেলে, মিলে ক্ষীরসর
তবু পাখী এত সুখ, ভুঞ্জিতে না চায়।
কানন জনম ভূমি ক্রোড়ে মন ধায়।

যে রজনীতে লক্ষ্মণাটবীতে গীত শ্রবণে পূর্ণশশীর মনোবিকার জন্মিল, সে রজনীতে সে গৃহে আর কাহারও নিদ্রা হইল না। সকলেই ঐ কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। পূর্ণশশী কত কি ভাবিতে লাগিলেন। নিত্যকামী নিকটে বসিয়া সমস্ত নিশা জাগি-

লেন। আর এখানে থাকিব না, তোমারে লইয়া কল্যই নীলগিরিতে চলিয়া যাইব, এই কথা বলিয়া বুঝাইলেন।

পর দিন বেলা এক প্রহরের পর একজন দূত আসিয়া গৃহরক্ষীকে জানাইল, এই বাটীতে যাহারা অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে কাশ্মীর রাজধানীতে যাইবার হুকুম হইয়াছে। আর একখানি চিঠি আছে, অন্তঃপুরে দিবার আদেশ। দ্বাররক্ষক একজন কিঙ্করীকে ডাকিয়া রাজার আদেশ জানাইল এবং সেই পত্রখানি তাহার হস্তে দিল। দূত বিদায় হইয়া চলিয়া গেল।

পত্রের শিরোনামায় পূর্ণশশীর নাম। কিঙ্করী তাহা দর্শন করিয়া পূর্ণশশীর হস্তে লইয়া গিয়া দিল। পূর্ণশশী শুনিলেন, এখান হইতে কাশ্মীরে যাত্রা করিবার সংবাদ আসিয়াছে। পত্রেও তাহাই আছে, ভাবিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে একপাশে রাখিয়া দিলেন,—খুলিলেন না। একবার ভাবিলেন, কে লিখিয়াছে?—রাজা?—তিনি আমারে পত্র লিখিবেন কেন?—রাজপুত্র?—তিনিও ত আমারে চিনেন না; হঠাৎ পত্র লিখিবার কারণ কি? রাজারা এমন অনুচিত কাজ করেন না। তবে কে লিখিল? পত্রিকা?—তাহাই সম্ভব। পত্রিকা কাশ্মীরে গিয়াছেন, শীঘ্র আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারেন নাই, সেইজন্যই বোধ হয় কিছু লিখিয়া থাকিবেন। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন,—প্রফুল্ল মুখখানি মলিন হইয়াছে, এক দৃষ্টে পত্রের খামের উপর চাহিয়া আছেন, চক্ষুদুটী ছলছল করিতেছে। পত্রখানি পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন, হস্তে তুলিয়া লইলেন। পত্রবাহিকা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, পূর্ণশশীকে বিষণ্ণ ও বিমনা দর্শন করিয়া কহিল, দেবি! কি চিন্তা করিতেছেন? পত্র পাঠ করুন। বোধ করি, পত্রিকা দেবীর লেখা। পূর্ণশশী তাহার মুখপানে চাহিয়া গদ্ গদ্

স্বরে কহিলেন, তুমি কিরূপে জানিলে?—আমিও ঐরূপ ভাবিতে-ছিলাম। দেখি, প্রিয়সখী পত্রিকা এই প্রিয়পত্রিকায় কি সংবাদ লিখিয়াছেন। অনুচরীকে এই কথা বলিয়া সকৌতূহলে পত্রিকাখানি খুলিলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিতেছিলেন, তাহাই বটে। পত্রিকা-রই পত্রিকা। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিলঃ—

"স্নেহময়ী প্রেমময়ী পূর্ণশশি! আমি তোমারে ছাড়িয়া এখানে আসিয়া বড় অসুখে রহিয়াছি। আর কোনো অসুখ নাই, তোমার অদর্শনই প্রধান সুখের অবসান। শীঘ্র যাহাতে দর্শন পাই, তাহার উপায় করিয়াছি। ভাই শশি! তোমারে একটী শুভ সংবাদ দিই।—প্রয়াগে রাজকুমারের পত্র পাঠ করিয়া তুমি অসুখী হইয়াছিলে, আমিও চিন্তিত হইয়াছিলাম, এখন সে অসুখ ও সে চিন্তার কারণ দূর হইয়াছে। দুর্দ্দিন গিয়াছে। মহারাজের সহিত আমাদের মহারাজের পুনরায় মিলন হইয়াছে। মহারাষ্ট্রপতি শিবজী এখন আমাদের মহারাজের পূর্ব্ব বন্ধুত্ব পুনর্ব্বার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ধূর্ত্ত মোগল ঔরঙ্গজেব একাকী হইয়াছেন। এটী আমাদের পক্ষে শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। রাজকুমার বিপাকে পড়িয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, পিতা ও স্বজন-বর্গের সহিত লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে যাত্রা করিবেন, তাহা আর হইল না। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় আপন রাজপ্রাসাদেই সুখে ও নিরুদ্বেগে অবস্থান করিয়া পূর্ব্ব অধিকার ধারণ করিবেন। এক্ষণে তোমাকে লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করিয়া এই রাজ্যে শুভাগমন করিতে হইতেছে। রক্ষীবর্গ, অনুচরীবর্গ,

ও কিঙ্করীবর্গকে সঙ্গে লইয়া সত্বর,—যত সত্বর পার, তথা হইতে যাত্রা করিবে। ঋষিবর নিত্যকামীও যেন তোমার সহিত আইসেন। আমি তাঁহারে বিবাহ করিব অঙ্গীকার করিয়াছি। ব্রাহ্মণ যেন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া না যান। আমি এখন এখান হইতে যাইতে পারিলাম না, —রাজকুমার আমারে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিলেন। তোমারে আনিবার জন্য উপযুক্ত যান, বাহক ও রক্ষক রওনা হইল। সাবধানে আসিও। নিকটস্থ হইলেই আমরা সকলে আগু বাড়াইয়া লইব। তুমি এখানে আসিয়া পোঁছি-লেই পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব। এই খানেই তোমার শুভ বিবাহ হইবে। সেজন্য চিন্তা করিওনা,—রাজপুত্র বলিয়াছেন, শীঘ্রই বিবাহ হইবে। আমি তোমারে আনিতে যাইতে পারিলাম না বলিয়া কিছু মনে করিওনা। রাজকুমারের অনুরোধে আবদ্ধ থাকিতে হইল। আমার মন তোমার নিকটে আবদ্ধ; শরীরগতিক ভাল আছি।

তোমারি অধীনী

শ্রীমতী পত্রিকা"।

পত্রিকা পাঠ করিয়া পূর্ণশশী উন্মনা হইলেন। নিকটবর্ত্তিনী কিঙ্করীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে লোক এই পত্র আনিয়াছিল, সে কি বিদায় হইয়াছে? কিঙ্করী কহিল, হাঁ, চলিয়া গিয়াছে।

পূর্ণশশী বিষাদ-নিমগ্ন হইলেন। কিঙ্করী জিজ্ঞাসা করিল, সে বিদায় না হইলে কি হইত?

পূর্ণ।—জবাব লিখিতাম।

কিঙ্ক।—শীঘ্র এখান হইতে যাইতে হইতেছে, আর জবাব কেন?

পূর্ণ।—তবু লিখিতাম।

কিঙ্ক।—কি লিখিতেন?

পূর্ণ।— এই লিখিতাম যে, কাশ্মীরে যাইব না।

কিঙ্ক।—সে কি?

পূর্ণ।—আরো লিখিতাম, কেহ কারু নয়।

কিঙ্ক।—কি জন্য?

পূর্ণ।—জগৎ মিথ্যা।

কিঙ্ক।—যদি কাশ্মীরে যাইবেন না, তবে কোথায় থাকিবেন?

পূর্ণ।—যেখানে ছিলাম।

কিঙ্ক।—এইখানে?

পূর্ণ।—না।

কিঙ্ক।—তবে কোথায়?

পূর্ণ।—বনবাসে।

শেষ কথা শুনিয়া কিঙ্করীর হৃৎকম্প হইল। একবার মনে করিল, গত রজনীতে কাননের বাতাস লাগিয়াছে, পীড়া হইয়াছে; আবার ভাবিল, হয় ত উনি পরিহাস করিতেছেন। অনেক তোলাপাড়া করিল, কিছুই স্থির করিতে পারিল না,—জিজ্ঞাসা করিতেও মন সরিল না। পূর্ণশশী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অনুচরী বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পূর্ণশশী আকাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া সাশ্রুনয়নে করুণস্বরে কহিলেন, নিষ্ঠুর! আর কি তুমি বাঁশী বাজাইবার সময় পাও নাই?—তুমি দেবতা হও, যক্ষ হও, রাক্ষস হও, কিন্নর হও, নাগ হও, পিশাচ

হও, কিম্বা কোনো মায়াধারী মানব হও,—যেই হও, আর কি তুমি মোহন বাঁশী বাজাইবার সময় পাইলে না?—আর কি বাঁশী শুনাইবার ক্ষেত্র পাইলে না?—আর কি কাহারও কর্ণ নাই?—এই অভাগিনীর তপ্ত হৃদয় ভিন্ন আর কি তোমার বাঁশী বিদ্ধ করিবার স্থান জগতে নাই? হৃদয়! দ্বিধা হও! আমি——

বলিতে বলিতে সহসা সেখান হইতে উঠিয়া চলিলেন। কোথায় যান, এ অবস্থায় কোথায় যাইবেন?—এই কথা বলিয়া অনুচরী অনুবর্ত্তিনী হইল। পূর্ণশশী নিত্যকামীর নিকটে চলিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক কথা কহিলেন, নিত্যকামীর চক্ষেও জল আসিল,—দুই জনেই কাঁদিতে লাগিলেন।

দিবামান এই প্রকারেই অতিবাহিত হইল। সূর্য্যদেব পূর্ণশশীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া পূর্ণশশীর প্রতি গগন রাজ্যের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক বিষণ্ণ রক্তিম বদনে অস্তগমন করিলেন। পূর্ণশশী আকাশে উঠিলেন, চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নাময় হইল, পূর্ণশশী আকাশে নেত্রপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। রজনীর ঘটনাগুলি সমধিক কষ্টকর।

পরদিন প্রাতঃকালে কাশ্মীর হইতে লোকজন আসিল,—আবাস উঠাইয়া যাত্রা করিবার অবসর উপস্থিত। পূর্ণশশী উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন। নিত্যকামী অনেক বুঝাইলেন, কিঞ্চিৎ উপকারও হইল। অবশেষে নিত্যকামীর অনিচ্ছাতে, পূর্ণশশীর সম্পূর্ণ অমতে লক্ষ্মণাবতী হইতে সাজপাট উঠিয়া চলিল;—সকলে একত্রে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

উদাসিনী।

“ কে তুমি কার কুলবালা !
আলো করি বিল্বতলা !
কি বিষাদে মনের ক্ষেদে
মুখে বল ববম্ ভোলা !
এ নবীন বয়সে ধনি !
(তুমি) কেন হলে সন্ন্যাসিনী !
জটা ভস্ম বিভূষিণী !
গলেতে রুদ্রাক্ষ মালা !”

পূর্ণ-শশী কাশ্মীরে উপনীত হইলে যুবরাজ সবিশেষ সমারোহে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আলয়ে লইয়া গেলেন। সখী উপলক্ষ করিয়া পূর্ণ-শশী রাজকুমারকে শুনাইলেন, ব্রত আছে, রাজপ্রাসাদে থাকা হইবে না। সুচতুর রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। রাজবাটীর সংলগ্ন মনোহর উদ্যানে সুসজ্জিত বাটীতে পূর্ণ-শশীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কতক পরিচিত, কতক অপরিচিত নূতন অনুচরী নিযুক্ত হইল। পূর্ণ-শশী সুন্দর শিবিকা আরোহণে তথায় প্রবেশ করিলেন। নিত্যকামীর নিমিত্ত স্বতন্ত্র আবাস নির্দ্দিষ্ট হইল।

আয়োজনে দিনমান গেল, রাত্রি হইল। রাত্রিকালে উদ্যান-বাটীতে নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ হইতেছে, চারি দিকে আলো জ্বলিতেছে, বিহগকুলের সুমধুর সঙ্গীতে নয়নগন মুগ্ধ হইতেছে, পূর্ণশশীর কিছুই ভাল লাগিতেছে না ;—পার্থিব বৈকুণ্ঠধামের এত সুখ—এত ঐশ্বর্য্য পূর্ণশশীর কিছুই ভাল লাগিতেছে না! তিনি একবার এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পত্রিকা দেবী কোথায় ?—' "এখনি আসিবেন, শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে।"—সংক্ষেপে এই উত্তর পাইলেন। সংক্ষিপ্ত উত্তরে তৃপ্তি বোধ হইল না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি এখানে নাই ?"—এ প্রশ্নে কিছুই উত্তর হইল না.—সকলেই গীত বাদ্যের আনন্দে উন্মত্ত। পূর্ণ-শশী উন্মনা হইয়া আপনা আপনি কহিলেন, কতক্ষণ ?—শেষ বর্ণটী দীর্ঘ নিশ্বাসের টানে অনেকক্ষণে উচ্চারিত হইল।

রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্যগীত হইল। যতক্ষণ আমোদ, ততক্ষণ পূর্ণশশী বিষণ্ণ—অন্যমনস্ক। মধ্যে মধ্যে নয়নে, কপোলে, বক্ষে অশ্রুধারা।—গীতবাদ্যের অবসানে সকলে স্ব স্ব স্থানে বিশ্রাম করিতে গেল, পূর্ণশশী আর কয়েকটী স্ত্রীলোক একটী কক্ষে রহিলেন। বড় অসুখ, এই ছল করিয়া সে রজনীতে পূর্ণশশী কিছুমাত্র আহার করিলেন না। গভীর ত্রিযামকালে সহচরীগণ নিদ্রিত হইলে, পূর্ণ-শশী ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলেন, তাঁহার নিদ্রা নাই। ধীরে ধীরে উঠিয়া আর একটী পার্শ্বকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহ নির্জ্জন ;—নির্জ্জন, কিন্তু সুন্দর সুন্দর সজ্জায় সুশোভিত। নানাবিধ আস-বাবে পরিপূর্ণ। সুগন্ধে আমোদিত। পূর্ণশশী সেই গৃহের মধ্যস্থলে গিয়া বসিলেন। নয়ন ঘুরাইয়া চতুর্দ্দিক একবার দেখিলেন।—দেখি-লেন, বিবিধ বেশ ধারণের উপযুক্ত উপকরণ ঝুলিতেছে। ভাবিলেন,

এই সুযোগে ছদ্মবেশ ধরিয়া পলায়ন করি। আবার ভাবিলেন, না, —তাহা হয় না; স্ত্রীলোক, বিদেশ, কোথায় বা যাইব, পথ চিনি না, লোক চিনি না, দেশ চিনি না, রাজাদের আইন কানুনও জানি না কোথায় যাইব, কে ধরিবে, কাহার হাঁতে পড়িব, কিসে কি হইবে,— ভাল হয় না। দূর হউক, কাজ নাই, এই খানেই থাকি। যা থাকে অদৃষ্টে, তাহাই ঘটিবে;—তাহাই ঘটুক। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া অচলভাবে সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিলেন। শেষে এই স্থির করিলেন যে, যাহাতে এ বেশ আর কেহ দেখিতে না পায়, তাহাই করি। এই ভাবিয়া গাত্রের অলঙ্কারগুলি একে একে উন্মোচন করিলেন, নিবিড় কাদম্বিনী কেশগুচ্ছ আলুলায়িত করিলেন, সঙ্গে তীর্থমৃত্তিকার একটী ছোট ঝুলি ছিল, তাহা হইতে মৃত্তিকা বাহির করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন, আলুলায়িত কুন্তলেও মাটী মাখিলেন, অবিকল একটী সন্ন্যাসিনী সাজিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া সোপানমঞ্চে নামিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক সম্মুখে পথরোধ করিল।— জিজ্ঞাসা করিল, “এত রাত্রে কে উদ্যানগৃহ হইতে বাহিরে যায়?” —পূর্ণশশী নিশ্চল নিস্তব্ধ।—ভয়ে নিস্তব্ধ?—হইতেও পারে; তাহাই সম্ভব; কিন্তু ভয়ই বা কিসের?—কাহারো কিছু চুরি করিয়া যাইতেছেন না, অঙ্গে অলঙ্কারও নাই, ভয়ই বা কি?—পূর্ণশশী আপন মনোভাবেই আপনি নিশ্চল নিস্তব্ধ।

পথরোধকারিণী অগ্রসারিণীকে নিরুত্তর দেখিয়া আরো কিছু উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল “কে?— কথা কও,—কথা না কহিলে শিরশ্ছেদনের আদেশ!” পূর্ণশশী কম্পিত হইয়া কথা কহিলেন। —কহিলেন,—“যদি ভয় দেখাও, পরিচয় পাইবে না; যদি পরি-

চয় দিই, বুঝিতে পারিবে না, এইজন্য নিরুত্তর ছিলাম। আমি উদাসিনী।”

উভয়ের কথা উভয়ে শুনিলেন। যিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বর উত্তরকারিণী বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু উত্তরদায়িনীর স্বর তিনি বুঝিতে পারিলেন। পাঠক মহাশয়ও বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন, প্রশ্নকারিণী রমণী আপনার পূর্ব্ব পরিচিতা পত্রিকা।

পত্রিকা কহিলেন, রাজার আদেশ নাই, আমি তোমারে ছাড়িতে পারি না, কক্ষমধ্যে ফিরিয়া চল। উদাসিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, আমি উদাসিনী, রাজার আদেশে আমার কি সম্পর্ক? উদাসিনীর গৃহে প্রয়োজন কি? পত্রিকা কহিলেন, কি সম্পর্ক, কি প্রয়োজন, তাহা আমি জানি না, রাজার আজ্ঞা পালন করিব, তোমারে গৃহমধ্যে লইয়া যাইব।

এই কথা বলিয়া পূর্ণশশীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উদ্যানগৃহে লইয়া গেলেন। দীপালোকে পূর্ণশশী দেখিলেন, পত্রিকা।—দেখিয়াই লজ্জা হইল,—লজ্জার সঙ্গে আনন্দের চিহ্নও দেখা দিল; অপ্রস্তুত হইয়া বদন নত করিলেন। পত্রিকা ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, রাজপ্রহরীকে দেখিয়া লজ্জা করিলে হইবে না;—বল, কোথায় যাইতেছিলে?—পূর্ণশশী মৃদুবচনে কহিলেন, তুমি বল, এতদিন আমারে ভুলিয়া কোথায় ছিলে? পত্রিকা কহিলেন, তুমি বল, তোমার এ বেশ কেন? পূর্ণশশী কহিলেন, তুমি বল, আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই কেন? এইরূপ পরস্পর বাক্‌চাতুরীতে যামিনী বাড়িতে লাগিল,—বাড়িয়া বাড়িয়া শেষ হইতে লাগিল,—উভয়েই প্রশ্ন করেন, কেহই উত্তর করেন না।

রজনী চারি দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট। পত্রিকা এই অবসরে পূর্ণশশীকে কহিলেন, দেখ শশি! ব্যঙ্গ ছাড়, পরিহাসের এ সময় নয়;—পরিহাস ত্যাগ কর; বল, তোমার এ বেশ কেন? রজনীপ্রভাতে তোমার বিবাহ, তুমি কি দুঃখে সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছ?

"দুঃখ?"—পূর্ণশশী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, দুঃখ?—এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, কি বলিব, অপর কাহারো মুখে এ প্রশ্ন শুনিলে এই শাণিত ভুজালী বক্ষে বিদারণ করিয়া এখনি এ জীবনের,—এ পাপজীবনের অবসান করিতাম! এই কথা বলিয়া পত্রিকার মুখপানে চাহিয়া পূর্ণশশী একখানি তীক্ষ্ণ ভুজালী দেখাইলেন,—রোদন করিতে লাগিলেন। পত্রিকা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। কহিলেন, অভিমানিনি! মনে মনে তোমার এতদূর ভয়ঙ্কর সংকল্প?

সাশ্রুনয়নে পূর্ণশশী কহিলেন, হইত না; কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক।

পত্রি।—আমি স্ত্রীলোক, তাহাতে তোমার কি?

পূর্ণ।—মনে বুঝিয়া দেখ। প্রয়াগধাম মনে কর, লক্ষ্মণা মনে কর, স্মরণ হইবে।

পত্রি।—মনে করিলাম, মনে পড়িল না। আমি স্ত্রীলোক, এই জন্য তুমি আত্মহত্যা করিবে?

পূর্ণ।—সুতরাং।

পত্রি।—সুতরাং? তাৎপর্য্য বুঝিলাম না।

পূর্ণ।—স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে কর।

পত্রিকা হাস্য করিয়া কহিলেন,—এইজন্যই লোকে মেয়ে মানুষকে অবলা বলে। স্বপ্ন ইন্দ্রজাল,—স্বপ্নও কি সত্য হয়? স্বপ্নের মায়া মনে করিয়া,—স্বপ্নের মায়ায় বিশ্বাস করিয়া যাহারা স্বইচ্ছায়

অমূল্যধন জীবন বিসর্জ্জন দেয়, তাহারা ইহলোকে অবোধ, পরলোকে পাতকী।

পূর্ণ।—তবে তখন তেমন কথা বলিয়াছিলে কেন?

পত্রি।—প্রবোধের নিমিত্ত;—আশু প্রবোধের নিমিত্ত।

পূর্ণ।—গন্ধর্ব্বকুমারী কামচারী, এ কথাও কি প্রবোধ?

পত্রি।—যেমন ক্ষেত্র, সেখানে তাহার উপযুক্ত সকল কথাই প্রবোধ।

পূর্ণ।—তবে এখন কি বলিয়া প্রবোধ দিবে?

পত্রি।—রাজকুমারকে বিবাহ কর, কাশ্মীরের রাজরাণী হও, সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া রাজার মা হও, লোকে পাটরাণী বলুক, আমি বাহু তুলিয়া শুভকীর্ত্তন করি, চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হউক, এখন এই কথায় প্রবোধ দিব।

পূর্ণ।—মন এ প্রবোধ মানে না, আমি বিবাহ করিব না।

পত্রি।—এক কথাই চিরকাল?

পূর্ণ।—হাঁ।

পত্রি।—তবে এতদূর পর্য্যন্ত আসিলে কেন?

পূর্ণ।—বিধাতার বিড়ম্বনা।

পত্রি।—লোকে তপস্যা করিয়া রাজরাণী হইবার বর লয়; কাশ্মীরের রাজকুমার শশীন্দ্রশেখর ইচ্ছা করিয়া তোমারে রাজরাণী করিতে চাহিতেছেন, তুমি পুনঃপুন অস্বীকার করিতেছ; এটিও কিন্তু ভাই তোমার পক্ষে বিধাতার বিড়ম্বনা।

পূর্ণ।—হয় হউক।

পত্রি।—তাহার পর?

পূর্ণ।—তাহার পর একদিকে জীবন, একদিকে আমি। ছুরি দেখিয়াছ, মন জানিয়াছ, তবে আর প্রশ্ন কেন?

পত্রি।—রাজপুত্র তোমার প্রণয় পরীক্ষা করিবেন।

পূর্ণ।—প্রণয়?—পরীক্ষা?—আমার প্রণয় নাই।— আমার প্রণয় নাই,—আমার প্রণয় নীলগিরির হরিণশাবকেরা,—তরু-শাখার সুন্দর বিহগেরা অধিকার করিয়াছে। আমার হৃদয়ে প্রণয় নাই; আমি একাকিনী আছি। আমি উদাসিনী।

ছাড়া ছাড়া কথায় কেহ কাহারও মনোভাব অবগত হইতে পারিলেন না। পত্রিকার প্রতি পূর্ণশশীর অনুরাগ জন্মিয়াছে। পত্রিকা বলিয়াছিলেন, আমি কামচারী গন্ধর্ব্বকুমারী। ইচ্ছা করিলে পুরুষ হই, ইচ্ছা করিলে নারী হই। সেই আশ্বাসে আর ঘনিষ্ঠতার মহিমায় পত্রিকার প্রতি পূর্ণশশীর অনুরাগ জন্মিয়াছে। পত্রিকা যদি পুরুষ হইয়া পূর্ণশশীকে বিবাহ করেন, তবেই বিবাহ হইবে, নতুবা তিনি আজীবন কুমারী থাকিবেন, এই প্রতিজ্ঞা। কথায় কথায় রজনী প্রভাত হইল। উদ্যানের বিহঙ্গ বিহঙ্গিণীরা শুভপ্রভাতী গীত আরম্ভ করিল। শশব্যস্তে পত্রিকা উঠিয়া চলিলেন। পূর্ণশশী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, যাও, বাধা নাই, মনে রাখিও, আমি উদাসিনী।

দশম পরিচ্ছেদ।

নূতন সংঘটন।

কোথায় কনকলঙ্কা, কোথা লঙ্কেশ্বর,
কোথায় জানকীসতী, কোথা রঘুবর।
বনবাসী তপোধন, আজি আচম্বিতে,
মিলিলেন শুভক্ষণে, মিলন দেখিতে।

প্রাতঃকালে তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক ঋষি রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। গলদেশে ধবল উত্তরীয়, ধবল যজ্ঞোপবীত, কর্ণে ধবল লোমাবলী, বক্ষে ধবল লোমরাজী, ভ্রূযুগল ধবল, কেশ ধবল, মস্তকে জটা, বাস ধবল, সমস্তই ধবলবর্ণ। দেহ পক্ক আম্রের ন্যায় লোল পীতবর্ণ। দেখিলেই তেজোময় মূর্ত্তিমান ভৈরব মনে হয়। তিনি রাজসভায় আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা চিনিতে পারিলেন না, হস্ত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। ব্রহ্মচারী মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিয়া হর হর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজের জয় হউক! মহারাজ তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারিলেন না, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মচারী কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাজ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়াকুলচিত্তে পুনঃ পুনঃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মচারী নূতন কথা কহিয়া সে কথা চাপা দিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত আগমন? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, দর্শন করিতে আগমন। রাজা বিস্মিত হইলেন। বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, তবে কি পূর্ব্বে কখনো দেখা শুনা হইয়াছিল?—জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিবর! ক্ষমা

করিবেন, এ দাস কি আপনাকে আর কখনো কোথাও দেখিয়াছে? সন্ন্যাসী কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া কহিলেন, না—না—মহারাজ, দাস বলিবেন না; মহারাজের সহিত অন্য সম্বন্ধ আছে।

"সম্বন্ধ?—সে কি কথা?—সন্ন্যাসীর সহিত সম্বন্ধ? কি সম্বন্ধ?—স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, কোনো সন্ন্যাসীর সহিত এপর্যান্ত আমার ত কোনো সম্পর্ক হয় নাই!—তবে এ কি?" এইরূপ না না চিন্তা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! বুঝিতে পারিতেছি না, দোষ লইবেন না, আপনি কি তবে ছদ্মবেশে আমারে ছলনা করিতে আসিয়াছেন?

সন্ন্যাসী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কি?—ছলনা? জন্মাবধি যাঁহাদিগের ছলনা অভ্যাস, তাঁহাদিগের নিকট সংসারত্যাগী বনবাসী যোগীর ছলনা?—মহারাজ! আপনার রাজ্যের মঙ্গল হউক, আপনি অমন আজ্ঞা করিবেন না। আপনি একটী বনবাসিনী উদাসিনী কন্যাকে ছলনা করিয়া আপন রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছেন, আমি তাহারি তত্ত্বে এখানে আসিয়াছি,—মহারাজ! সেই কন্যাটী আমারে প্রদান করুন।

রাজা হতভম্বা হইলেন। কি শুনিলেন, কি বলিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। পুত্রের বিবাহের জন্য একটী পাত্রী আসিয়াছে জানেন, দেখেন নাই, কিন্তু সেটী যে বনবাসিনী তপস্বীকন্যা, তাহা জানিতেন না। ভয়ে তটস্থ হইলেন। যোগীবরের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, মুনিবর! ছলনা করিয়া আমি কাহারো কন্যাকে এ রাজ্যে আনয়ন করি নাই। আমি—

কথায় বাধা দিয়া সন্ন্যাসী ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, তুমি আনয়ন কর নাই, তোমার পুত্র আনয়ন করিয়াছেন।

রাজা সশঙ্ক বাক্যে কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, সাধুবর! আপনি যোগবলে সকলি জানিতে পারেন, আমার পুত্র শশীন্দ্রশেখর বালক, সে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া এক ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, তাঁহার কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ তজ্জন্য তাহাকে বিষম পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। আমার বংশে কখনো এরূপ অধর্ম্ম্য কর্ম্ম হয় নাই, সেই জন্য আমি সন্দিগ্ধ-চিত্তে সম্মতি দিতে পারিতেছি না,—সেই কন্যাকে ব্রাহ্মণ স্বয়ং পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি আনিতে বলি নাই। পথে নানা স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া তাঁহারে রাখা হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত কোনো নিশ্চিত তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই, সম্প্রতি কল্য সেই কন্যাটীকে কাশ্মীরে আনয়ন করা হইয়াছে। সেটী যে, আপনার কন্যা, তাহা জানিতাম না, ইহার মধ্যে ছলনা প্রবঞ্চনা কিছুই নাই, যদি ইচ্ছা হয়, এখনি লইয়া যাইতে পারেন।

ব্রহ্মচারী পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন, মহারাজ! আপনি রাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার মুখে এমন কথা শোভা পায় না। আপনার পুত্র শশীন্দ্রশেখর নীলগিরি পর্ব্বতে আমার সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই কন্যার পানিগ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রিয় রাজারা জাতি বন্ধনে তাচ্ছীল্য করিয়া যবনের গৃহে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, তবে আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এত শঙ্কা,—এত সঙ্কোচ কেন?—যেখানে প্রতিশ্রুতি, সেখানে দ্বিধামত করিতে নাই।

রাজা এই বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর দিতে পারিলেন না। কি বলি-বেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতেও পারিলেন না।—ভয়ে, লজ্জায়, সন্দেহে ইতস্তত করিতেছেন, ইত্যবসরে কুমার শশীন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আগন্তুক ব্রহ্মচারীর প্রতি অনেক-

ক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। রাজা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। রাজপুত্রকে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারী সস্নেহ মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! যুবরাজ! শান্ত হও, উঠ, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বিশ্ববিজয়ী হও, আমার কন্যা—

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে রাজকুমার কহিলেন, মহাশয়! একবার আপনারে অনুগ্রহ করিয়া উদ্যান বাটিকায় পদার্পণ করিতে হইতেছে। তথায় কিছু অভীষ্ট বস্তু আছে, দর্শন করিবেন।

"চলো, তোমার যেমন অভিরুচি।—কিন্তু মহারাজকে চাই; —মহারাজ সেখানে না থাকিলে আমার অভীষ্ট বস্তু দর্শন বৃথা হইবে।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী আসন গুটাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রাজা আর রাজপুত্র সশঙ্কহৃদয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তিনজনে একত্রে উদ্যানবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। যে গৃহে পূর্ণশশী উদাসিনী বেশে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া ছিলেন, সেই গৃহের দ্বার দেশে উপনীত হইবা মাত্র পূর্ণশশী ঊর্দ্ধদৃষ্টে তিন মূর্ত্তির প্রতি প্রশান্ত সজল নেত্র নিক্ষেপ করিলেন। লজ্জা ভয় কিছুই হইল না, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মচারীর পদতলে পতিত হইলেন। কহিলেন, পিতা! আমার পিতা! দুঃখিনীর পিতা! অভাগিনীর পিতা! উদাসিনীর পিতা! সন্ন্যাসিনীর পিতা! এত দিন কোথায় ছিলে? অভাগিনী বলিয়া তোমার কি মনে ছিল? তুমি কেমন ছিলে? কেমন আছ? আমার মৃগশাবক, পক্ষীশাবকেরা কে কেমন আছে?—পিতা! আমার বনমালিকা মাধবীলতা কেমন আছে? তাহার কি ফুল হয়?—সে ফুল তুমি কি কর?—আমার সেই তরুণ

অশোকতরুর কি ফুল ফোটে? সে ফুলে কি হয়?—আমার সেই ছোট গিরিনদীতে তেমনি পবিত্র নির্ম্মল জল আছে ত?—ছোট হংস দম্পতী সে জলে খেলা করে ত? তাহারা দুটীতে কেমন আছে? হ্যাঁ পিতা! তারা এখন কত বড় হইয়াছে? তারা কি খায়? পিতা! তোমার পূজার আয়োজন কে করিয়া দেয়?—পূজার সময়, আহারের সময় এ অভাগিনীকে কি তোমার মনে হয়? এ দুঃখিনীর দুঃখের কথা কি তোমার মনে পড়ে?

ব্রহ্মচারী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, সকলেই ভাল আছে, তুমি কেমন আছ মা? পূর্ণশশি! আমার অনাথিনী পূর্ণশশি! তুমি কেমন আছ মা?

পূর্ণশশী ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, পিতা! অনেক দিনের পর তোমার মুখে আজ শুনিলাম, "পূর্ণশশী কেমন আছে?"—পূর্ণশশী কেমন আছে, আজ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দিব, আর ৪ দণ্ড পরে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিবার লোক থাকিত না। পূর্ণশশী জগতে থাকিত না। পূর্ণশশীর হস্তে তীক্ষ্ণধার ছুরী আছে, সেই ছুরী একটু পরেই বক্ষে উঠিত, বক্ষে উঠিয়া প্রাণান্ত করিতে বসিত। ভাগ্যে তুমি আজ আসিয়াছ। পূর্ণশশী বাঁচিয়া আছে।—এই কথা বলিয়া পূর্ণশশী আরো উচ্চরবে রোদন আরম্ভ করিলেন।

রোরুদ্যমানা পূর্ণশশীকে সান্ত্বনা করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী কহিলেন, মহারাজ! বিজয়পুরের বন্ধুত্ব স্মরণ হয়?

রাজা কপালে করাঘাত করিলেন।

শোক সম্বরণ করিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, রাজা উদয়সিংহের একটী বালিকা কন্যা ছিল, মনে হয়?

রাজা সাশ্রুনয়নে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, হা দুরাশয় নিষ্ঠুর

"মুখের কথা কোনো কাজের নহে। ক্ষত্রিয় বীর্য্য ভারতবর্ষে আর নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয় বীর জীবন আহুতি দিয়া স্বর্গের দীপে আরতি দিয়াছেন, এখন পুণ্যভূমি ভারতভূমি যবন পদতলে দলিত হইবে, এ সময় আমাদের তুল্য হতভাগ্যের বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

"তাই তব রূপ ভাল বাসি।
তুমি কখনো হও ধনুকধারী,
কভু বাজাও মোহন বাঁশী॥
আবার কখনো হও ত্রিশূলপাণি,
কভু ধর করে অসি॥"

রামপ্রসাদ।

রামব্রহ্ম স্বামী কহিলেন, মহারাজ! এই কন্যাটী লইয়া আমি নীলগিরি পর্ব্বতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। কন্যার নাম রাজধানীতে মহালক্ষ্মী ছিল, আমি পূর্ণশশী নাম দিয়াছি। আমার নিজের নামও গোপন করিয়া সদাশিব ব্রহ্মচারী নামে পরিচয় দিতাম। ভূধর মিশ্র নামে একজন নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ বিজয়পুরের রাজসভায় থাকিতেন, তাঁহাকেও আমি সঙ্গে লইয়াছিলাম, তাঁহাকেও মহারাজ চিনিতে পারিবেন। তিনি একবার যবনের পদানত হইবার জন্য দিল্লীর দরবারে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই ভয়ে আমি তাঁহাকে বনবাসে লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার নাম নিত্যকামী রাখিয়াছি। তিনিও রাজকন্যার সহিত এই রাজধানীতে আসিয়াছেন। কুমার শশীন্দ্রশেখর তীর্থযাত্রা করিলে পথভ্রান্তে নীলগিরির গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই সময় পূর্ণশশীর পাণিগ্রহণে তাঁহাকে প্রতিশ্রুত